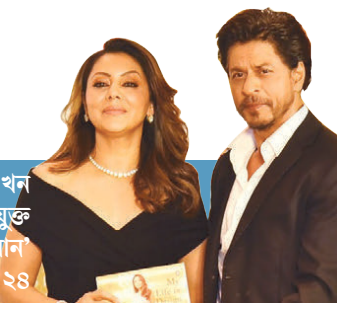


ফ্যাশনে বাংলাদেশের গৌরব: ফাতিমা ফারজানার ঝলমলে অভিষেক পৃষ্ঠা ২০

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 2 October 2025, 9th Year, Issue 446, 40 Pages



শাহরুখ খান এখন বিলিয়নিয়ার, যুক্ত হলেন 'হুরান' তালিকায় পৃষ্ঠা ২৪

বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭ আশ্বিন ১৪৩২, ১০ রবিউস সানি ১৪৪৭, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪৬, পৃষ্ঠা ৪০

অ্যাডামস সরলেন মামদানি–কুয়োমোর মধ্যেই মূল লড়াই

নিউইয়র্ক সিটির নির্বাচন

অ্যাডামস জরিপে ছিলেন চতুর্থ অবস্থানে। এগিয়ে আছেন মামদানি, অ্যান্ড্রু কুয়োমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া।



জোহরান মামদানি



অ্যান্ড্রু কুয়োমো

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস অবশেষে আসন্ন মেয়র নির্বাচনের দৌড় থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিয়েছেন। সপ্তাহান্তে দেওয়া এক ভিডিও বার্তায় তিনি বলেন, "আপনাদের মেয়র হিসেবে কাজ করা আমার জন্য গৌরবের বিষয় ছিল। তবে আমি জানি, আমি আমার প্রচারণা চালিয়ে যেতে পারব না।"

অ্যাডামস জরিপে ছিলেন চতুর্থ অবস্থানে। এগিয়ে আছেন সমাজতান্ত্রিক প্রার্থী জোহরান মামদানি, সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুয়োমো এবং রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া। বিশ্লেষকদের মতে, অ্যাডামস সরে দাঁড়ানোয় নভেম্বরের মূল লড়াই এখন মামদানি ও কুয়োমোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে।

হোয়াইট হাউস ও প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলে কয়েক সপ্তাহ ধরে ব্যাকরুম আলোচনায় চলছিল, যাতে অ্যাডামস বা স্লিওয়া কেউ একজন সরে দাঁড়ান—মূল লক্ষ্য ছিল মামদানির জয় রুখে দেওয়া। জরিপ বলছে, মামদানির বিপক্ষে এক–এক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কেবল কুয়োমোই শক্ত চ্যালেঞ্জার হতে পারেন।

অ্যাডামস তার বক্তব্যে মামদানি ও কুয়োমোকে লক্ষ্য করে সমালোচনাও করেন। তিনি সতর্ক করেন, স্থানীয় সরকার যেন "চরমপন্থী আদর্শ বাস্তবায়নের হাতিয়ার" না হয়। আবার কুয়োমোর "নীতিগত অস্থিরতা" নিয়েও ইঙ্গিত দেন।

প্রথম মেয়াদে অপরাধ কমানো, অভিবাসন সংকট মোকাবিলা ও আবাসন নির্মাণে অগ্রগতির দাবি করলেও দুর্নীতির মামলা ও প্রশাসনিক কেলেঙ্কারিতে অ্যাডামসের জনপ্রিয়তা ভেঙে পড়ে। ফেডারেল আদালত পরে অভিযোগ খারিজ করলেও জনআস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেননি তিনি।

রাজনীতি থেকে পুরোপুরি সরে যাওয়ার কোনো ইঙ্গিত না দিয়ে অ্যাডামস বলেন, "এটি আমার প্রচারণার শেষ, কিন্তু জনসেবার নয়। আমি নিউইয়র্কের জন্য লড়াই চালিয়ে যাব।"

নভেম্বরের ব্যালটে তার নাম থাকলেও মূল প্রতিযোগিতা যে মামদানি ও কুয়োমোর মধ্যে হবে, তা এখন স্পষ্ট। রিপাবলিকান প্রার্থী স্লিওয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় থাকলেও রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, শেষ পর্যন্ত নির্বাচন নির্ধারণ করবে মামদানির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা বনাম কুয়োমোর অভিজ্ঞতার লড়াই।

জাতিসংঘে ড. ইউনুস
রোহিঙ্গা সংকট, সমালোচনা ও সম্ভাবনা

ইব্রাহীম চৌধুরী

রোহিঙ্গা সমস্যা - এক গহীন বাস্তবতা। এ বাস্তবতাকে বাংলাদেশকেই মোকাবেলা করতে হবে।আজ একভাবে।আগামীকাল অন্যভাবে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে আজ ড. মুহাম্মদ ইউনুস রোহিঙ্গা সংকট নিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর মংগলবার যে বক্তব্য রেখেছেন, সেটি আলোচনার দাবি রাখে। মানবতার পক্ষের কথা বলা, নিপীড়িতদের জন্য সমবেদনা প্রকাশ করা অবশ্যই প্রয়োজনীয়। কিন্তু সেই বক্তব্যে ছিলো অনেক ফাঁপা শব্দচয়ন, সাধারণীকরণ এবং কৌশলগত অস্পষ্টতা। যা একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক সমস্যাকে সমাধানের দিকে না নিয়ে গিয়ে বরং কেবল নৈতিক আবেগের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে।

রোহিঙ্গাদের দুর্দশা নিয়ে বিশ্বে নতুন করে দৃষ্টি আকর্ষণ করার প্রয়োজন রয়েছে—এটি সত্য। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই দৃষ্টি আকর্ষণকে কার্যকর করার মতো রাজনৈতিক রূপরেখা কোথায়? ড. ইউনুসের বক্তব্যে এ বিষয়ে কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশনা ছিল না। তিনি কথা দিয়েছিলেন, বাস্তুচ্যুত রোহিঙ্গারা আগামী ঈদ নিজ দেশে করবে। এদিকে কী আদৌ কোন অগ্রগতি হয়েছে? জাতিসংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে কেবল মানবতার কথা বলা যথেষ্ট নয়। কারণ মিয়ানমারের সেনা সরকারকে চাপ দেওয়ার মতো কূটনৈতিক বা অর্থনৈতিক বাস্তব প্রস্তাব ছাড়া এই সংকট সমাধানের রাস্তা খুলবে না। অথচ সেই সুনির্দিষ্টতা অনুপস্থিত ছিল তার বক্তব্যে।

সাধারণ পরিষদে যোগ দেয়া প্রায়

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪



ত্রাণ নিয়ে গাজার উদ্দেশে রওনা হওয়া নৌবহর। ছবি: সংগৃহীত

এখনো গাজা অভিমুখে চলছে ফ্লোটিলার নৌযান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজামুখী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার যেসব জাহাজ এখনো ইসরায়েলি বাহিনীর হাতে আটক হয়নি, সেগুলো ফিলিস্তিনি ছিটমহলটির উপকূলের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরা জানিয়েছে, এখনো ফ্লোটিলার কিছু নৌযান গাজা উপকূল থেকে ৫০–৬০ কিলোমিটার দূরে রয়েছে।

আল জাজিরা জানিয়েছে, ফ্লোটিলার লাইভ ট্র্যাকার অনুযায়ী, এখনো অন্তত ২৬টি জাহাজ যাত্রাপথে রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি জাহাজ গাজার উপকূল থেকে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ কিলোমিটার (৩১ থেকে ৩৭ মাইল) দূরে অবস্থান করছে বলে দেখা গেছে।

এর আগে, গাজায় ইসরায়েলি অবরোধ ভাঙতে যাওয়া গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে ভূমধ্যসাগরের উপকূলের কাছে ঠেকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে ইসরায়েলি নৌবাহিনী। তবে, ফ্লোটিলার মুখপাত্র জানিয়েছেন, এখনো যাত্রা চলমান। এরই মধ্যে ইসরায়েলি নৌবাহিনী গাজামুখী আন্তর্জাতিক সহায়তা বহর থেকে অন্তত ২০০ কর্মীকে আটক করেছে। এদের মধ্যে অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গও আছেন।

ইসরায়েলি অবরোধ ভেঙে গাজা উপকূলে সহায়তা পৌঁছে দেওয়া এবং ইসরায়েলের নৌ অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করতে ৪০টির বেশি নৌযানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শত শত কর্মী ভ্রমণ করছেন। তবে ইসরায়েল এর আগেও এমন একটি ফ্লোটিলার আয়োজন ভেস্তে দিয়েছিল। এবারের যাত্রাও ভেস্তে দেওয়ার প্রচেষ্টা কম করেনি দেশটি।

বহরে থাকা আল জাজিরার প্রতিনিধি জানিয়েছেন, ইসরায়েলি নৌবাহিনী বহরের জাহাজগুলোতে তাদের যুদ্ধজাহাজ থেকে জলকামান ব্যবহার করে পানি ছুড়েছে, জাহাজগুলোর যোগাযোগব্যবস্থা অচল

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৪

নিউইয়র্কে রাজনৈতিক সহিংসতা ও গালিগালাজ: আমাদের পরিচয় কি?

এইচ বি রিতা

নিউ ইয়র্কে শহরে বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে কেন্দ্র করে সহিংসতা বা আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘন করা-কতটা যুক্তিগত, তা বোধকরি একজন সাধারণ মানুষকেও ভাবতে বাধ্য করবে। এই শহর বহু জাতি ও সংস্কৃতির মিলনস্থল, যেখানে মতপ্রকাশ ও শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকৃত। তারপরও আমাদের কেন ডিম নিক্ষেপ, গালাগালি বা হাতাহাতি করে বিরোধীদের প্রতিহত বা প্রতিরোধ করতে হয়?

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্র আসেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। বিএনপির পক্ষ থেকে ড. মোহাম্মদ ইউনূসকে স্বাগত জানানো এবং আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে নিউইয়র্কে তাকে প্রতিহত করাকে কেন্দ্র করেই সহিংসতার সূত্রপাত। জেএফকে বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার সময় জাতীয় নাগরিক পার্টি এনসিপির সদস্য সচিব আখতার হোসেনের ওপর ডিম নিক্ষেপ করেন আ'লীগ কর্মীরা। সেইসাথে অকথ্য গালাগালি, বাদ পড়েননি ডাক্তার তাসনিম জারা। সেই



নিউইয়র্কের ঘটনায় জ্যাকসন হাইটসের বাংলাদেশ স্ট্রিট থেকে আটক করা হয় যুবলীগ কর্মী মিজানুর রহমানকে

থেকেই জাতিসংঘ সদরদপ্তরের সামনে, জ্যাকসন হাইটস-এ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা-লজ্জাকর বিনোদনে পরিণত হয়। বাংলার সাধু চলিত এমন কেনো গালি বাকি নেই যা তারা ব্যবহার করেননি। মারামারি পর্যন্ত গড়িয়ে অবশেষে দুই/তিনজন গ্রেফতারও হন।

জুলাই বিপ্লবে ১৬ বছরের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটেছে। শেখ হাসিনার পতনের পর আ'লীগ নিষিদ্ধ হয়েছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

যুক্তরাষ্ট্রের মানবপাচার সূচকে বাংলাদেশের স্থান অপরিবর্তিত

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের মানবপাচার বিষয়ক প্রতিবেদন ট্রাফিকিং ইন পারসনস রিপোর্ট ২০২৫ প্রকাশিত হয়েছে। সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট এই প্রতিবেদন প্রকাশ করে। সেখানে বাংলাদেশকে টিয়ার-২ স্তরে পুনরায় রাখা হয়েছে। ২০২০ সাল থেকে বাংলাদেশের অবস্থান এই স্তরেই আছে। প্রতিবেদনে স্টেট ডিপার্টমেন্ট বলছে, বিচারের ক্ষেত্রে সরকার সামগ্রিক আইন প্রয়োগের প্রচেষ্টা হ্রাস করেছে, ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা প্রচেষ্টা বাড়িয়েছে এবং পাচার রোধে চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

স্টেট ডিপার্টমেন্টের প্রতিবেদনে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার পাচার নির্মূলের জন্য ন্যূনতম মান সম্পূর্ণরূপে পূরণ করেনি, তবে এটি করার জন্য উল্লেখযোগ্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। সরকার পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের সময়কালের তুলনায় কিছুটা বেশি প্রচেষ্টা দেখিয়েছে, তাই বাংলাদেশ

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

৬ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের সরকারে অচলাবস্থা

শেষ মুহূর্তেও বিল পাসে ব্যর্থ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

অর্থবছরের শেষ দিনেও প্রশাসনের ব্যয়-সংক্রান্ত বিল নিয়ে রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাটরা একমত হতে না পারায় যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে এ-সংক্রান্ত বিল পাস করা যায়নি। ফলে ছয় বছর পর আবারও শাটডাউন বা অচলাবস্থার মুখে পড়েছে মার্কিন সরকার।

স্থানীয় সময় মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে সরকারি তহবিল থেকে অর্থ ছাড় বন্ধ হয়ে গেছে। এতে জরুরি সেবা ছাড়া অন্য সব সরকারি কাজ বন্ধ থাকছে। বিমান চলাচলসহ অনেক জরুরি সেবাও ব্যাহত হচ্ছে।

এ অচলাবস্থার প্রভাব পড়ছে বিশ্বের নানা দেশে মার্কিন দূতাবাসের কার্যক্রমে। ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের ভেরিফায়েড ফেসবুক পাতায় মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের লোগোর ছবিসহ দেওয়া এক পোস্টে বলা হয়, 'পূর্ণ কার্যক্রম শুরু না হওয়া পর্যন্ত বরাদ্দের ঘাটতির কারণে জরুরি নিরাপত্তাবিষয়ক তথ্য ব্যতীত এ অ্যাকাউন্টটি নিয়মিত আপডেট করা হবে না। এ সময়ে পরিস্থিতি অনুযায়ী

> ■ এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের শাটডাউন হয় ২০১৮-১৯ সালে। তখনও ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন।

পূর্বনির্ধারিত পাসপোর্ট ও ভিসা সার্ভিস অব্যাহত থাকবে।'

বিবিসি লিখেছে, অচলাবস্থার কারণে মার্কিন ফেডারেল সরকারের ৪০ শতাংশ কর্মী অবৈতনিক ছুটিতে গেছেন। এ সংখ্যা সাড়ে সাত লাখের চেয়ে কম নয়।

এর আগে যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের শাটডাউন হয় ২০১৮-১৯ সালে। তখনও ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ছিলেন। এবার শাটডাউন হলে ফেডারেল সরকারে ব্যাপক কর্মী ছাঁটাইয়ের ঘোষণা দেন ট্রাম্প।

তাঁর নির্দেশনা অনুসারে, কয়েক দিন আগেই অফিস অব বাজেট অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থাগুলোকে 'জনবল হ্রাসের' পরিকল্পনার খসড়া তৈরি শুরু করতে

এরপর পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

চিশতী একাউন্টিং এন্ড ট্যাক্স সার্ভিসেস
TRUSTED ACCOUNTING AND TAX SERVICES
Over 13 Years of Accounting and Taxation Experience
CHISHTI CPA PC
GROW YOUR BUSINESS WITH US

ইনকাম ট্যাক্সে আমাদের সেবাসমূহ ঃ
- ব্যক্তিগত ট্যাক্স রিটার্ন
- কর্পোরেট ট্যাক্স রিটার্ন
- স্মল বিজনেস ট্যাক্স রিটার্ন
- সেল্ফ-এমপ্লয়মেন্ট ট্যাক্স রিটার্ন (উবার, লিফট, ক্যাব ড্রাইভারস)
- একাউন্টিং বুককিপিং, ইমিগ্রেশন ফরম পূরণ, বিজনেস গঠন

ইনকাম ট্যাক্স
- INDIVIDUAL TAX RETURN
- CORPORATE TAX RETURN
- SMALL BUSINESSES TAX RETURN
- SELF-EMPLOYED (UBER/LYFT/CAB DRIVER)

একাউন্টিং ও বুককিপিং
- PAYROLL
- W2S, 1099S
- FINANCIAL STATEMENT
- SALES TAX QUARTERLY AND YEAR END FILINGS

LIBERTY TRAVELS & TECH
AIR TICKET. WORLDWIDE MONEY TRANSFER

OUR OTHER SERVICES:
- PHOTOCOPY
- E-MAIL PRINT
- BANNER
- MONEY TRANSFER
- BUSINESS CARDS
- CUSTOM T- SHIRT
- FLYER
- A-SIGN
- CARGO
- FEDEX/UPS
- CELL PHONE
- MUG PRINTING



Call/email/make appointment at www.chishtiaccounting.com
T:917-832-7785 C: 347-5153858 E: chishti@chishtiaccounting.com
73-19 Broadway, Jackson Heights NY 11372
72-30 Roosevelt Ave, Jackson Heights, New York 11372.
Cell: 347-448-6092, 518-699-2499

Queens Social Adult Day Care Center Inc
কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক



কুইন্স সোসাল এডাল্ট ডে-কেয়ার সেন্টার ইন্ক একটি ডে-কেয়ার সার্ভিস সেন্টার। আমরা লিঙ্গ, জাতি অথবা ধর্ম বৈষম্যহীনভাবে সবধরণের গ্রাহক সেবা প্রদান করি। আমরা দুরারোগে অসুস্থ্য এবং প্রতিবন্ধী গ্রাহকদের, প্রবীণ ব্যক্তিদের নিরাপদ এবং উপযুক্ত ডে-কেয়ার সার্ভিস প্রদান করে থাকি। আমরা নিশ্চিত করি যেন গ্রহক মানসম্পন্ন সেবা আমাদের সেন্টার থেকে পেতে পারেন যাতে করে তাকে কোন নার্সিং হোমে যেতে না হয়। মেট্রোপলিটন এলাকায় আমাদের অভিজ্ঞ কর্মীরা সর্বাত্মক ডে-কেয়ার সেবা প্রদান করে থাকেন।

ব্যক্তিগত পরিচর্যা

আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য গ্রাহককে সাহায্য করা। আমরা গ্রাহকের ব্যক্তিগত চাহিদা সম্পর্কে পরিপূর্ণ পরিচর্যার পরিকল্পনা তৈরী করি। পরিচর্যা পরিকল্পনাসমূহ হচ্ছেঃ

- নাস্তা ও দুপুরের খাবার পরিবেশন (হালাল)
- ফিল্ডট্রিপস্ (পিকআপ এন্ড ড্রপস্)
- ডায়াবেটিক প্রতিরোধক কার্যক্রম
- নিম্নলিখিত সেবাসমূহে আবেদনে সহায়তা
  (মেডিকেইড, মেডিকেয়ার, ফুড স্ট্যাম্প, এসএসআই, উইক, অক্ষমতা আয়, চাইল্ড সাপোর্ট, নগদ সহায়তা, ভাড়া, এইচইএপি)
- চুলকাটা ও প্রসাধনী সহায়তা
- ওজু ও নামাজের ব্যবস্থা
- টেলিভিশন, ইন্টারনেট ও কম্পিউটার
- ইংরেজী ও কম্পিউটার ক্লাস
- সংগীত চর্চ্চা ও শোনার ব্যবস্থা

শিক্ষা কার্যক্রম
- কম্পিউটার ও প্রযুক্তি দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- গ্রন্থাগার

শারিরীক স্বাস্থ্য কার্যক্রম
- ইয়োগা, তাইচি, ব্যয়াম ও জিমের ব্যবস্থা
- ফিজিক্যাল থেরাপী

মানসিক স্বাস্থ্য পরামর্শ
- রিলাক্সেশন স্কিল ট্রেনিং
- পরামর্শ এবং সহায়তা গ্রুপ
- মানসিক স্ট্রেস ম্যানেজমেন্ট

বিনোদনমূলক কার্যক্রম
- পিকনিক
- যাদুঘর ভ্রমণ
- সমদ্র সৈকতে পার্টি
- নৌ-ভ্রমণ ও মৎস শিকার

আধ্যাত্মিক কার্যক্রম
- শান্ত সময়
- ধ্যান

অবসর কার্যক্রম
- কেরাম বোর্ড
- লুডু
- দাবা
- ধাঁধা
- অধ্যায়ন

We speak Spanish, Urdu, Hindi & Arabic





আমরা ৭ দিনই খোলা
সকাল ৯টা থেকে রাত ৯টা

For details information please contact

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

148-41 Hillside Ave, Jamaica, NY 11435

718-647-4444, 646-591-6782 | info@qsadcc.com | www.qsadcc.com

LABONNO FINE DINE & PARTY HALL
We Are HIRING

Tandoori & Kebab Chef
Expert in authentic tandoori dishes, kebabs & Indian/Pakistani-style grilling.

Curry Chef
Skilled in Bengali, Indian & Fusion style curries.

Sweet Maker
Expert in traditional Bengali, Indian, and fusion sweets.



Apply Now →
Address: 1193-1195 Liberty Ave. Brooklyn, NY 11208
Contact us: + 347-301-5185
Send Your CV: emdadbhuiyan@yahoo.com
www.labonnofinedine.com

We Speak বাংলা, English, हिन्दी العربية

ALAM MEDICAL

লং আইল্যান্ডে ডিয়ার পার্কে
আপনার পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা এখন হাতের নাগালে।

Dr. Rehana Alam
DO, DPM
Board certified family medicine physician



আমাদের সেবাসমূহ :
- হেলথ চেকআপ।
- দীর্ঘস্থায়ী (ক্রনিক) রোগ নির্ণয় ও ব্যবস্থাপনা (ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য)।
- রোগ প্রতিষেধক টিকা প্রদান।
- শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের স্বাস্থ্যসেবা।
- নারীদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও সেবা, যার মধ্যে রয়েছে জরায়ুর ক্যান্সার নির্ণয়ের জন্য প্যাপ স্মিয়ার, গর্ভধারণ পরামর্শ ও মেনোপজ ব্যবস্থাপনা সহায়তা।

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

Contact us 631-778-4048 1755 Deer Park Ave, Deer Park, NY 11729
www.alammedical.com

জ্যামাইকার সাটফিন বুলেভার্ডে এই প্রথম বাংলাদেশি ডাক্তার

আমরা ইমিগ্রেশনের জন্য মেডিকেল করি



মোহাম্মদ এ. ওয়াহিদ, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

আমাদের সেবাসমূহ
- যত্নসহকারে পূর্ণাঙ্গ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া হয়
- প্রাইমারি কেয়ার/ইন্টারনাল মেডিসিন
- রক্ত, প্রস্রাব, ইকেজি, সনোগ্রাম, এলার্জি পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- হজ ও ওমরাহ যাত্রীদের জন্য ফ্লু/ভ্যাকসিন
- জব, স্কুল, টিএলসি সম্পর্কিত শারীরিক পরীক্ষা (ফিজিক্যাল এক্সাম)
- হেলথ ইনসুযরেন্স ছাড়া রোগীদের বিশেষভাবে চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে
- ফ্রি ব্লাড প্রেসার ও ডায়াবেটিস পরীক্ষার ব্যবস্থা আছে
- স্কুল ফর্ম পূরণ, WIC ফর্ম, PAP Smear পরীক্ষা, ড্রাগ টেস্ট করা হয়
- স্কুল–কলেজের জন্য প্রয়োজনীয় টিকা দেওয়া হয়।
- প্রেগন্যান্সি টেস্ট করা হয়।
- অন্য সব ধরনের চিকিৎসা অত্যন্ত যত্নসহকারে করা হয় এবং পরামর্শ দেওয়া হয়।
- আমরা প্রায় সব ধরনের ইনসুরেন্স গ্রহণ করে থাকি।
আমাদের অফিস প্রায় ৭ দিনই খোলা।

আপনি জানেন কি?
- বাংলাদেশি ও ভারতীয় অভিবাসীদের হৃদরোগের আশঙ্কা অন্যান্য আমেরিকানদের চেয়ে বেশি।
- আপনার কোলেস্টেরল, ব্লাড প্রেসার, ডায়াবেটিস, হার্টের অসুখ, থাইরয়েড, এ্যাজমা (হাঁপানি), বাতের ব্যথা, চর্মরোগ, এলার্জি, যৌন রোগসহ যাবতীয় মেডিকেল সমস্যার জন্য পরীক্ষা এবং চিকিৎসা করিয়ে নিন।
- নিয়মিত শারীরিক পরীক্ষা ও বয়স অনুযায়ী নির্ধারিত SCREEN করিয়ে ভবিষ্যৎ রোগের আশঙ্কা সম্পর্কে জেনে নিন।



রুবিনা আক্তার, এমডি
বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

WAHID MEDICAL PLLC
147-28, Hillside Avenue, Jamaica, NY-11435
Tel: 718-487-3671, Fax: 718-487-3715

Gehi & Associates
ATTORNEYS AT LAW
www.gehilaw.com

Grand Opening
আমরা এখন Jackson Height
ফ্রি কনসালটেশন

74-09 37th Ave, Suite 205, Jackson Heights, NY 11372 TEL: 718-263-5999
104-05 Liberty Ave, Ozone Park, NY-11417 TEL: 718-577-0711
173-29, Jamaica Ave, Jamaica, NY-11432 TEL 718-764-6911

*ইমিগ্রেশন *ব্যাংক্র্যাপসি *ক্রেডিট কার্ড মেটার *ডিভোস *সিটিজেনশিপ *চাইল্ড কাসটডি
*চাইল্ড সাপোর্ট অর্ডার অব প্রোটেকশন *সব ধরনের ভিসা ও ফিয়ানসি ভিসা প্রসেসিং



- Do you want apply for a green card?
- Are you being deported?
- Are you having credit card problems?
- Are you unable to pay your debts?
- Has your bank account been sealed?
- Are you getting harrassed by creditors?

WE ARE OPEN 7 DAYS a week

IF YOU ANSWERED YES, WE CAN HELP YOU TO RESOLVE YOUR DEBT, IMMIGRATION, BANKRUPTCY AND CREDIT CARD MATTERS.

ON MANY OCCASIONS, OUR CLIENTS DEBTS WERE CLEARED WITHOUT PAYING ANYTING TO THEIR CREDITORS, PRIOR RESULTS DO NOT GUARANRTEE FUTURE OUTVCOME

CALL: 718-263-5999

*তুলনামূলকভাবে কম ফি *সন্ধ্যা এবং সাপ্তাহান্তে এপয়েন্টমেন্টের সুযোগ

আমরা বাংলায় কথা বলি



সুরাইয়া রহমান

একসিডেন্ট ও ইনজুরি কেইসেস

অভিজ্ঞ আমেরিকান ট্রায়াল আইনজীবি দ্বারা পরিচালিত
আইনী প্রতিষ্ঠান

LAW OFFICES OF SURDEZ & PEREZ, P.C.




SURDEZ & PEREZ, P.C.

We Specialize in Personal Injury and Negligence Cases

Call us:
718-482-7766, 917-562-1368
প্রয়োজনে আমরাই পৌঁছে যাব আপনার কাছে



কেবলমাত্র কেইসে সাফল্য লাভের পরই আমরা ফি গ্রহণ করে থাকি

আমাদের কার্যক্রম ও পরামর্শের ক্ষেত্রসমূহ:
- গাড়ী দূর্ঘটনা
- বাস,ট্রেন অথবা মোটর সাইকেল
- ব্রেইন ইনজুরি
- এলিভেটর একসিডেন্ট
- স্কুল লায়াবিলিটি
- খেলার মাঠে দূর্ঘটনা
- বার্ণ ইনজুরি
- নির্মাণ কাজে দূর্ঘটনা
- পিছলে পড়ে গেলে
- লেড পয়জনিং
- কুকুর কামড়ালে
- ডাক্তারের ভূল চিকিৎসা

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:
অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ট্রায়াল এটর্ণী দ্বারা পরিচালিত একটি আইনী প্রতিষ্ঠান। সততা ও নিষ্ঠা। ক্লায়েন্টের পক্ষে রায়ের জন্য দক্ষতার সাথে সর্বাত্মক চেষ্টা। দ্রুত কেস সেটেলমেন্টের নিশ্চয়তা

যে কোন পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন



Mohammed Ali
718-482-7766
917-562-1368
alimd@surdezlaw.com
alimd1040@yahoo.com

32-72 Steinway Street, Suite# 401
Astoria, NY 11103

www.surdezperezlaw.com

আমরাই একমাত্র
যারা সর্বোচ্চ সুবিধার
নির্ভরযোগ্য
নিশ্চয়তা
প্রদান করি



ZAM ZAM TRAVEL US

আমাদের সার্ভিস সমূহ

- এয়ার টিকেটিং
- হজ্ব প্যাকেজ (সার্ভিস প্রোভাইডার)
- হোটেল বুকিং
- ভিসা প্রোসেসিং
- ওমরাহ্ প্যাকেজ (সার্ভিস প্রোভাইডার)

কেন আমাদের সার্ভিস নিবেন ?
- ✓ বিশেষজ্ঞ দল
- ✓ যাচাইকৃত ভিসা চেকলিষ্ট
- ✓ প্রিমিয়াম সহায়তা
- ✓ নিখুঁত ভিসা আবেদন পরিষেবা

ZAM ZAM TRAVEL US in a Partnership with
ITHRAA ALKHAIR

এয়ার লাইন সমূহ
SAUDIA · QATAR AIRWAYS · Emirates · TURKISH AIRLINES

ঢাকা অফিস
+88 017 1133 6292
Tropical Mollah Tower
Shop no: 08 (4th Floor), Progoti Sharoni
Middle Badda, Dhaka 1212, Bangladesh

নিউইয়র্ক অফিস
+1 718 395 9697
37-15 73 Street (Suite-207),
Jackson Heights, NY-11372
zamzamtravelus

www.zamzamtravelus.com
zamzamtravelus@gmail.com

জ্যামাইকার
আল মদিনা
হালাল লাইভ পোল্টিতে
Halal Live Chicken

স্পেশাল অফার

রেড চিকেন ১০টি কিনলে ৪টি ফ্রি!

রেড চিকেন ৫টি কিনলে ২টি ফ্রি!



আমরা হালাল উপায়ে জবাই করে আপনার পছন্দমত মাংস সরবরাহ করে থাকি

এ ছাড়া ডেলিভারিও করা হয়

অফারটি চলবে আগামি ১৩ অক্টোবর ২০২৫ পর্যন্ত

Red chicken 10 buy 4 free
5 Buy 2 free

HALAL

সঙ্গে থাকছে আমাদের স্টোর থেকে বিশেষ উপহার

Also We deliver your order

আজই যোগাযোগ করুন

151-24 Beaver Road,
Jamaica, New York 11433
Phone 718-526-3333

প্রথম আলো
Prothom Alo North America

সম্পাদকীয়

জাতিসংঘের মঞ্চে ড. ইউনুসের আস্থা ও আশার বাণী

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুধু কূটনৈতিক আনুষ্ঠানিকতার মঞ্চ নয়; এটি বিশ্ববাসীর কাছে দিকনির্দেশনা দেওয়ার এক অনন্য আসর। এ বছর সেখানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনুসের উপস্থিতি তাই স্বাভাবিকভাবেই বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ, ক্ষুদ্রঋণের প্রবর্তক ও সামাজিক ব্যবসার দার্শনিক হিসেবে তিনি বিশ্বের দরবারে যে মর্যাদা অর্জন করেছেন, তা কেবল ব্যক্তিগত সাফল্য নয়, বরং বাংলাদেশের জন্য এক গৌরবময় সম্পদ।

ড. ইউনুস জাতিসংঘের মঞ্চে যে ভাষণ দিয়েছেন, তাতে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং ভবিষ্যতের প্রতি অটল বিশ্বাস। বিশেষ করে তরুণ সমাজকে উদ্দেশ করে তাঁর আহ্বান—"তোমরাই পরিবর্তনের চালিকাশক্তি, তোমরাই নতুন পৃথিবী গড়ে তুলবে"—এ বাক্য যেন এক প্রজন্মকে নতুন করে জাগিয়ে তোলার অঙ্গীকার। তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, রাজনীতি কেবল পুরোনো কাঠামো ধরে রাখার বিষয় নয়; বরং তরুণদের হাতে সৃজনশীলতা, নৈতিকতা ও সাহস নিয়ে নতুন বাস্তবতার পথ তৈরি করার দায়িত্বও রয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে আমরা দেখেছি বারবার, তরুণরা সংকটময় মুহূর্তে সামনে এসে নেতৃত্ব দিয়েছে। ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ—প্রতিটি সংগ্রামে তরুণদের ভূমিকা ছিল অনন্য। সেই ধারাবাহিকতায় আজকের প্রেক্ষাপটে ড. ইউনুসের এই আহ্বান শুধু আবেগ নয়, বাস্তবতারও প্রতিফলন। প্রযুক্তি, জলবায়ু পরিবর্তন, বৈষম্য কিংবা দুর্নীতি—এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় তরুণদের উদ্যম ও সততা ছাড়া কোনো টেকসই সমাধান সম্ভব নয়।

তবে ড. ইউনুসের বক্তব্য কেবল অনুপ্রেরণার সীমানায় থেমে থাকেনি। তিনি বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে একটি গুরুতর আন্তর্জাতিক ইস্যু—রোহিঙ্গা সংকট—নিয়ে বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন, এই সংকট শুধু বাংলাদেশের নয়; এটি মানবিকতার সংকট। প্রায় এক দশক ধরে কক্সবাজারে লাখো রোহিঙ্গা আশ্রয় নিয়ে আছে। তাদের খাদ্য, শিক্ষা, চিকিৎসা, নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের জন্য এক বিশাল বোঝা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি থাকা সত্ত্বেও টেকসই সমাধানের ক্ষেত্রে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি।

ড. ইউনুসের যুক্তি ছিল সরল—মিয়ানমারকে তার নাগরিকদের নিরাপদ প্রত্যাবাসনের ব্যবস্থা করতে হবে, আর বৈশ্বিক শক্তিগুলোকে এ প্রক্রিয়ায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে হবে। শুধু মানবিক সহায়তা নয়, রাজনৈতিক চাপ ও কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমেই এ সংকটের সমাধান সম্ভব। রোহিঙ্গাদের একটি 'stateless population' হিসেবে বছরের পর বছর আটকে রাখা নৈতিক ও আইনি উভয় দিক থেকেই অগ্রহণযোগ্য।

> ড. ইউনুসের বক্তৃতার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এক আশাবাদী স্বরে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা যদি চাই, তবে অন্যরকম পৃথিবী গড়তে পারি। সেই পৃথিবীতে দারিদ্র্য থাকবে না, বেকারত্ব থাকবে না এবং মানবিক মর্যাদার অবমাননা থাকবে না।" তাঁর এ আহ্বান নিছক স্বপ্ন নয়; এটি একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য, যদি আমরা সবাই মিলে কাজ করি। তাই জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ড. ইউনুসের অংশগ্রহণ কেবল বাংলাদেশের কূটনৈতিক অর্জন নয়, বরং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন দিগন্তের বার্তা।

ড. ইউনুসের বক্তৃতার আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনে সামাজিক ব্যবসার ধারণাকে সামনে আনা। তিনি মনে করিয়ে দিয়েছেন, দারিদ্র্য বিমোচন কেবল সরকারি সাহায্য বা দাতাদের অনুদান দিয়ে সম্ভব নয়। উদ্যোক্তাদের সৃজনশীলতা, বাজারের শক্তি ও সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় ঘটাতে পারলেই একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনীতি গড়ে উঠবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি কেবল বাংলাদেশের জন্য নয়, উন্নয়নশীল বিশ্বের জন্যও এক বাস্তবসম্মত দিকনির্দেশনা।

তবে এখানে একটি বাস্তবতা মনে রাখা জরুরি। জাতিসংঘের মঞ্চে প্রভাব বিস্তার করা এক বিষয়, আর সেই বক্তব্যকে কার্যকর নীতিতে রূপ দেওয়া আরেক বিষয়। বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ, বৈদেশিক ঋণের চাপ, রপ্তানি খাতের সংকট—এসব মোকাবিলা করা সহজ কাজ নয়। তরুণদের প্রতি আহ্বান গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু সেই আহ্বানকে বাস্তবে রূপ দিতে প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট নীতি, প্রাতিষ্ঠানিক স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা।

তবু আশা করার যথেষ্ট কারণ আছে। ড. ইউনুসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নতুনভাবে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উপস্থাপন করছে। অতীতের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব ও অনিশ্চয়তার তুলনায় তাঁর ভাবমূর্তি ভিন্নধর্মী—যিনি দলীয় স্বার্থ নয়, বরং বৈশ্বিক মানবিক মূল্যবোধকে সামনে আনতে সক্ষম। এ কারণেই জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে তাঁর ভাষণ কেবল আনুষ্ঠানিকতা নয়, বরং এক নতুন দিগন্তের সূচনা বলেই বিবেচিত হতে পারে।

আমরা মনে করি, তরুণ সমাজের কাছে এই বার্তাটি পৌঁছে দেওয়া এখন জরুরি যে, পরিবর্তন অপেক্ষা করে না। রাজনৈতিক নেতাদের ব্যর্থতায় যদি দেশ পিছিয়ে যায়, তবে তরুণদেরই সাহস নিয়ে সামনে আসতে হবে। সামাজিক ব্যবসা, প্রযুক্তি, পরিবেশবান্ধব উদ্যোগ—এসবের মাধ্যমে তারা যদি নিজেদের দায়িত্ব পালন করে, তবে কেবল বাংলাদেশ নয়, গোটা বিশ্বই উপকৃত হবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ড. মুহাম্মদ ইউনুস যে আস্থা ও আশার বাণী উচ্চারণ করেছেন, তা আমাদের মনে করিয়ে দেয়—বাংলাদেশ কোনো প্রান্তিক দেশ নয়, বরং বিশ্ব সম্প্রদায়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। রোহিঙ্গা সংকটের সমাধান থেকে শুরু করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যপূরণ—সবক্ষেত্রেই বাংলাদেশ নেতৃত্ব দিতে পারে। শর্ত একটাই: রাজনৈতিক সদিচ্ছা, তরুণদের অংশগ্রহণ ও বৈশ্বিক সহযোগিতা।

ড. ইউনুসের বক্তৃতার পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এক আশাবাদী স্বরে। তিনি বলেছিলেন, "আমরা যদি চাই, তবে অন্যরকম পৃথিবী গড়তে পারি। সেই পৃথিবীতে দারিদ্র্য থাকবে না, বেকারত্ব থাকবে না এবং মানবিক মর্যাদার অবমাননা থাকবে না।" তাঁর এ আহ্বান নিছক স্বপ্ন নয়; এটি একটি বাস্তবসম্মত লক্ষ্য, যদি আমরা সবাই মিলে কাজ করি।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ড. ইউনুসের অংশগ্রহণ তাই কেবল বাংলাদেশের কূটনৈতিক অর্জন নয়, বরং আমাদের ভবিষ্যতের জন্য এক নতুন দিগন্তের বার্তা। এখন দায়িত্ব আমাদের—তরুণদের, নীতিনির্ধারকদের, উদ্যোক্তাদের—এই বার্তাকে কাজে রূপ দেওয়া। ইতিহাস সাক্ষী, যে জাতি তরুণদের শক্তিকে অবহেলা করে, তারা কখনো এগোতে পারে না। আর যে জাতি তরুণদের স্বপ্নকে লালন করে, তারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেয়।

ট্রাম্পের পরিকল্পনা : গাজায় কি শান্তি আসবে

রাজিউল হাসান



গাজায় চলমান যুদ্ধের কারণে ইসরায়েল দিন দিন একঘরে হয়ে পড়ছে। চাপ বাড়ছে দেশটির প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর ওপর। সম্প্রতি স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দিয়ে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ কয়েকটি রাষ্ট্র স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, গাজায় যা ঘটছে, তা গ্রহণযোগ্য নয়। এই অবস্থায় নড়েচড়ে বসেছে ইসরায়েলের সবচেয়ে বড় মিত্র যুক্তরাষ্ট্রও। দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় একটি ২০ দফার পরিকল্পনা প্রকাশ করেছেন। তারপরও গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ইতিহাস, হাজার হাজার বছরের ইতিহাস। এই ভূখণ্ডের পরতে পরতে মিশে আছে আক্রমণ আর রক্তপাতের ইতিহাস। এ কারণেই ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ সাইমন সেবাগ মন্টিফিওরি তাঁর 'জেরুজালেম: দ্য বায়োগ্রাফি' বইয়ের মুখবন্ধে জেরুজালেম, তথা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডকে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন, 'জেরুজালেমের ইতিহাস মানে বিশ্বেরই ইতিহাস। একসময় জেরুজালেমকে বিশ্বের কেন্দ্রবিন্দু মনে করা হতো। আজকের দিনে বিষয়টি আরও প্রাসঙ্গিক। এই জায়গা গ্রীষ্মের খরতাপে পোড়ে, শীতের হিমশীতল হাওয়ায় কেঁপে ওঠে, আর এর পাথুরে জমিন মানুষকে দূরে ঠেলে দিতে চায়।'

গাজা উপত্যকা, পশ্চিম তীর আর জেরুজালেম—এই তিন ভূখণ্ড নিয়েই যুগ যুগ ধরে স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের স্বপ্ন দেখে এসেছেন ফিলিস্তিনিরা। আজও সেই স্বপ্ন সুদূরপরাহত। বরং দিন দিন তা ফিকে হচ্ছে। এই ভূখণ্ড যুগে যুগে আকর্ষণ করেছে প্রাচীন মিসরের ফারাওদের, রোমান সম্রাটদের এবং গ্রিক সম্রাটদের। এমনকি ফরাসি বীর নেপোলিয়ান বোনাপার্ট, মোগল সম্রাট চেঙ্গিস খানও এই ভূখণ্ড জয়ের মানসে অভিযানে বেরিয়েছিলেন। তুর্কি সুলতান, আরব শাসক, রাশিয়ার জারসহ আরও কত কত শাসকের নজর পড়েছে জেরুজালেম, তথা ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ওপর, তার কোনো ইয়ত্তা নেই। খ্রিষ্টের জন্মের বহু বছর আগে এই ভূখণ্ডে ব্যাবিলনের সম্রাট নেবুচাদনেজার ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন, মরেছে লাখো মানুষ। ওই ঘটনার ঠিক ৫০০ বছর পর তৎকালীন রোমান সম্রাট ভেসপাসিয়ানের ছেলে টাইটাসও এখানে ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছেন। এই দুই বড় ঘটনার আগে-পরেও ফিলিস্তিন ভূখণ্ডে হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছে।

সে হিসেবে ফিলিস্তিন ভূখণ্ডের ইতিহাস আসলে এই অঞ্চলের দুঃখগাথা। এই গাথার প্রতিটা পরতে পরতে লুকিয়ে আছে হত্যাযজ্ঞের নারকীয় চিত্র আর স্বাধীন-সার্বভৌম ভূখণ্ড পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। শান্তিতে নোবেলজয়ী প্রয়াত ইয়াসির আরাফাত অস্ত্র ছেড়ে আলোচনার পথ ধরেছিলেন স্বাধীন ফিলিস্তিনের স্বপ্নে বিভোর হয়েই। তবে তাঁর শুরু করা সে প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে অনেক আগেই। অপর দিকে সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসের দাবি, তারা অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। কিন্তু তাদের সে পথও যে সঠিক নয়, তা এরই মধ্যে প্রমাণিত হয়েছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর ইসরায়েলে তাদের চালানো আচমকা আক্রমণের খেসারত এখনো দিতে হচ্ছে গাজাবাসীকে। চোকাতে হচ্ছে চরম মূল্য।

জাতিসংঘের একটি স্বাধীন তদন্ত কমিশন সম্প্রতি বলেছে, গাজায় গণহত্যা চলছে। এর আগে জাতিসংঘ একাধিকবার সতর্ক করেছে, গাজায় দুর্ভিক্ষ শুরু হয়েছে, অনাহারে মানুষ মরছে। তবে তাতে কর্ণপাত করেনি ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ।

গাজায় শান্তি আনতে গত জুলাইয়ে ফ্রান্স ও সৌদি আরব একটি প্রস্তাব তুলেছিল। সেখান থেকে কিছু শর্ত ধার করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প গত সোমবার ২০ দফার পরিকল্পনাটি প্রকাশ করেছেন। সেই পরিকল্পনায় ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন 'শান্তি পরিষদ' গঠনের কথা বলা হয়েছে, যা মূলত স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অন্তর্বর্তী কর্তৃপক্ষ হিসেবে কাজ করবে। এই পরিষদে থাকবেন সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ারও। গাজায় নৈমিত্তিক কাজ পরিচালনার জন্য এই পরিষদের অধীনে গঠন করা হবে একটি টেকনোক্র্যাট কর্তৃপক্ষ। এ ছাড়া হামাসকে অস্ত্র সমর্পণ এবং জিম্মি মুক্তির শর্তও দেওয়া হয়েছে। বিনিময়ে ইসরায়েলের কারাগারে আটক ফিলিস্তিনিদের মুক্তির আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। হামাসের যে সদস্যরা অস্ত্র সমর্পণ করে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষ নেবে, তাদের দায়মুক্তির আশ্বাসও রয়েছে পরিকল্পনায়। আর যারা অস্ত্র সমর্পণ করবে না, তাদের করা হবে বিতাড়ন।

নেতানিয়াহুকে পাশে রেখেই ট্রাম্প যৌথ সংবাদ সম্মেলনে এই পরিকল্পনার কথা জানান। পাশাপাশি হুঁশিয়ারি দেন, হামাস যদি পরিকল্পনা মেনে না নেয়, তাহলে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ তাঁর পূর্ণ সমর্থন পাবে। অর্থাৎ নেতানিয়াহু যা খুশি তা করতে পারবেন এবং তাতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকবে।

এর আগে ট্রাম্পের পূর্বসূরি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন ২০২৪ সালের মে মাসে এমন একটি পরিকল্পনার ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু সেটি ব্যর্থ হয়েছে। এবার ট্রাম্প ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনায়ও অনেক কিছুই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। ইসরায়েল কীভাবে গাজা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহার করবে, জিম্মি মুক্তি কীভাবে ঘটবে, ইসরায়েলি কারাগারে থাকা ফিলিস্তিনি কোন কোন বন্দী মুক্তি পাবে, যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার পর কোন কোন পদক্ষেপ নেওয়া হবে, তার কিছুই স্পষ্ট করা হয়নি পরিকল্পনায়।

পরিকল্পনাটির একটি বিশেষ দিক হলো এখানে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে। তবে এতটাই অস্পষ্টভাবে এই বিষয়টি এসেছে যে তাতে স্বাধীন-সার্বভৌম ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের স্বপ্নের প্রতিফলন ঘটেনি। বরং পরিকল্পনায় বলা হয়েছে, যদি রামাল্লাহভিত্তিক ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সংস্কার করা সম্ভব হয়, তাহলে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার নির্ভরযোগ্য পথ তৈরি হবে।

প্রাথমিকভাবে আরব রাষ্ট্রগুলো ট্রাম্পের পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছে। কারণ, তারা এটিকে বড় একটি অগ্রগতি হিসেবে দেখছে। তা ছাড়া পরিকল্পনায় 'ইসরায়েল গাজা দখল করবে না বা ছিনিয়ে নেবে না' বলে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে দখলকৃত পশ্চিম তীরের বিষয়ে কোনো প্রতিশ্রুতি এখানে নেই। এদিকে পরিকল্পনায় গাজায় ইসরায়েলি বাহিনীর অবস্থানের কথাও বলা হয়েছে। সব মিলিয়ে এই পরিকল্পনা হামাস কিংবা আরব রাষ্ট্রগুলোর জন্য পুরোপুরি মেনে নেওয়া কতটা সম্ভব, সে নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে।

এদিকে নেতানিয়াহু কিছুতেই স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মানতে নারাজ। তাঁর ও তাঁর সরকারের মতে, স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ইসরায়েলের জন্য নিরাপত্তা হুমকি। ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের দাবি হলো, গাজাকে হামাসমুক্ত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে কোনো ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা যাবে না। কাজেই নেতানিয়াহুর কট্টর ডানপন্থী সরকার ট্রাম্পের প্রস্তাব পুরোপুরি মানবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন থেকে যাচ্ছে।

এই অবস্থায় গাজায় শান্তি আসবে কি না, সে প্রশ্নের জবাব পেতে আমাদের ভবিষ্যতের দিকেই তাকিয়ে থাকতে হবে। তবে একটা বিষয় এরই মধ্যে স্পষ্ট হয়েছে। ইসরায়েলের একগুঁয়ে আচরণের কারণে তার পশ্চিমা মিত্ররা দিন দিন দূরে সরে যাচ্ছে। ফিলিস্তিনকে স্বীকৃতি দেওয়ায় যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফান্স, অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রনীতিতে বেশ কিছুটা পরিবর্তন আসবে। তাতে গাজাবাসীর উপকার কতটা হবে, তা এখনই স্পষ্ট না হলেও ইসরায়েল যে আরও বেকায়দায় পড়বে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

লেখক: সাংবাদিক

প্রধান উপদেষ্টা কী বার্তা দিতে চাইলেন

সাইফুর রহমান তপন

ব্রিটিশ-আমেরিকান সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে দেওয়া সাম্প্রতিক এক সাক্ষাৎকারে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস দাবি করেছেন, দেশে নাকি অনেক মানুষ তাঁকে ৫, ১০, এমনকি ৫০ বছর ক্ষমতায় থাকতে বলেছেন। ওই লোকেরা নাকি এমনটাও বলেছেন, 'নির্বাচনের দরকার কী? কার নির্বাচন দরকার?' মেহেদি হাসানের ডিজিটাল মিডিয়া জেটিওতে প্রকাশিত সাক্ষাৎকারটির বঙ্গানুবাদ সোম ও মঙ্গলবার সমকালে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রথম কথাটা ড. মুহাম্মদ ইউনূস কিছুটা মজার ছলে বলেছেন, মনে করা যেতে পারে। কারণ এর পরপরই তিনি বলেছেন, 'আপনি এক ধরনের মতামত তুলে ধরেছেন, আমিও আরেক ধরনের মতামত তুলে ধরলাম। কোনটি বেশি শক্তিশালী?' তবে তাঁর দ্বিতীয় কথাটা গণতন্ত্র অনুরাগী মানুষকে চমকে দিতে পারে, যেমনটা চমকে গিয়েছেন খোদ সাক্ষাৎকার গ্রহীতা। তিনি পাল্টা বলেছেন, 'এমন কথা যারা বলছেন, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না।'

মুহাম্মদ ইউনূসও সম্ভবত সাক্ষাৎকার গ্রহীতার এমন প্রতিক্রিয়া প্রত্যাশা করেননি। নিজের কথার বিপদটা হয়তো তিনি দ্রুতই ধরতে পেরেছিলেন। তাই তিনি বললেন, 'যখন তারা এই কথা বলে, তখন তা গণতন্ত্র নিয়ে নয়, সুশাসন নিয়ে কথা বলে। আমরা দুর্নীতিমুক্ত শাসন দেখতে চাই। সে জন্যই তারা বলে, আপনি থাকুন! কারণ নির্বাচনের পর আমরা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়তে চাই না।'

ওই সাক্ষাৎকারে ড. মুহাম্মদ ইউনূস আরও কিছু কথা বলেছেন, যেগুলো আরও বেশি চমকে দেওয়ার মতো। যেমন মেহেদি হাসান নির্বাচন পর্যন্ত পৌঁছাতে দেড় বছর সময় লাগার কারণ জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেন, 'আমরা অন্তর্বর্তী সরকার। আমরা কতদিন থাকব তা কেউ নির্ধারণ করে দেয়নি। আমরা কতদিন থাকব সে সিদ্ধান্ত আমাদের।' অর্থাৎ কে কবে নির্বাচন চাইল, সেটা সরকারের কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়; সরকারের ভাবনাই চূড়ান্ত। শুধু তাই নয়, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে জাতীয় নির্বাচন হওয়ার কথার রেশ ধরে মেহেদি হাসান যখন বলেছেন, 'তো, আপনি আগামী ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত প্রধান উপদেষ্টা থাকছেন?' তখন ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেছেন, 'নতুন সরকার দায়িত্ব নেওয়ার আগ পর্যন্ত।' কেউ যদি এখানে ভিন্ন কিছু ভাবেন, এমনকি ফেব্রুয়ারির নির্বাচন নিয়েও সংশয়ের কারণ খুঁজে পান, তাঁকে সম্ভবত দোষ দেওয়া যাবে না।

৫০ বছরের কথা বাদ; প্রশ্ন হচ্ছে, দেশে কি সত্যিই অনেক মানুষ আছেন, যারা চান অন্তর্বর্তী সরকার ৫-১০ বছরও থাকতে পারে?

প্রথমেই দেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল বিএনপির কথা ধরি। দলটির নেতারা গত বছর গণঅভ্যুত্থানের পরদিনই তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছিল। সমকালসহ বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত খবর অনুযায়ী, বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছিলেন, তাদের দল ও পুরো জাতি মনে করে, দ্রুত নির্বাচনই একমাত্র পথ, যা রাজনৈতিক সংকট থেকে গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটাতে পারে। গত বছর আগস্টেই দলটি ঢাকায় জনসভা করে একই দাবি জানিয়েছিল। তা ছাড়া দলটির নেতারা অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হওয়ার পর যখনই প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক হয়েছে, তখনই ২০২৫ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন চেয়েছেন।

বিএনপি ছাড়াও মিত্র রাজনৈতিক দল এবং বামপন্থি দলগুলো একই দাবি সেই সময় থেকেই জানিয়ে এসেছে। সর্বশেষ এ বছরের এপ্রিলে প্রধান উপদেষ্টার লন্ডন সফরকালে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের সঙ্গে বৈঠকে সামনের ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

নির্বাচন নিয়ে গত এক বছরে বেশ কয়েকটি জরিপ হয়েছে; সেখানেও দ্রুত নির্বাচনের পক্ষেই সংখ্যাগরিষ্ঠরা মত দিয়েছে। যেমন গত বছরের ১৫ থেকে ৩১ অক্টোবর পরিচালিত বিআইজিডি পরিচালিত 'পালস সার্ভে' দ্বিতীয় ধাপের জরিপের ফলাফলে দেখা গেছে, ৭৯ শতাংশ উত্তরদাতা মনে করেন, নির্বাচিত সরকার দেশ ভালো পরিচালনা করবে; যেখানে ৪৬ শতাংশ মানুষের মত– অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য এক বছর বা তারও কম সময় যথেষ্ট। একই বিষয় নিয়ে ইনোভেশন কনসালটিং বাংলাদেশ থেকে ফেব্রুয়ারি-মার্চে পরিচালিত জরিপে দেখা গেছে, ৫৮ দশমিক ১৭ শতাংশ ভোটার ২০২৫ সালের মধ্যে নির্বাচন চান (সমকাল, ৮ মার্চ ২০২৫)।

হ্যাঁ, এ বছরের শুরুতে যখন ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের পক্ষে দাবি চড়া হতে থাকে তখন ফেসবুকে নির্বাচন বিলম্বিত করার পক্ষে কিছু প্রচারাভিযান দেখা গেছে। একটা প্রচার ছিল এমন– ড. মুহাম্মদ ইউনূসকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় দেখতে চাই। কিন্তু সেটা খুব জনপ্রিয় হয়নি; এর আয়ুও বেশি দিন ছিল না। মনে আছে, তখনই স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা এক সংবাদ ব্রিফিংয়ে দাবি করেছিলেন, জনগণ তো আমাদের পাঁচ বছর থাকতে বলছে। কিন্তু সামাজিক মাধ্যমেই এর বিরুদ্ধে ব্যাপক সমালোচনা শুরু হলে তিনি এর ভিন্ন ব্যাখ্যা হাজির করেছিলেন।

জনগণ বর্তমান সরকারকে বেশি দিন চাইবেই বা কেন? এমনিতেই তো সরকারকে নিয়ে নানা সাংবিধানিক প্রশ্ন খোদ সমর্থকদের মধ্য থেকে উঠেছে। সম্ভবত এ কারণেই গত ৫ আগস্ট ঘোষিত বহুল আলোচিত জুলাই ঘোষণায় কোনো সাংবিধানিক বিতর্কে না গিয়ে একেবারে সরলভাবে সরকারের ম্যান্ডেট নিয়ে বলা হয়েছে। এমনকি জুলাই সনদের বাস্তবায়ন নিয়ে আজকে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছে, তা এড়াতেই জুলাই ঘোষণায় পরিষ্কার ভাষায় এর বাস্তবায়নের ভার পরবর্তী নির্বাচিত সংসদের ওপর দেওয়া হয়েছে।

অবনতিশীল আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি, উচ্চ দ্রব্যমূল্য, মব সহিংসতাসহ বিভিন্ন ধর্মীয় উগ্রবাদী গোষ্ঠীর উত্থান ইত্যাদি নিয়ে জনমনে যে প্রবল উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে, তাও কি সরকারের ৫ বছর কেন দুই বছর মেয়াদের পক্ষে যায়?

প্রধান উপদেষ্টা বলেছেন, মানুষ তাদের তিনটি কাজ দিয়েছে– সংস্কার, বিচার ও নির্বাচন। কাজের ক্রম তিনি এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যেন, সংস্কার ও বিচার শেষেই নির্বাচন চায় মানুষ। অথচ সংস্কার নিয়ে যা চলছে তা এক প্রকার 'এলিটিস্ট প্র্যাকটিস' বা বড়লোকি কারবার। শ্রমিক-কৃষক-নারী-জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘু ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিরাজমান বৈষম্যকে কার্পেটের নিচে রেখে সংস্কার সংসদের উচ্চকক্ষ-নিম্নকক্ষ বা পিআর পদ্ধতিতে আটকে রাখাকে আর কী বলা যায়?

এটা এখন স্পষ্ট, সরকার একটা ভালো নির্বাচন করলেই মানুষ খুশি। সেটা ড. ইউনূস ও তাঁর সহযোগীরা বোঝেন না, তা নয়। সে কারণেই তারা এমন কথাও বলেছেন, ফেব্রুয়ারির নির্বাচন কেউ ঠেকাতে পারবে না। প্রশ্ন হলো, তারপরও সরকারের মেয়াদ নিয়ে খোদ প্রধান উপদেষ্টার বিভ্রান্তিকর বক্তব্যের উদ্দেশ্য কী?

TAX FILE

প্রিপারেশন ট্রেনিং কোর্স।

কোন বই নেই, কোন ঝামেলা নেই, শুধুমাত্র কম্পিউটার সফটওয়্যার মাধ্যমে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ।

Start Nov 6, 2025 & Nov 07, 2025

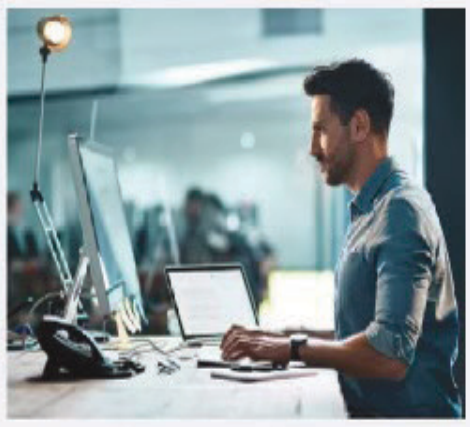
A group—Every Saturday (10am –12pm)— (Nov 06/25—Dec/25) ---only 10 Students.

B group---Every Sunday (12pm---2pm) -----(Nov 07/25—Dec/25) ---only 10 Students.

Hon'ble Teacher (**929-318-1227**)
Abdul Khalek (M. Com)
40 years Tax preparation and Tax Audits Exp.
IRS Enrolled Agent
IRS E-File Provider
Chartered Accountant (FCA).

Management: MD ALI (CEO)
JOB HELP & APPLI PROC SVCS
148-45, Hillside Ave, Suite 204, Hillside Ave,
Jamaica, NY 11435
Cell: **917-500-3937,** Email: jobhelpbd786@gmail.com
By F train to Sutphin Blvd. Bus-Q43, Q44, Q40, Q1

INTERLINKED360





জটিল আইটি সমস্যার সমাধান আমাদের কাছেই

আমাদের সেবা সমূহ

- বিজনেস ইমেইল এবং ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট
- আপনার তথ্য হ্যাকার এর কাছ থেকে সুরক্ষিত রাখা
- ক্লাউডের মাধ্যমে আপনার ফাইল ব্যাকআপ রাখা
- ওয়্যারলেস/নেটওয়ার্ক এবং সার্ভার সেটআপ
- আপনার টেক কনসালটেন্ট
- সিকিউরিটি ক্যামেরা সেটআপ
- ক্যাবলিং এবং ওয়্যারিং (লো ভোল্টেজ)
- বিজনেস ফোন সেটআপ
- অডিও/ভিডিও সরঞ্জাম সেটআপ
- লাইভ স্ট্রিমিং সেটআপ

আমরা আপনাকে কিভাবে সাহায্য করতে পারি সেজন্য আজ আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন!

যোগাযোগ মাধ্যমঃ

516-853-0476 hello@interlinked360.com www.interlinked360.com

KARNAFULLY HOME CARE

KARNAFULLY HOME CARE LLC

A TRUSTED INSTITUTION FOR HOME CARE SERVICES

WE ARE LICENSED HOME CARE SERVICES AGENCY



We Care
Your Family
Like Ours

LHCSAs

Our Services in New York Counties

We Provide The Following Home Care Services

HHA (Home Health Aide)
PCA (Personal Care Assistant)
CDPAP (Consumer Directed Personal Assistance Program)

Service Areas (Boroughs & Counties)

- Queens
- Nassau
- Suffolk
- Bronx
- Westchester
- Dutchess
- Orange
- Rockland
- Sullivan
- Ulster

NYS Department of Health LHCSAs



Main Office
37-20 74th Street, 2nd Fl,
Jackson Heights, NY, 11372

Jamaica Office
167-18 Hillside Ave, 2nd Fl,
Jamaica, NY, 11432

Mohammed Hasem, EA, MBA
President and CEO

MBA in Accounting
IRS Enrolled Agent
Admitted to Practice before the IRS
IRS Certifying Acceptance Agent

Fax: 347-338-6799

347-621-6640

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নী আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নী মঈন চৌধুরী

আমরা অতীতে আমাদের ক্লায়েন্টদের জন্য মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার আদায় করে দিয়েছি।

নিউইয়র্ক, নিউজার্সি, মিশিগান
পেনসিলভেনিয়া, কানেকটিকাট, ফ্লোরিডা
জর্জিয়া ও ভার্জিনিয়াতে
আমাদে সহযোগী - লাইসেন্স প্রাপ্ত এটর্নীরা
আপনাদের সেবায় নিয়োজিত



Timothy Bompart, Esq
Attorney at Law



- গাড়ী দুর্ঘটনা
- বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
- কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
- ট্রিপ এন্ড ফল
- বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন ৯১৭-২৮২-৯২৫৬

- কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
- স্লিপ এন্ড ফল
- হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
- লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজ্যাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেষ্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপোর্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি নূন্যতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompart

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompart is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যাপারে ফ্রি পরামর্শ

B1/B2 সহ অন্য যে-কোন নন-ইমিগ্রান্ট ভিসায় আগতদের স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাসের জন্য রয়েছে অনেক সুযোগ

- ব্যাবসায়ী ও কর্পোরেট প্রফেশনালদের জন্য আছে L1A বা E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরিকায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- Small ইনভেস্টরদের জন্য আছে সহজেই অল্প বিনিয়োগে আমেরিকান franchise ক্রয়ের মাধ্যমে E2 ভিসা নিয়ে স্বপরিবারে আমেরকিায় বসবাস ও ভবিষ্যতে গ্রীনকার্ডের সুযোগ

- বিপদগ্রস্থ পলিটিশিয়ান ও এন.জি.ও কর্মীদের জন্য পলিটিকাল এসাইলামের আবেদন করে ৬ থেকে ৮ মাসের মধ্যে সোশাল সিকিউরিটি ও ওয়ার্ক পারমিট সহ বসবাসের সুযোগ

-যারা এক বছর বা তার আগে গ্রীনকার্ডের জন্য এপ্লাই করে অপেক্ষা করছেন তাদের জন্য রয়েছে সুখবর।

-আমরা এখন H1B ও EB5 এর ব্যাপারেও সহায়তা করি।

স্বনামধন্য আমেরকিান Lawyer এর মাধ্যমে VISA/Case প্রসেস করে থাকি



FRANCHISE BROKER ACADEMY
Member

Captor USA, Inc.

Franchise & Business Consulting Firm

37-16, 73rd Street, Suite #402, Jackson Heights, NY 11372
Phone: +1 (718) 433 9001, +1 (718) 433 9002; Fax: +1 (718) 744 9590
Cell: (201) 456-3103, (646) 707 9067; Email: captor.usa@gmail.com, iftekhar.cml@gmail.com
New address 37-16, 73 street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

H1B	L1A VISA
EB5	E2 VISA
POLITICAL ASYLUM	

হটলাইন : +১ ২০১ ৪৫৬ ৩১০৩
সপ্তাহে ৭ দিনই খোলা

নিউইয়র্কে রাজনৈতিক সহিংসতা ও গালিগালাজ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

এসেছেন ড.ইউনূস। এখন তাকে হটিয়ে শেখ হাসিনাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করছে আ'লীগ। এতে ভারতে বসে সহিংসতা উসকে দিচ্ছেন জুলাইয়ের গণহত্যাকারী শেখ হাসিনা। অন্যদিকে,বিএনপি ক্ষমতায় বসতে এক পা এগিয়ে। নতুন রাজনৈতিক দল এনসিপি শক্তিশালী হওয়ার চেষ্টায়, জামাতের সমর্থন কোন দিকে গড়ায় বলা মুশকিল। এদিকে, বিগত এক বছরেও আসেনি জণগনের প্রত্যাশিত সংস্কার। এমন পরিস্থিতিতে, দেশে যেমন উত্তেজনা বিরাজ করছে, নিউ ইয়র্কে অবস্থানরত প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যেও উত্তেজনা আছে, মতপার্থক্য আছে-এটাই স্বাভাবিক। লীগ পরিবর্তন চাচ্ছে, তাদের অধিকার আছে নিজ নেত্রীকে ফিরিয়ে আনতে মিছিল সভা প্রচারের। আবার যাদের কাছে একই নেত্রি বর্বর বলে প্রমাণিত, তাদেরও অধিকার আছে সমালেচনা করার।

কিন্তু প্রশ্ন হল, এই রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট নিয়ে আমরা নিউ ইয়র্কে কেন সহিংস হচ্ছি? আমরা যারা বিদেশে বাস করি, তারা কেবল নিজেদের ব্যক্তি বা দলের পরিচয় বহন করি না, বরং বাংলাদেশ এবং বাঙালি সংস্কৃতি-এর প্রতিনিধি। নিউ ইয়র্কের মতো জায়গায় আমাদের প্রতিবাদ, সমাবেশ বা মতবিনিময়ে গণতন্ত্র, সহনশীলতা, ও যুক্তির প্রতিফলন থাকা উচিত। আমাদের কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে যে বাঙালিরা শান্তিপূর্ণভাবে রাজনৈতিক সংকট মোকাবিলা করতে সক্ষম।

তা না করে আমরা রাজনৈতিক প্রতিবাদের নামে হামলা, ভাঙচুর এবং জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছি যা গুরুতর অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে। প্রবাসী হিসাবে আমাদের প্রধান দায়িত্ব হলো স্থানীয় আইনকে শ্রদ্ধা করা। ভিনদেশে সহিংসতা করে আমরা আন্তর্জাতিক মহলে শুধু দেশের সম্মানই নয়, প্রবাসী বাঙালি সমাজের সুনামও ক্ষুণ্ন করছি। এটি প্রমাণ করে যে আমরা ভিনদেশে থেকেও গণতান্ত্রিক ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে নিজেদের মত প্রকাশ করতে শিখিনি।

জারার প্রসঙ্গ টানতেই হয়। লীগকর্মী "পুরুষ" ভাইদের মুখে তাকে "খা*ন*কি-মা*গী" বলা-আমাকে অবাক করেছে। আমার জানামতে এই শব্দটি সাধারণত যৌনকর্মী বা পতিতা বোঝাতে ব্যবহৃত হত। পরে এই শব্দগুলোকে সামাজিক অপমান করার অস্ত্র বানানো হয়েছে, বিশেষ করে নারীদের উদ্দেশে। যদি যৌক্তিক দিক থেকে বলি, তবে এই শব্দের সাথে জারার ব্যক্তিত্ব, স্বভাব, চরিত্র কোনটারই মিল নেই। যদি নৈতিক ও মানবিক দিক থেকে বলি, তবে কোনো ভদ্র, শিক্ষিত এবং সভ্য মানুষ এ ধরনের ভাষা ব্যবহার করতে পারে না। এই শব্দ অত্যন্ত অশ্লীল ও নারীবিদ্বেষী গালি। সবশেষে, কোন যৌনকর্মীকেও এই গালি দেবার অধিকার আমাদের কারো নেই।

বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের গবেষণা থেকে জানা যায়, ওভার-স্টিমুলেশন, রাগ, হতাশা, দলীয় বিভাজন, রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র, ব্যক্তিগত নিরাপত্তাহীনতা, পারিবারিক-সামাজিক অপমানের সংস্কৃতি এবং "আমিত্ব" বা পরিচয় সংকটে মানুষ বেশি অপমানসূচক ভাষা(গালি) ব্যবহার করেন। আরো উল্লেখযোগ্য হল-নার্ভ-স্ট্রেস। মানসিক চাপ, ফ্লাইট-অর-ফাইট প্রতিক্রিয়া, হতাশা আপোষহীন ও আগ্রাসী ভাষায় ওঠে আসে গালি। বিখ্যাত মনোবিজ্ঞানীরা বলেন, "বিষয়বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত আবেগ, দলীয় মোহ কিংবা সামাজিক প্রতিফলন" একত্রে হতাশা, ক্ষোভ, ও নোংরা ভাষার প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়। যারা গালি দেন, তারা নিজের অক্ষমতা, আত্মঘাত, বা কম সংযম প্রকাশ করেন-এটাই বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের যৌথ ব্যাখ্যা।

মনোবিজ্ঞানীরা গালিগালাজ ব্যবহার নিয়ে গবেষণা করে দেখেছেন যে, এই ভাষাটি আমাদের মস্তিষ্কে স্বাভাবিক ভাষার প্রক্রিয়াকরণের চেয়ে ভিন্নভাবে কাজ করে, অর্থাৎ গালিগালাজ আসলে মানুষকে শারীরিক ব্যথা সহ্য করতে সাহায্য করতে পারে। আঘাত পেলে বা প্রচণ্ড চাপে গালি দিলে তা মস্তিষ্কের লিম্বিক সিস্টেমকে সক্রিয় করে তোলে, যা 'ফাইট-অর-ফ্লাইট' প্রতিক্রিয়াকে জাগায় এবং এটি অ্যাড্রেনালিন এবং এন্ডোরফিন (ব্যথা উপশমকারী প্রাকৃতিক উপাদান) নিঃসরণ ঘটাতে পারে। অপ্রত্যাশিত, হতাশাজনক বা চাপের পরিস্থিতিতে গালিগালাজ তাই মানুষের রাগ, হতাশা বা ভয়কে দ্রুত বাইরে প্রকাশ করে-যা মানসিক চাপ কমাতে সহায়ক হয়।

মনোবিজ্ঞানের গবেষণায়, আমরা পরিবারের মধ্যে এমন একটি পুনরাবৃত্ত আচরণপ্যাটার্নে জন্মগ্রহণ করি, যা আমাদের শিখায় কিভাবে অন্যের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে হয়। ফ্যামিলি থেরাপিস্ট ডেভিড ক্যান্টর তাঁর গবেষণায় এই ধারণাটি নিয়ে বলেছেন, প্যাটার্নগুলো মূলত পরিবারকে সমর্থন করার জন্য তৈরি হলেও অনেক সময় এগুলো তাদের আসল উদ্দেশ্য পূরণ করতে ব্যর্থ হয়-যা পরিবারে দুঃখ, লজ্জা, হতাশা ও মানসিক চাপের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এই অনুভূতিগুলো আমাদের মস্তিষ্কের 'থ্রেট ব্রেন' থেকে উদ্ভূত হয়, যা অসংগঠিত, বিরক্তিকর ও বিরোধপূর্ণ আচরণের কারণে সৃষ্টি হয় এবং আমরা এই প্যাটার্নগুলো অবচেতন বা ইমপ্লিসিট মেমরিতে ধারণ করি যা বৃদ্ধ বেলায়ও সম্পর্কের ওপর প্রভাব ফেলে।

সাইকিয়াট্রিস্ট রনি লেইং তাঁর বই "The Politics of the Family" এ উল্লেখ করেছেন, যে পরিবারে এই জাতীয় আচরণ আসলে ব্যক্তির অভিজ্ঞতা ও মানসিক স্বাস্থ্যকে মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে।

অর্থাৎ, পরিবারে গালির রেওয়াজ থাকা মানে সেই পরিবারে নেতিবাচক সম্পর্কের মাত্রা বেশি থাকা এবং পারস্পরিক যোগাযোগের অস্বাস্থ্যকর প্যাটার্ন গড়ে ওঠার প্রভাব থাকে। গালি সাধারণত রাগ, অবমাননা বা হতাশার আবেগপ্রকাশের মাধ্যম হলেও, অনেক সময় এটি পরিবারের সদস্যদের মধ্যে আন্তরিক যোগাযোগের অভাবের দিক নির্দেশ করে। এটি ঘটে যখন পরিবারে সদস্যরা নিজেদের আবেগ এবং চাহিদা সুস্থভাবে প্রকাশ করতে পারে না, ফলে তারা গালি বা অপমানজনক ভাষাকে নিজেদের রক্ষা বা নিয়ন্ত্রণের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করেন। এই ক্রমিক 'অস্বাস্থ্যকর পুনরাবৃত্ত আচরণ' পারিবারিক বন্ধনকে যেমন দুর্বল করে, সংশ্লিষ্ট সদস্যদের মধ্যেও দূরত্ব তৈরি করে এবং মানুষের মধ্যে অপরাধবোধ, শাস্তির চেতনা, হতাশা ও বিষণ্ণতা বৃদ্ধি করে।

মনেবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে, গালির রেওয়াজ পরিবারে মানসিক চাপ, আতঙ্ক-প্রতিক্রিয়া এবং বড় ধরনের মানসিক রোগের উদ্ভাবন ঘটাতে পারে, কারণ এটি ব্যক্তির আত্মবিশ্বাস ও নিরাপত্তাবোধ হ্রাস করে এবং 'থ্রেট ব্রেন' সক্রিয় রাখে, যা জীবনে দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। এমন পরিবেশে মানুষ তার নিজের পরিচয় ও মূল্যায়ন নিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হয়, যা ভবিষ্যতে তার সম্পর্ক ও যোগাযোগের গুণগত মান কমিয়ে দেয়।

সারমর্ম হল-রাজনৈতিক প্রতিবাদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, তবে প্রতিবাদের ভাষা কেমন হবে, তা আমাদের সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরে। একটি শক্তিশালী প্রতিবাদ হলো যা তথ্য, যুক্তি, এবং মানবিক মূল্যবোধ দ্বারা চালিত হয়। প্রতিবাদের ভাষা হতে হবে মার্জিত, তীক্ষ্ণ এবং লক্ষ্যভেদী, কিন্তু কখনোই অশালীন বা আক্রমণাত্মক নয়।

আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, বিশেষ করে বহুজাতিক সভা-সমাবেশে, প্রতিবাদের ভাষা হয় যুক্তিনির্ভর, শালীন এবং সুস্পষ্ট। প্রবাসে অবস্থানরত রাজনৈতিক কর্মীরা তাদের দাবী ও মত প্রকাশে শান্তিপূর্ণ সমাবেশ, বৈধ স্লোগান, যুক্তিবিন্যাস এবং লিখিত বিবৃতির মাধ্যম ব্যবহার করেন।

কিন্তু আমাদের বাঙালি কমিউনিটিতে, দুই দলের সদস্যরা কটূক্তি, গালি ও সরাসরি হতাহাতি করেছেন। গালিগালাজ ও নোংরা ভাষা ব্যবহারে 'শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ' কার্যত মূল্যহীন হয়ে পড়ছে এবং ব্যক্তির দৈন্যতা, অসহিষ্ণুতা ও যুক্তির অভাব প্রকাশ পাচ্ছে। এসব কেবল রাজনৈতিক সংস্কারকে বিতর্কিত করছে না, বরং বাঙালি জাতির সামাজিক এবং নৈতিক মানদণ্ডকে নিচু করছে,বিশ্ববাজারে বাংলাদেশের প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে।

সাম্প্রতিক নিউইয়র্কের সহিংস ঘটনা রাজনৈতিক আদর্শগত বিভাজনের বহিঃপ্রকাশ হলেও, যুক্তিগ্রাহ্য প্রতিবাদ বা মতবিনিময়ের মানদণ্ড থেকে যথেষ্ট দূরে। প্রবাসী বাঙালিরা শান্তিপূর্ণ এবং যুক্তিশীল প্রতিবাদের মাধ্যমে বিদেশের মাটিতে দেশের মর্যাদা রক্ষা করতে পারেন। মনে রাখা দরকার যে, অশ্লীল ভাষা, গালিগালাজ বা শারীরিক সংঘাতের মাধ্যমে কোনও শক্ত অবস্থান বা ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হয় না; বরং নিজেদের অসহিষ্ণুতা ও অনৈতিহাসিক চরিত্রের পরিচয় তুলে ধরা হয়, যা জাতিগতভাবে ক্ষতিকর।

সত্যিকারের রাজনীতিবিদ হলে শেখ হাসিনা মাঠে থাকতেন, পালাতেন না: জাহিদ হোসেন

ঢাকা অফিস

আওয়ামী লীগ দেশের জনগণের প্রতি যে অপরাধ করেছে, তার জন্য তাদের নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য এ জেড এম জাহিদ হোসেন। তিনি বলেছেন, গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছে, মানুষকে গুম করেছে, নির্বিচারে গুলি চালিয়ে হত্যা করেছে, জনগণের সম্পদ লুট করেছে ও বিদেশে পাচার করেছে। এসব অপরাধে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের মুখোমুখি করতেই হবে।

বুধবার দুপুরে রাজধানীর ঢাকেশ্বরী মন্দির পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এসব কথা বলেন। জাহিদ হোসেন বলেন, বিএনপি সব সময় একটি কথা বলে আসছে—যারা গণহত্যা করেছে, যারা আদেশ দিয়েছে কিংবা যারা এতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জড়িত, তাদের সবাইকে আইনের আওতায় এনে বিচার করতে হবে। সেটা সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোক, বড় কোনো নেতা হোক কিংবা সরকারি কর্মকর্তা—কেউই ছাড় পাবেন না।

জাহিদ হোসেন আরও বলেন, দিনের ভোট রাতে করেছে তারা (আওয়ামী লীগ)। এত অন্যায়ের পরও যদি তাদের কোনো অনুশোচনা না থাকে, সেটি হতে পারে না। আওয়ামী লীগকে জনগণের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। জনগণ সিদ্ধান্ত নেবে, ক্ষমা করবে কি করবে না।

এখনো গাজা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

করে দিয়েছে এবং আন্তর্জাতিক জলসীমা দিয়ে গাজামুখী জাহাজে থাকা কর্মীদের আটক করেছে।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার লাইভ ট্র্যাকার অনুসারে, এখনো গাজা অভিমুখে চলছে ২৬টি নৌযান। এগুলো গাজা উপকূল থেকে মাত্র ৫০–৬০ কিলোমিটার দূরে আছে এখন। ছবি: আল–জাজিরা

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার মুখপাত্র সাইফ আবুকেশেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করা এক পোস্টে 'মিশন আপডেট' দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, ইসরায়েলি বাহিনী মাঝ সমুদ্রে ১৩টি নৌযান থামিয়ে দিয়েছে। তিনি জানান, আটক হওয়া নৌকাগুলোতে ৩৭টি দেশের ২০১ জনের বেশি কর্মী ছিলেন। এর মধ্যে স্পেন থেকে ৩০ জন, ইতালি থেকে ২২ জন, তুরস্ক থেকে ২১ জন এবং মালয়েশিয়া থেকে ১২ জন কর্মী ছিলেন। তিনি বলেন, ইসরায়েল বিভিন্ন নৌযান থেকে কর্মীদের আটক করার পরও 'মিশন চলছে'।

অন্যান্য নৌযান এখনো ভূমধ্যসাগর পাড়ি দিয়ে গাজার অবরোধ ভাঙার চেষ্টা করছে। ঘণ্টা দুয়েক আগে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার নৌযানগুলো গাজা উপত্যকার উপকূল থেকে মাত্র ৮৫ কিলোমিটার দূরে অবস্থান করছিল। এ বিষয়ে আবুকেশেক বলেন, 'আমাদের প্রায় ৩০টি জাহাজ এখনো দখলদার বাহিনীর সামরিক নৌযানের বাধা এড়িয়ে গাজার উপকূলে পৌঁছানোর চেষ্টা করছে। তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারা অনুপ্রাণিত। ভোরের মধ্যে অবরোধ ভেঙে একসঙ্গে গাজায় পৌঁছানোর জন্য তারা সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।'

যুক্তরাষ্ট্রের মানবপাচার

প্রথম পৃষ্ঠার পর

টিয়ার ২-এ থেকে গেছে। এই প্রচেষ্টাগুলোর মধ্যে ভুক্তভোগী শনাক্তকরণ নির্দেশিকা এবং ফ্রন্টলাইন কর্মকর্তাদের জন্য মানসিক যত্নের প্রশিক্ষণ বৃদ্ধি এবং আনুষ্ঠানিকভাবে একটি এনআরএম গ্রহণ করা অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরকার আরও পাচারের শিকার ব্যক্তিদের চিহ্নিত করেছে এবং তাদের সুরক্ষা পরিষেবাগুলোতে পাঠিয়েছে। তবে বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে ন্যূনতম মান পূরণ করতে পারেনি।

প্রতিবেদনে বলা হয়, সরকার কম পাচারকারীদের বিষয়ে তদন্ত ও বিচার করেছে এবং দোষী সাব্যস্ত করেছে। যৌনকাজে পাচার এবং জোরপূর্বক শিশুশ্রমসহ অভ্যন্তরীণ পাচারের অপরাধ মোকাবিলায় পর্যাপ্ত পদক্ষেপ নেয়নি। শ্রম পরিদর্শকদের অনানুষ্ঠানিক খাতগুলো পর্যাপ্তভাবে পর্যবেক্ষণ করার এবং শ্রম আইন লঙ্ঘনের জন্য সংস্থাগুলোকে জবাবদিহি করার ক্ষমতার মারাত্মকভাবে অভাব ছিল। বিশেষ করে রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং ফেরত আসা বাংলাদেশি অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য ভুক্তভোগীদের সুরক্ষা ও পুনরেকত্রীকরণ প্রচেষ্টা অপর্যাপ্ত রয়ে গেছে। সরকার অভিবাসন ব্যয় নির্ধারণ অব্যাহত রেখেছিল, যা অনেক অভিবাসী শ্রমিককে ঋণগ্রস্ত করেছিল, পাচারের প্রতি তাদের দুর্বলতা বাড়িয়ে তুলেছিল।

প্রতিবেদনে বলা হয়, জড়িত কর্মকর্তাসহ পাচারের অপরাধের তদন্ত ও বিচারের প্রচেষ্টা বাড়াতে হবে এবং দোষী সাব্যস্ত পাচারকারীদের জন্য পর্যাপ্ত শাস্তি চাওয়া, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে কারাদণ্ড হওয়া উচিত।

মানবপাচারের মামলার বিচার ও বিচার করার জন্য পাচারবিরোধী ট্রাইব্যুনালের কর্মীদের সক্ষমতা জোরদার এবং ট্রাইব্যুনালের সংখ্যা প্রয়োজনীয় হারে বাড়ানো উচিত বলেও সুপারিশে বলা হয়, যেখানে মানবপাচার সংক্রান্ত মামলার পরিমাণ বেশি।

প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ভুক্তভোগী, বিদেশি ভুক্তভোগী এবং বিদেশে শোষিত ভুক্তভোগীসহ সব পাচারের শিকারদের জন্য সুরক্ষা, পুনরেকত্রীকরণ পরিষেবাগুলোর প্রাপ্যতা, গুণমান বৃদ্ধি এবং সরকার পরিচালিত ও অর্থায়নে পরিচালিত আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে পাচারের শিকারদের চলাচলের স্বাধীনতার অনুমতি দেওয়ার কথাও এতে বলা হয়।

সুপারিশে বলা হয়, ধারাবাহিকভাবে প্রবিধান প্রয়োগ এবং শ্রম নিয়োগ সংস্থা, দালাল এবং দালালদের নিরীক্ষণ করুন, যারা নিয়োগকারী সংস্থাগুলোকে কর্মী সরবরাহ করে। যার মধ্যে রয়েছে অভিবাসী শ্রমিকদের কাছ থেকে নেওয়া নিয়োগ ফি বাদ দেওয়া এবং প্রতারণামূলকভাবে কর্মী নিয়োগকারীদের জবাবদিহি করা।

এছাড়া অনানুষ্ঠানিক খাত পর্যবেক্ষণ, শ্রম আদালতে মামলা দায়ের এবং ফৌজদারি আদালতের তদন্তের জন্য মামলা রেফারসহ পাচারের অপরাধ শনাক্তকরণের জন্য শ্রম পরিদর্শকদের ক্ষমতা বাড়ানোর কথাও এতে বলা হয়।

প্রতিবেদনে সুপারিশ হিসেবে আরও বলা হয়, রোহিঙ্গা পাচারের বিশ্বাসযোগ্য অভিযোগের তদন্ত ও বিচারের জন্য আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রচেষ্টা বৃদ্ধি এবং রোহিঙ্গাদের সুরক্ষা সেবায় রেফার করার জন্য সুস্পষ্ট পদ্ধতি প্রতিষ্ঠা করুন। বাংলাদেশি পাচারের শিকারদের শনাক্ত ও প্রত্যাবাসন সহজতর করার জন্য ভারতের সঙ্গে ২০১৫ সালের সমঝোতা স্মারক বাস্তবায়ন করুন।

রোহিঙ্গা সংকট, সমালোচনা ও সম্ভাবনা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সব বিশ্বনেতারা নিউইয়র্ক ত্যাগ করেছেন।এমন সময়ে রোহিঙ্গাদের জন্য উচ্চারিত মায়াবী বাক্য সমস্যার সমাধানে কোনই ভুমিকা রাখবে না।

আশ্রিত রোহিঙ্গারা একটা সীমানার মধ্যে আটকে রাখা হয়েছে।এখানেই এদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি ঘটছে।আশ্রিত লক্ষ লক্ষ মানুষ একটা পর্যায়ে ভিন্ন পথ খোঁজে নেবে। ভিন্ন লড়াইয়ের জন্য এরা প্রস্তুত হচ্ছে!

প্রধান উপদেষ্টা ড ইউনুসের বক্তৃতায় এমন এক সুর ভেসে এসেছে, যেন এই সমস্যার সমাধান নৈতিক বোধোদয়ের মাধ্যমে সম্ভব। বাস্তবতা হলো, মিয়ানমারের সামরিক জান্তা আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করে না। তারা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেই ক্ষমতার স্থায়িত্ব নিশ্চিত করতে চায়। সেখানে কেবল মানবতার ডাক দিয়ে পরিবর্তন আনা যায় না। প্রয়োজন আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক চাপ, কৌশলগত জোট এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা। ড. ইউনুস এসব প্রসঙ্গে নীরব থেকেছেন।

একজন নোবেল বিজয়ীর কথা অবশ্যই প্রভাব ফেলতে পারে। কিন্তু প্রভাবের জন্য চাই বিশ্বাসযোগ্যতা। বাংলাদেশে চলমান বিতর্ক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট তার বক্তব্যকে বিশ্বমঞ্চে কতটা গ্রহণযোগ্য করেছে—এটি নিয়েও প্রশ্ন থেকে যায়। রোহিঙ্গাদের মানবিক বিপর্যয়ের কথা তুলে ধরা দরকার ছিল নিরপেক্ষতা ও সুস্পষ্ট প্রস্তাবনার সাথে। কিন্তু ড. ইউনুস তার অবস্থানকে রাজনৈতিক বক্তব্যের আড়ালে রেখে দিয়েছেন, যা মূল ইস্যুটিকে আরও দুর্বল করে তুলেছে।

জাতিসংঘের মঞ্চ থেকে যদি সত্যিই রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধান চাওয়া হতো, তবে বক্তব্যে থাকা উচিত ছিল আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা, নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা কিংবা দক্ষিণ এশিয়ার শক্তিগুলোর দায়িত্ব নিয়ে স্পষ্ট অবস্থান। পরিবর্তে শোনা গেল আবেগঘন শব্দ, যা সংবাদ শিরোনাম তৈরি করে বটে, কিন্তু নীতি নির্ধারণের পথে তেমন প্রভাব ফেলে না।

ফলাফল হলো, ড. ইউনুসের বক্তব্য শোনার পর রোহিঙ্গারা কোনও বাস্তব আশার আলো পায়নি। মানবতার কথা বলা সহজ, কিন্তু সংকট সমাধানের পথ দেখানো কঠিন। জাতিসংঘের মতো উচ্চপর্যায়ের মঞ্চে দায়িত্ব হলো কঠিন কথাগুলো বলা, ক্ষমতাধর দেশগুলোকে অস্বস্তিতে ফেলা, এবং নির্যাতিত মানুষের জন্য বাস্তব সমাধানের পথ খুঁজে দেওয়া। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ড. ইউনুসের বক্তব্য সেই উচ্চতায় পৌঁছাতে পারেনি।

এই কারণেই বলা যায়, তার বক্তব্য ছিল অনেকটাই প্রতীকী, কিন্তু সমাধানমূলক নয়। রোহিঙ্গা সংকট আজও অমীমাংসিত রয়ে গেছে। দুঃখজনক হলেও সত্য, নৈতিক বাণী দিয়ে মানবিক বিপর্যয় দূর হয় না। তার জন্য চাই স্পষ্ট প্রস্তাবনা, কার্যকর কৌশল এবং রাজনৈতিক সদিচ্ছা। ড. ইউনুসের বক্তৃতা সেই জায়গায় পৌঁছাতে পারেনি বলেই সমালোচনা অনিবার্য।

৬ বছর পর যুক্তরাষ্ট্রের সরকারে

প্রথম পৃষ্ঠার পর

বলেছে। সাধারণভাবে এ ধরনের শাটডাউনের ক্ষেত্রে জরুরি নয় এমন সরকারি কর্মীরা 'আনপেইড লিভ' অর্থাৎ, অবৈতনিক ছুটিতে থাকেন।

যেসব খাত সবচেয়ে ক্ষতির মুখে

আলজাজিরা লিখেছে, শাটডাউনের কারণে বিভিন্ন দেশে ভিসা সেবাও ব্যাহত হচ্ছে। মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা তাদের ৮৩ শতাংশ কর্মীকে অবৈতনিক কর্মবিরতিতে পাঠিয়েছে। গতকাল বুধবার ওয়েবসাইটে দেওয়া বিবৃতিতে তারা বলছে, নাসা সরকারি অর্থায়নের অভাবে সাময়িক বন্ধ থাকবে।

স্বর্ণের দাম বেড়ে রেকর্ড উচ্চতায় পৌঁছেছে। প্রতি আউন্সের দাম হয়েছে ৩ হাজার ৮৯৫ ডলার। পুরো যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন পার্কের সেবা কার্যক্রম স্থগিত হয়ে গেছে। ৯ হাজার ২০০-এর বেশি কর্মীকে অবৈতনিক ছুটিতে পাঠানো হয়েছে।

যেভাবে অচলাবস্থা

গত মঙ্গলবারই ছিল চলতি অর্থবছরের শেষ দিন। এদিনই সরকারের ব্যয়ের জন্য বরাদ্দ তহবিলের মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা। কিন্তু সিনেটে বিলটি নিয়ে একমত হতে পারেননি রিপাবলিকান ও ডেমোক্র্যাট সদস্যরা। গতকাল বুধবার বিবিসি জানায়, সাধারণত পহেলা অক্টোবর যুক্তরাষ্ট্রে নতুন অর্থবছর শুরু হওয়ার আগে যদি কোনো চুক্তিতে পৌঁছানো না যায়, তাহলে শাটডাউন তৈরি হয়।

পরস্পরকে দোষারোপ

হোয়াইট হাউস তাদের ওয়েবসাইটে শাটডাউনের কাউন্টডাউন ঘড়ি চালু করেছে। এতে 'ডেমোক্র্যাট শাটডাউন' শব্দগুলো ব্যবহার করা হয়েছে। এতে বলা হয়, মার্কিনিরা ডেমোক্র্যাটদের কাজের সঙ্গে একমত নয়। তবে ডেমোক্র্যাটরা এ পরিস্থিতির জন্য রিপাবলিকানদের দোষারোপ করছেন। দেশটির কংগ্রেসের উভয় কক্ষ এখন রিপাবলিকানদের নিয়ন্ত্রণে। তার পরও তারা বিলটি পাসের জন্য প্রয়োজনীয় ভোট নিশ্চিত করতে পারেনি। সিনেটে বিলের পক্ষে প্রয়োজনীয় ৬০টি ভোট নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার কারণে এ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিলটির পক্ষে ৫৫ ও বিপক্ষে ৪৫ ভোট পড়েছে। সিনেটে রিপাবলিকানদের ৫৩টি আসন আছে।

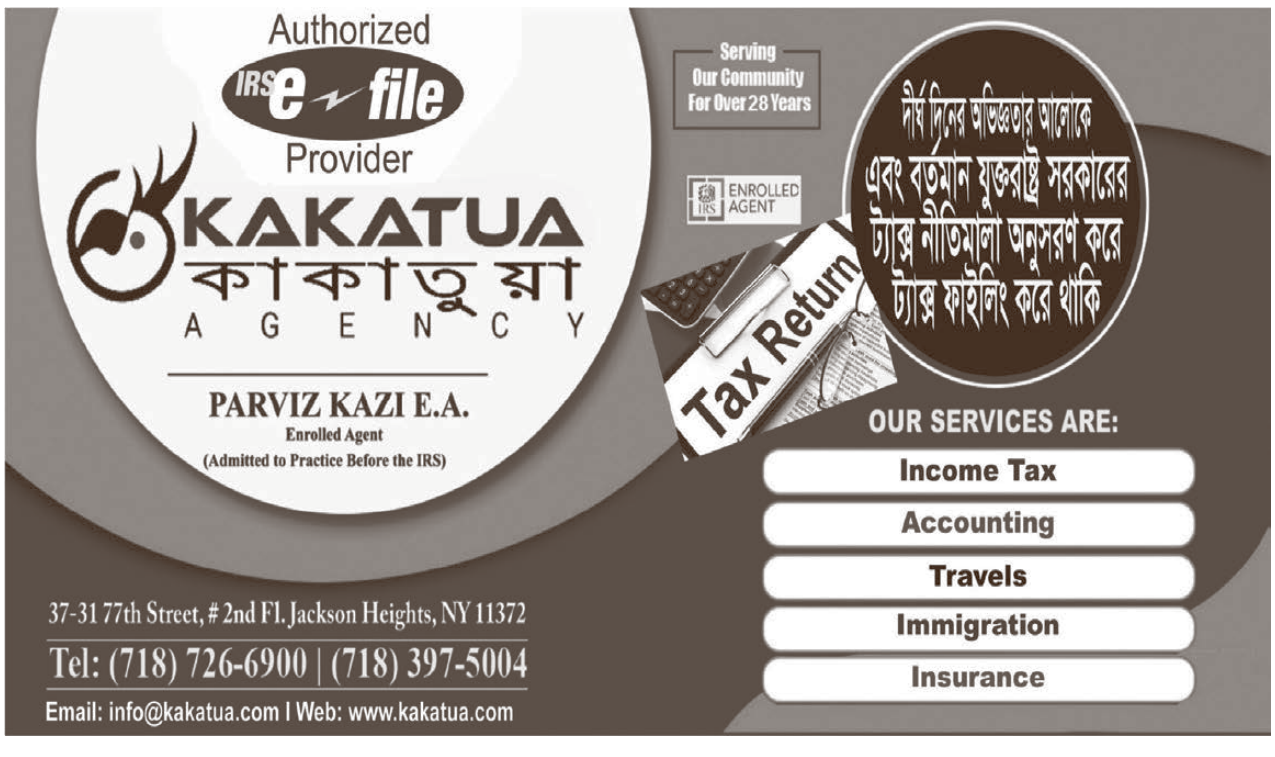
সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ডেমোক্র্যাট নেতা কমলা হ্যারিস এক্সে লেখেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ও রিপাবলিকানরা শাটডাউন করে দিয়েছেন। তারা জনগণের স্বাস্থ্যসেবার ব্যয় নিতে চাচ্ছেন না। অন্যদিকে ডেমোক্র্যাট নেতা স্পিকার মাইক জনসন বলেন, সরকারের কার্যক্রম বন্ধ করতে ডেমোক্র্যাটরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভোট দিয়েছেন।

ভ্রমণ ও বিমান যাতায়াতে প্রভাব

সরকারি অচলাবস্থার কারণে ভ্রমণকারী বা যাত্রীদের বিমান চলাচলে প্রভাব পড়তে পারে। দ্য গার্ডিয়ান অনলাইন জানায়, ফ্লাইট চলবে, তবে বিলম্ব ও বাতিলের ঘটনা ঘটবে। এয়ার ট্রাফিক কন্ট্রোলার ও নিরাপত্তাকর্মীদের কাজ গুরুত্বপূর্ণ। শাটডাউনের কারণে তাদের বেতন বন্ধ থাকবে। এর আগে যতগুলো শাটডাউন হয়েছে, তাতে বিমান চলাচল ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়। নেতিবাচক প্রভাব পড়বে ট্রেন চলাচলেও।

যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৮০ সাল থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ১৫ বার এমন শাটডাউনের ঘটনা ঘটেছে। বিভিন্ন সময়ে এটি এক থেকে পাঁচ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যান কম সময়ের জন্য হলেও আটবার এ পরিস্থিতি মোকাবিলা করেছিলেন। কিন্তু ৯০ এর দশকে এসে এমন শাটডাউনের সময় বেড়েছে। বিল ক্লিনটন ১৯৯৫-৯৬ সালে ও জর্জ ডব্লিউ বুশ ১৯৯০ সালে অচলাবস্থা মোকাবিলা করেন।

২০১৩ সালে বারাক ওবামা শাটডাউন দেখেন। তবে ডোনাল্ড ট্রাম্প মেয়াদে দুবার এ ঘটনা ঘটল। সর্বশেষ ২০২৪ সালের ডিসেম্বরে বড়দিন ও ইংরেজি নববর্ষের ছুটির মুখে লাখ লাখ মার্কিনির দুর্ভোগের শঙ্কার মধ্যে অর্থ বিল পাস করে মার্কিন ফেডারেল সরকার শাটডাউন এড়ায়।



ভাষাসংগ্রামী আহমদ রফিক আর নেই

ঢাকা ডেস্ক



আহমদ রফিক

ভাষাসংগ্রামী, কবি, প্রাবন্ধিক ও রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ আহমদ রফিক মারা গেছেন। রাজধানীর বারডেম হাসপাতালের নিবিড় পরিচর্যা কেন্দ্রে (আইসিইউ) বৃহস্পতিবার রাত ১০টা ১২ মিনিটে তিনি ইন্তেকাল করেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না এলাহি রাজিউন)। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৬ বছর।

আহমদ রফিকের বিশেষ সহকারী মো. রাসেল সমকালকে তাঁর মৃত্যুর তথ্য নিশ্চিত করেছেন। বারডেম হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানান, মৃত ঘোষণা করার সাত মিনিট আগে তাঁর কার্ডিয়াক অ্যারেস্ট হয়। এর আগে শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ায় বুধবার বিকেলে তাঁকে লাইফ সাপোর্টে নেওয়া হয়। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, বারডেম হাসপাতালের আইসিইউ বিভাগের প্রধান ডা. কানিজ ফাতেমার তত্ত্বাবধানে তাঁর চিকিৎসা চলছিল। কিডনির সমস্যার পাশাপাশি সম্প্রতি কয়েকবার তাঁর 'মাইল্ড স্ট্রোক' হয়।

১১ সেপ্টেম্বর ল্যাবএইড হাসপাতাল থেকে ছাড়পত্র পাওয়ার পর তাঁকে পান্থপথের হেলথ অ্যান্ড হোপ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে সেখানে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সুবিধা না থাকায় রোববার তাঁকে বারডেম হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।

আহমদ রফিক নিউ ইস্কাটনের গাউসনগরের একটি ভাড়া বাসায় একাই বসবাস করতেন। ১৯২৯ সালের ১২ সেপ্টেম্বর ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় জন্ম নেওয়া এই ভাষাসংগ্রামী ২০০৬ সালে স্ত্রীকে হারান। তিনি নিঃসন্তান।

ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রাবন্ধিক ইতিহাসবিদ এই লেখক শতাধিক গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেছেন। পেয়েছেন একুশে পদক, বাংলা একাডেমি পুরস্কারসহ বহু সম্মাননা। দুই বাংলার রবীন্দ্রচর্চায় তাঁর অবদান অনন্য; কলকাতার টেগর রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে তাঁকে দেওয়া হয় 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধি।

শনিবার সকাল ১১ টায় ভাষাসংগ্রামী রফিকের মরদেহ সর্বস্তরের শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে নেওয়া হবে। আহমদ রফিক ফাউন্ডেশনের ট্রাস্টি ইসমাইল সাদী বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আওয়ামী লীগের ঘাপটি মেরে থাকা অনুচরেরা এখনো তৎপর

বললেন মির্জা ফখরুল

ঢাকা ডেস্ক



মির্জা ফখরুল

বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন, পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনে বারবার সাম্প্রদায়িক উসকানি, বিভিন্ন ধর্মীয় জনগোষ্ঠীর দেবালয় আক্রমণ-ভাঙচুরসহ নানা অপ্রীতিকর সাজানো ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। তাদের ঘাপটি মেরে থাকা অনুচরেরা এখনো তৎপর।

শারদীয় দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী উপলক্ষে দেওয়া বাণীতে বিএনপির মহাসচিব এসব কথা বলেন। গতকাল বুধবার বিএনপির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এই বাণী দেওয়া হয়।

বাণীতে মির্জা ফখরুল বলেন, 'হিন্দু সম্প্রদায়ের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় এবং সামাজিক উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা ও বিজয়া দশমী। এ উপলক্ষে আমি হিন্দু ধর্মাবলম্বী সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও প্রাণঢালা অভিনন্দন। তাঁদের অব্যাহত সুখ, শান্তি ও কল্যাণ কামনা করছি।'

শারদীয় দুর্গাপূজা বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর সব মানুষের জীবনে এক আলোকদীপ্ত বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে বলে উল্লেখ করেন বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, সুদীর্ঘকাল ধরে বাংলাদেশসহ বাঙালি হিন্দু জনগোষ্ঠীর এই ধর্মীয় উৎসব এক ঐশ্বর্যময় ঐতিহ্য মহিমামণ্ডিত। দেবী দুর্গা শক্তি ও সাহসের মূর্ত প্রতীক।

পৃথিবীতে অঞ্চলভেদে যেকোনো উৎসবই মানুষের মধ্যে স্বর্গীয় আনন্দ ও শুভেচ্ছার বার্তা নিয়ে আসে বলে উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, উৎসবের প্রাঙ্গণে কোনো বিধিনিষেধ নেই। সেটি প্রত্যেক মানুষেরই মিলনক্ষেত্র। বাংলাদেশের মৃত্তিকার গভীর থেকে যে ইতিহাস-ঐতিহ্য উৎসারিত হয়, সেটি ধর্মীয় স্বাধীনতা-মূল্যবোধকে অন্তর্ভুক্ত করে। দুর্গাপূজার মূল বাণী হচ্ছে, অশুভের ওপর শুভের জয়। দুর্গা তাঁর গৌরবময় লক্ষ্য অর্জনের জন্য মন্দকে উপলব্ধি করেন, তা প্রতিহত করেন।

পতিত আওয়ামী লীগ সরকারের ঘাপটি মেরে থাকা অনুচরেরা এখনো তৎপর উল্লেখ করে বিএনপির মহাসচিব বলেন, তবে অশুভ চক্রের চক্রান্ত ঠেকাতে দেশের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে পূজামণ্ডপে পাহারা দিচ্ছে। যাতে শান্তি ও সহাবস্থানের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গাপূজা নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হতে পারে। তাদের প্রতিহত করতে বিএনপি অঙ্গীকারবদ্ধ।

ধর্মীয় উৎসব সাম্প্রদায়িক কোনো বৃত্তে আবদ্ধ থাকে না বলে উল্লেখ করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, উৎসব বৃত্ত অতিক্রম করে সব মানুষকে নিয়ে উদ্‌যাপিত হয়। মানুষের আত্মাকে মিলনের বোধে উদ্দীপ্ত করে।

অপশক্তির অশুভ তৎপরতা দুর্গাপূজার উৎসবে যাতে কোনোভাবেই বিঘ্ন ঘটাতে না পারে, সে জন্য সবাইকে সতর্ক থাকতে আহ্বান জানান বিএনপির মহাসচিব। তিনি বলেন, 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি আমাদের জাতীয় ঐতিহ্যের অংশ। আমরা সবাই বাংলাদেশি এটিই আমাদের গর্ব, এটিই আমাদের একমাত্র পরিচয়।'

গাজা অভিমুখী নৌবহরে ইসরায়েলি সেনাদের আক্রমণ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ফিলিস্তিনের গাজা অভিমুখে যাত্রা করা ত্রাণবাহী নৌবহর 'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা' ইসরায়েলি বাহিনীর আক্রমণের মুখে পড়েছে। বহরের প্রায় সব নৌযানে থাকা অধিকারকর্মীদের আটক করেছে ইসরায়েল। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সুইডিশ অধিকারকর্মী গ্রেটা থুনবার্গ। ইসরায়েলের এমন পদক্ষেপকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' উল্লেখ করে নিন্দা জানিয়েছে অনেক দেশ।

বাংলাদেশ সময় গতকাল বৃহস্পতিবার রাত সাড়ে ১১টায় গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার ওয়েবসাইটের তথ্য অনুযায়ী, ৪২টি নৌযানের মধ্যে মাত্র একটি তখন পর্যন্ত ইসরায়েলি বাধা এড়িয়ে গাজা অভিমুখে এগিয়ে যাচ্ছিল। অন্য নৌযানগুলোয় থাকা অন্তত ৪৪৩ জন অধিকারকর্মীকে আটক করেছে ইসরায়েলি বাহিনী। একটি বাদে ফ্লোটিলার সব নৌযান থামিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে দাবি করেছে ইসরায়েলও। নৌযানগুলোতে গাজাবাসীর জন্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণ খাদ্য, চিকিৎসাসামগ্রী, তাঁবু ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম ছিল।







সিলেট এমসি এন্ড গভর্নমেন্ট কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক এর নির্বাচন কমিশন গঠিত

ডেস্ক রিপোর্ট

সিলেট এমসি এন্ড গভর্নমেন্ট কলেজ এলামনাই অ্যাসোসিয়েশন ইউএসএ ইনক এর আগামী ২০২৫-২০২৭ সেশনের জন্য নির্বাচন কমিশন গঠিত হয়েছে। গত ১৪ সেপ্টেম্বর সংগঠনের কার্যকরী কমিটির সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে তিন সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন ঘোষণা করা হয়।

এতে সাবেক নির্বাচন কমিশনার এবং জালালাবাদ অ্যাসোসিয়েশন অব আমেরিকা ইনক ও এলামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আজীবন সদস্য ময়নুল হক চৌধুরীকে প্রধান নির্বাচন কমিশনার করা হয়েছে। সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন আজীবন সদস্য তোফায়েল চৌধুরী এবং আসিফ এ চৌধুরী।

নির্বাচন কমিশন আগামী তিন মাসের মধ্যে পরবর্তী কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন করবেন। সদ্য গঠিত কমিশনের নেতৃবৃন্দ ইতিমধ্যে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন।



ইসরায়েলি সেনারা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা আটক করার পর বিশ্বের বিভিন্ন শহরে বিক্ষোভ হয়। ছবি তুরস্কের

সুমুদ ফ্লোটিলা আটকের প্রতিবাদে দেশে দেশে বিক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী জাহাজ বহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার একটি বাদে সব নৌযান আটক করেছে ইসরায়েলি সেনাবাহিনী। এর প্রতিবাদে বৃহস্পতিবার বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিক্ষোভ হয়েছে তুরস্কের ইস্তাম্বুল, আঙ্কারা, এথেন্স, বুয়েনস আয়ার্স, রোম, বার্লিন ও মাদ্রিদে। বিক্ষোভে শহরগুলোর লাখো ফিলিস্তিনপন্থি অংশগ্রহণ করেন। খবর আল জাজিরার

দুর্ভিক্ষকবলিত গাজায় ত্রাণবাহী নৌবহরকে পৌঁছতে না দেওয়া এবং অধিকারকর্মীদের ইসরায়েলের আটকের ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিক্ষোভ হয়েছে আয়ারল্যান্ডের ডাবলিন, মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুর, ফ্রান্সের প্যারিসে। বিক্ষোভ হয়েছে জর্ডান ও তিউনিসিয়ার তিউনিস শহরেও।

এ ঘটনায় প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিশ্বনেতারাও। প্রতিক্রিয়া বিভিন্ন ধরনের ছিল, কেউ সরাসরি নিন্দা জানিয়েছেন; আবার কেউ আটক নাগরিকদের জন্য কনস্যুলার পরিষেবা নিশ্চিত করার জন্য ইসরায়েলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ফিলিস্তিন, তুরস্ক, দক্ষিণ আফ্রিকা, কলম্বিয়া, ইতালি, যুক্তরাজ্য, গ্রিস, আয়ারল্যান্ড, পাকিস্তান, বেলজিয়াম, ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র। এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ফিলিস্তিনবিষয়ক বিশেষ প্রতিবেদক ফ্রানচেসকা আলবানিজ।

মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম, দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা, কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো, ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি, আইরিশ প্রেসিডেন্ট মাইকেল ডি হিগিনস, পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ, বেলজিয়ামের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ম্যাকসিম প্রেভো সুমুদ ফ্লোটিলা আটকের ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা সমুদ্রপথে গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক প্রচেষ্টা। এই নৌবহরে রয়েছে ৪০টির বেশি বেসামরিক নৌযান। এই বহরে প্রায় ৪৪টি দেশের ৫০০ মানুষের মধ্যে রয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধি, আইনজীবী, অধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও সাংবাদিক।

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার প্রথম বহর ৩১ আগস্ট স্পেনের বার্সেলোনা থেকে যাত্রা শুরু করে। এরপর ১৩ থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর তিউনিসিয়া ও ইতালির সিসিলি দ্বীপ থেকে আরও নৌযান এই বহরে যুক্ত হয়। এ ছাড়া গ্রিসের সাইরাস দ্বীপ থেকে পরবর্তী সময়ে আরও কিছু নৌযান ত্রাণ নিয়ে বহরে যুক্ত হয়।

গাজা অভিমুখী গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলাকে বাধা ও অধিকারকর্মীদের ইসরায়েলের আটকের ঘটনায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিক্রিয়া তুলে ধরা হলো-

ফিলিস্তিন: ফিলিস্তিনের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার বিরুদ্ধে ইসরায়েলের আক্রমণ ও আগ্রাসনের নিন্দা জানিয়েছে। তারা বলেছে, 'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলার আন্তর্জাতিক জলসীমায় অবাধ চলাচলের অধিকার আছে এবং আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী স্বীকৃত তাদের এই চলাচলের স্বাধীনতায় ইসরায়েলের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।'

তুরস্ক: তুরস্কের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ইসরায়েলের এই হস্তক্ষেপকে 'সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড' হিসেবে অভিহিত করেছে। মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, ইসরায়েলের এই কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে 'গণহত্যা চালানো নেতানিয়াহু সরকারের ফ্যাসিবাদী ও সামরিকতাবাদী নীতি, যা গাজাকে দুর্ভিক্ষের মুখে ঠেলে দিয়েছে, যা শুধু ফিলিস্তিনিদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়'।

মালয়েশিয়া: প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম মালয়েশিয়ার নাগরিকদের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন। এক্সে দেওয়া এক পোস্টে তিনি বলেন, 'ইসরায়েলকে জবাবদিহি করার জন্য "সব বৈধ ও আইনানুগ ব্যবস্থা" নেওয়া হবে। ইসরায়েল শুধু "ফিলিস্তিনি জনগণের মৌলিক অধিকারকে অগ্রাহ্য করছে না; বরং বৈশ্বিক সম্প্রদায়ের বিবেককেও পদদলিত করছে"।'

দক্ষিণ আফ্রিকা: দক্ষিণ আফ্রিকার প্রেসিডেন্ট সিরিল রামাফোসা নৌবহরে অংশগ্রহণকারীদের অবিলম্বে মুক্তির আহ্বান জানিয়েছেন এবং নিশ্চিত করেছেন, আটক ব্যক্তিদের মধ্যে নেলসন ম্যান্ডেলার নাতি নকোসি জুয়েলিভেলিলে ম্যান্ডেলাও রয়েছেন।

এক বিবৃতিতে সিরিল রামাফোসা বলেন, দক্ষিণ আফ্রিকা ইসরায়েলকে আহ্বান জানাচ্ছে যেন নৌবহরে থাকা জীবনরক্ষাকারী পণ্য গাজার মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারে। কারণ, এই নৌবহর গাজার প্রতি সংহতির প্রতীক, ইসরায়েলের সঙ্গে সংঘাতের নয়।

কলম্বিয়া: প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রো এক্সে ঘোষণা দেন, ইসরায়েলের কর্মকাণ্ডের পরিপ্রেক্ষিতে তার সরকার ইসরায়েলি কূটনীতিকদের বহিষ্কার করছে এবং কলম্বিয়ার মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি বাতিল করছে।

গুস্তাভো পেত্রো বলেন, তাদের নাগরিকদের প্রত্যাবর্তনের জন্য কলম্বিয়াকে 'ইসরায়েলি আদালতের মাধ্যমেও সব ধরনের উপযুক্ত দাবি জানাতে হবে'।

ইতালি: ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আন্তোনিও তাজানি স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, ইসরায়েল তাকে আশ্বস্ত করেছে যে নৌবহরের বিরুদ্ধে 'কোনো সহিংস কর্মকাণ্ড' চালানো হবে না।

ইতালীয় ইউনিয়নগুলো আলাদাভাবে আগামীকাল শুক্রবার সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে, যা গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা ও গাজার প্রতি তাদের সংহতি প্রদর্শন করবে।

যুক্তরাজ্য: যুক্তরাজ্য সরকার জানিয়েছে, নৌবহরকে ইসরায়েলের বাধা দেওয়া নিয়ে তারা 'খুবই উদ্বিগ্ন' এবং এতে 'অংশ নেওয়া বেশ কয়েকজন ব্রিটিশ নাগরিকের পরিবারের সঙ্গে' তারা যোগাযোগ রাখছে।

এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, নৌবহরে থাকা ত্রাণ মানবিক সংস্থাগুলোর কাছে হস্তান্তর করা উচিত, যাতে তারা নিরাপদে গাজায় পৌঁছে দিতে পারে।

গ্রিস: গ্রিস এই সপ্তাহের শুরুতে ইতালির সঙ্গে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করে, যেখানে তারা ইসরায়েলের প্রতি 'গাজামুখী নৌবহরে অংশগ্রহণকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত' করার আহ্বান জানায়।

আয়ারল্যান্ড: আইরিশ প্রেসিডেন্ট মাইকেল ডি হিগিনস বলেন, 'ইসরায়েল গাজায় অপরিহার্য ত্রাণ পৌঁছাতে বাধা দিচ্ছে। এই মানবিক কার্যক্রমে জড়িত ব্যক্তিদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা আমাদের সবার এবং যেসব দেশ থেকে তাঁরা এসেছেন, সেসব দেশের জন্য উদ্বেগের বিষয়।'

শাপলা প্রতীক পেতে আইনি ও রাজনৈতিক বাধা নেই: এনসিপি

ঢাকা ডেস্ক

শাপলা প্রতীক পেতে আইনি ও রাজনৈতিক বাধা নেই বলে দাবি করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি)। বৃহস্পতিবার ফেসবুক পোস্টে নাগরিক ঐক্যের সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না 'শাপলা প্রতীক যদি এনসিপিকে দেওয়া হয় মামলা করবেন না' জানানোর পর জাতীয় নাগরিক পার্টির পক্ষ থেকে এ দাবি করা হয়।

দুপুরে মাহমুদুর রহমান মান্না তাঁর ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে লেখেন, 'শাপলা প্রতীক যদি তাদের (এনসিপি) দিয়ে দেয়, কোনো মামলা করব না।'

পরে সন্ধ্যা ৬টা ৩২ মিনিটে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে মাহমুদুর রহমান মান্নার ফেসবুক পোস্টের স্ক্রিনশট শেয়ার করে লেখা হয়, 'অবশেষ এনসিপি'র শাপলা প্রতীক পেতে আর কোনো আইনি ও রাজনৈতিক কোনো বাধাই অবশিষ্ট রইলো না। নির্বাচন কমিশন এনসিপিকে শাপলা প্রতীক বরাদ্দ দিতে প্রথমে যখন আইনি বাধা দেখালো তখন এনসিপি'র লিগ্যাল উইং হাতে-কলমে ধরে ধরে বুঝিয়েছে যে, এনসিপির শাপলা প্রতীক পেতে কোনো আইনি বাধা নেই। তখন নির্বাচন কমিশন হাজির করলো রাজনৈতিক বাধা রয়েছে। এনসিপি বললো কী সেটা? তারা জবাবে বললো, শাপলা প্রতীক আপনাদের আগে নাগরিক ঐক্য চেয়েছে। তাই শাপলা দিলে তাদেরই দিতে হবে। কিন্তু আজ যখন নাগরিক ঐক্যের সম্মানিত সভাপতি মাহমুদুর রহমান মান্না জানিয়ে দিলেন যে, এনসিপিকে শাপলা দিলে তাদের দল থেকে কোনো মামলা করা হবে না। তখন নির্বাচন কমিশন যে রাজনৈতিক বাধার কথা বলেছিল সেটিও আর থাকছে না। অর্থাৎ, শাপলা পেতে আইনি ও রাজনৈতিক কোনো প্রতিবন্ধকতাই নেই।'

এতে বলা হয়, আমরা নির্বাচন কমিশনকে স্পষ্ট করে বলতে চাই, আপনারা সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আপনাদের নিরপেক্ষতা বজায় রাখুন।

গাজা অভিমুখী নৌবহর: ফেসবুকে ভিডিও বার্তা দিলেন শহিদুল আলম

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌবহরের একটি বাদে বাকি সব জাহাজ আটক করার কথা জানিয়েছে ইসরায়েল। এরপর ফেসবুকে একটি ভিডিও বার্তা দিয়েছেন ওই নৌবহরে থাকা বাংলাদেশি শহিদুল আলম। আজ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ফেসবুকে ওই ভিডিও বার্তায় নিজের শারীরিক অবস্থা কিছুটা খারাপ হওয়ার কথা জানিয়েছেন তিনি।

'গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা' নামের এই নৌবহরে ৪৩টি জাহাজ ছিল। দূরের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আলোকচিত্রী শহিদুল আলম ওই বহরে থাকা 'কনশানস্' নামের একটি জাহাজে যাত্রা করেন। বাংলাদেশ সময় বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে নৌবহর গাজার কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছালে ইসরায়েলি সেনারা জাহাজগুলোতে এসে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া অধিকারকর্মীদের আটক করতে থাকে। নৌবহরের ত্রাণবাহী জাহাজসহ অধিকারকর্মীদের ইসরায়েলের আশদোদ বন্দরে নেওয়া হয়। আজ বৃহস্পিতবার সন্ধ্যার দিকে ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানায়, বহরে থাকা একটি বাদে বাকি সব জাহাজ আটক করা হয়েছে।

এর কিছুক্ষণ পর ফেসবুকে ওই ভিডিও বার্তা দেন শহিদুল আলম। ভিডিওর ক্যাপশনের তিনি লেখেন, 'সাগর খুবই উত্তাল। এইমাত্র বমি হলো, এখন শুয়ে আছি।'

ভিডিওতে শহিদুল আলম বলেন, 'বমি করার পরপরই সরাসরি সম্প্রচারে যাওয়াটা স্বাভাবিক নয় বলেই আমার ধারণা। আমি এখন মেঝেতে শুয়ে আছি। তাই আমি বরং ক্যামেরাটাকে ঘুরিয়ে দিচ্ছি। দেখা যাক, এটা কাজ করে কি না। আশা করি এবার আপনারা দেখতে পাচ্ছেন।'

শহিদুল আলম বলেন, 'সময়টা বেশ উপযুক্ত। কারণ, আমি এইমাত্র বিবিসিকে একটি সাক্ষাৎকার দিয়েছি। সাক্ষাৎকারটি চলাকালে বা এর পরপরই জাহাজটি দুলতে শুরু করে। এ সময় আমি অসুস্থবোধ করছিলাম এবং বমি করার জন্য একটি ব্যাগ খুঁজছিলাম। ভাগ্যক্রমে ঠিক সময়েই একটি ছোট্ট ব্যাগ পেয়ে যাই। তাতে মেঝেটা নোংরা হওয়া থেকে রক্ষা পায়। তবে হ্যাঁ, আমি ঠিক আছি।'

জাহাজে একজন চিকিৎসক তাঁর দেখাশোনা করছেন বলে জানান শহিদুল আলম। তিনি বলেন, 'আমার মনে হয়, কেউ আমার কম্পিউটার ও টেবিলে থাকা অন্যান্য সরঞ্জাম গুছিয়ে রেখেছেন। সব জিনিস মেঝেতে নামিয়ে রাখা হচ্ছে, যাতে সেগুলো পড়ে না যায়। সমুদ্র এখনো খুবই উত্তাল। বাইরে এখনো আলো আছে। আশা করি, আমরা খুব দ্রুত এই পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠব। আমি ঠিক আছি। এটা একটা ভিন্ন অভিজ্ঞতা বলতে হবে।'

এস্টোরিয়া ও জ্যামাইকাতে মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার

MOHAMMAD M RAHMAN MD



Board Certified in Internal Medicine

Geriatrics,
Hospice & Palliative
Care Medicine
Attending Physician,
NYU School of Medicine

এখানে ল্যাব, সনোগ্রাম, ইকেজি, ফ্লু, হজ্ব ভ্যাকসিন দেয়া হয়
আমরা প্রায় সব ধরনের ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।

Appointment:

718-526-0700, 718-383-4500
Cell- 718-864-8882

ASTORIA OFFICE:	JAMAICA OFFICE:
30-04, 36th Avenue LIC, NY 11106 Tel: 718-383-4500	170-12 Highland Avenue Jamaica Estates, NY- 11432 www.drmrahman.com

Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

SERVICES
- Tax Preparation
  Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
  Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
  (No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

IRS e-file
IRS AUTHORIZED E-FILE PROVIDER

Member: naea NYSSEA

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি
বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক



Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

ক্রেডিট কার্ড এর মাধ্যমে ও পেমেন্ট করতে পারেন

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির কল্যাণের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক এর সদস্য পদ গ্রহণ / নবায়ন করার এবং এর প্রতিটি কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণ করার অনুরোধ রইল।

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

দীর্ঘ লাইনে আর অপেক্ষা নয়

আপনি লাইনে থাকতেই প্রেসক্রিপশন তৈরী



এটিএম, ফোন কার্ড এবং মেট্রো কার্ড পাওয়া যায়

বিনামূল্যে ব্লাড প্রেসার চেক করা হয়।
বিনামূল্যে ব্লাড সুগার মনিটর
২৫% ছাড় কুপন সহ যে কোন পন্য ক্রয়ে
প্রেসক্রিপশন এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়।
ফ্রি উপহার কুপন সহ ভিতরে প্রবেশ করলেই



- প্রতিদিন সর্বোচ্ছ কম মূল্যের নিশ্চয়তা এবং সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য ১০% মূল্য ছাড়
- সার্জিক্যাল সাপ্লাই, হোম হেলথ কেয়ার, প্রসাধনী সামগ্রী, সুগন্ধি, ভিটামিন, হেলথ এন্ড বিউটি কেয়ার
- ফটোকপি ৫ সেন্ট, ■ ফ্যাক্স সার্ভিস ■ ৯৯ সেন্ট এ উপহার কার্ড ■ ফিল্ম প্রসেসিং

আমরা মেডিকেইড, মেডিকেয়ার পার্ট ডি, থার্ড পার্টি ইন্স্যুরেন্স অধিকাংশ ইউনিয়ন প্ল্যান ও ওয়ার্কার কমপেনসেশন গ্রহন করে থাকি।

আমাদের অন্য কোন শাখা নেই আমরা অন্য ফার্মেসী থেকে আপনার সকল প্রেসকিপশন সংগ্রহ করে থাকি।

PARKCHESTER FAMILY PHARMACY (347) 851-2688

১৪৪৫ ইউনিয়ন পোর্ট রোড ব্রঙ্কস, নিউইয়র্ক - ১০৪৬২

‘আ.লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা’

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগ ফেরা নিয়ে প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা বলে মন্তব্য করেছেন জামায়াতে ইসলামীর ঢাকা মহানগরী দক্ষিণের সেক্রেটারি ড. শফিকুল ইসলাম মাসুদ। তিনি বলেছেন, ‘আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, কার্যক্রম স্থগিত করা হয়েছে; যেকোনো সময় আওয়ামী লীগের কার্যক্রম সচল হতে পারে’—প্রধান উপদেষ্টার এমন বক্তব্য গণমাধ্যমে এসেছে। ওই বক্তব্য পুরো জাতির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার শামিল।’

মঙ্গলবার রাজধানীর যাত্রাবাড়ীতে জামায়াতের ঢাকা মহানগরী দক্ষিণ আয়োজিত এক ছাত্র প্রতিনিধি সমাবেশে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

মাসুদ বলেন, সরকার আওয়ামী লীগকে নিষিদ্ধ না করলেও এ দেশের জনগণ ৫ আগস্ট আওয়ামী লীগকে গণহত্যাকারী দল হিসেবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। পৃথিবীর কোথাও গণহত্যাকারী দল জনগণের সামনে দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে পারেনি। আওয়ামী লীগও ফিরে আসতে পারবে না। যারা আওয়ামী লীগকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করবে, জনগণ তাদের প্রতিহত করবে। জনগণের বুকে গুলি চালানো গণহত্যাকারী দল রাজনীতি করার অধিকার হারিয়েছে।

জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্য মাসুদ আরও বলেন, যে আওয়ামী লীগ জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতার বুকে গুলি চালিয়ে দুই হাজারের অধিক শহীদ ও ৫০ হাজারে অধিক মানুষকে আহত-পঙ্গু করেছে, বিগত ১৫ বছর দেশের জনগণের ওপর জুলুম-নির্যাতন চালিয়েছে, অসংখ্য মানুষকে খুন-গুম করেছে, মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছে, সেই আওয়ামী লীগকে কোনোভাবেই রাজনৈতিক দল বলা যায় না। আওয়ামী লীগকে গণহত্যাকারী দল বলতে হবে।

সমাবেশে ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি জেনারেল নুরুল ইসলাম সান্দাম ছাত্র উপদেষ্টাদের সমালোচনা করে বলেন, ‘তারা কোন যোগ্যতাবলে উপদেষ্টা হয়েছে, যারা উপদেষ্টা হয়ে জুলাই যোদ্ধাদের পাশে দাঁড়াতে পারেনি। তারা উপদেষ্টা পদে থাকার নৈতিকতা হারিয়েছে। উপদেষ্টা পদে বসে বিলাসী জীবন যাপনের জন্য বিপ্লব হয়নি।’

জামায়াতের নারী কর্মীদের মোকাবিলায় মাঠে নামছে বিএনপি

ঢাকা ডেস্ক

আগামী জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে জামায়াত সারা দেশে নিজেদের মহিলা বিভাগের কর্মীদের মাঠে নামিয়েছে। তাঁরা নারী ভোটারদের বিভিন্নভাবে প্রভাবিত করছে বলে বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের কাছে তথ্য আছে।

জামায়াতের এ কৌশল মোকাবিলায় নারী ভোটারদের লক্ষ্য করে বিএনপিও নারী সম্পৃক্ত কর্মসূচি নিচ্ছে। দলটির দায়িত্বশীল একাধিক সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে।

তবে সরাসরি নয়, বিএনপির এ কর্মসূচি ‘নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম’ দিয়ে শুরু হবে। ২০১৯ সালের আগস্টে আত্মপ্রকাশ করা এই ফোরামের আহ্বায়ক বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সেলিমা রহমান ও সদস্যসচিব ঢাকা জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক নিপুণ রায় চৌধুরী।

এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, বিএনপির ভাবনাগুলো নারী ভোটারদের সামনে তুলে ধরা। তাঁদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে আমরা কথা বলব। নারী ভোটারদের সচেতন করব। এগুলো হচ্ছে আমাদের মূল উদ্যোগ।

ফোরামের দায়িত্বশীল নেতারা প্রথম আলোকে জানিয়েছেন, এটি হবে মূলত ঘরোয়া কর্মসূচি। বিএনপি–সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের সম্পৃক্ত করে এ কর্মসূচি পরিচালনা করা হবে। অর্থাৎ সারা দেশের ইউনিয়ন, পৌরসভা ও উপজেলা পরিষদে বিএনপি–সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের একত্র করে নির্বাচনকেন্দ্রিক কিছু দলীয় নির্দেশনা দেওয়া হবে। কর্মসূচিতে আগামী দিনে বিএনপির ভাবনা, নারীর অধিকার, সুরক্ষা ও ক্ষমতায়ন, বিশেষ করে নারী ভোটারদের সচেতন করার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট বক্তব্য থাকবে।

ফোরামের নেতারা জানিয়েছেন, ১৪ অক্টোবর খুলনা বিভাগ দিয়ে কর্মসূচি শুরু হবে। পরপর তিন দিন খুলনা অঞ্চলের জেলাগুলোয় কর্মসূচি পালন করা হবে।


সেলিমা রহমান


নিপুণ রায়

এরপর পর্যায়ক্রমে অন্যান্য বিভাগে কর্মসূচি নেওয়া হবে।

আমরা আমাদের (ফোরাম) ওয়েতে (পদ্ধতিতে) কাজ করছি। আমাদের মূল মেসেজটা হচ্ছে, বাংলাদেশের যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি, যে নৈতিক অবক্ষয়, সেখান থেকে বের হয়ে একটি সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ চাইলে আমাদের সবাইকে সচেতন হতে হবে। বিশেষভাবে নির্বাচনে।

সেলিমা রহমান, আহ্বায়ক, নারী ও শিশু অধিকার ফোরাম

সংগঠনের তথ্য অনুযায়ী, ১৪ অক্টোবর খুলনা জেলা ও মহানগরের পাশাপাশি বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা জেলার বিএনপি–সমর্থিত সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হবে। পরদিন ১৫ অক্টোবর বৃহত্তর যশোর, মাগুরা, ঝিনাইদহ ও নড়াইল জেলার সাবেক ও বর্তমান জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মসূচি হবে।

১৬ অক্টোবর কুষ্টিয়া, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা জেলার জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে আলোচনা ও মতবিনিময় হবে। এসব কর্মসূচিতে সংশ্লিষ্ট জেলার বিএনপির সভাপতি বা আহ্বায়ক, সাধারণ সম্পাদক বা সদস্যসচিবদের যুক্ত করা হবে। কর্মসূচির নেতৃত্বে থাকবেন ফোরামের আহ্বায়ক সেলিমা রহমান ও সদস্যসচিব নিপুণ রায় চৌধুরী।

নিপুণ রায় চৌধুরী প্রথম আলোকে বলেন, ‘এ কর্মসূচির লক্ষ্য হচ্ছে, বিএনপির ভাবনাগুলো নারী ভোটারদের সামনে তুলে ধরা। তাঁদের অধিকার ও সুরক্ষার বিষয়ে আমরা কথা বলব। নারী ভোটারদের সচেতন করব। এগুলো হচ্ছে আমাদের মূল উদ্যোগ।’

Tax & Immigration Services



Tax
Immigration
Real Estate
Mortgage
Notary

MOHAMMED PIER
Lic. Realestate Asso, Broker
EA, IRS, RTRP & notary Public
Cell: 917-678-8532

INCOME TAX
Income Tax Serice & Direct Deposit
quick Refund & Electronic Filling

IMMIGRATION SERVICES
Citizenship & Family Application
Affidavit of Support & all forms available

IRS e-file

REAL ESTATE
For Buying & Selling houses
mortgage services

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES

37-18, 73 Street, Suite# 202, Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-533-6581 Cell: 917-678-8532 Fax: 718-533-6583
Email: piertax@gmail.com

জান্নাত ফার্মেসি
(জ্যাকসন হাইটসে সম্পূর্ন বাংলাদেশী মালিকাধীন প্রতিষ্ঠান)
GRAND RE-OPENING SALES



আপনার সেবায় আমরা নিয়োজিত
Now We Accept EBT, FOOD STAMP & OTC CARD
Bill Pay & Flexiload
Sim Activation
বাংলাদেশের ফোনে ফ্লেক্সিলোড

72-03 35th Ave, (Corner of 72nd St.) Jackson Heights, NY 11372
Tel: 718-732-4288, 718-835-2041, Fax: 718-732-4287,
Email: jannatpharmacy@gmail.com

ঔষধ সেবনের নির্দেশনা বাংলায় দেই
Free Delivery!
10% SENIOR DISCOUNT
Halal Vitamin & Supplements
5¢ Copy & $1 Fax
Phone Cards & Flexiload
Huge 99¢ Sections
Open: Monday – Saturday
10:00 am to 8:00 pm

উডসাইডে আপনাদের পাশে
Bismillah Pharmacy
6409 Broadway woodside
NY 11377
Phone 718-685-2017

জামাইকার সাটফিন ব্লুবার্ডে বাংলাদেশীদের সেবায় নিয়োজিত
আস্-সালাম ফার্মেসি



(সাটফিন ব্লুবাড, এফ ট্রেনের সাবওয়ে এবং তাজমহল রেস্টুরেন্টের নিকটে)
১৪৭-২৬, হিলসাইড এভিনিউ,
জামাইকা, নিউইয়র্ক ১১৪৩৫



ফোন: ৭১৮-২৯১-০৭১৭

Akash Medical Care
আকাশ মেডিক্যাল কেয়ার



Akash Ferdaus MD
Internal & Geriatric Medicine

হার্টের ডাক্তার
Sudhesh Srivastava MD
Cardiologist

পায়ের ডাক্তার
Dr. M Nayeem
Podiatric Surgeon

Complete Physical & Follow up
DMV/TLC, School Physical
Flu Shots, Hajj & Umrah Vaccine
Blood, Urine Test, EKG
Immigration Physical
Podiatric Surgery
COVID Test & COVID Vaccine
All Types of Vaccine

FOR APPOINTMENT
718-431-0009
Hours:
Mon-Sat 10 AM to 8 PM

79 Church Avenue, Brooklyn, NY 11218



সভাপতি
জাহিদ মিন্টু

সাধারণ সম্পাদ
মাইন উদ্দিন পিন্টু

বৃহত্তর নোয়াখালী সোসাইটির নির্বাচনে মিন্টু-পিন্টু পরিষদ নির্বাচিত

নিউইয়র্ক প্রতিনিধি

যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম বৃহৎ সামাজিক সংগঠন 'দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক'-এর নির্বাচনে কোনো প্রতিদ্বন্দ্বিতা না থাকায় জাহিদ মিন্টু–মাইনউদ্দিন পিন্টুর নেতৃত্বাধীন পূর্ণাঙ্গ প্যানেল বিনা ভোটেই নির্বাচিত হয়েছে।

শুক্রবার সন্ধ্যায় প্রধান নির্বাচন কমিশনার সোহেল হেলাল আনুষ্ঠানিকভাবে মিন্টু–পিন্টু পরিষদকে বিজয়ী ঘোষণা করেন। এ সময় নির্বাচন কমিশনের সদস্য, প্রার্থী ও সংগঠনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

আগামী চার বছরের (২০২৬–২০৩০) জন্য নির্বাচিত কমিটির সভাপতি হয়েছেন জাহিদ মিন্টু এবং সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন এ এস এম মাইনউদ্দিন পিন্টু। সহ-সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছেন তাজু মিয়া ও এনামুল হক রুমি।

অন্যান্য নির্বাচিতরা হলেন: সহ-সাধারণ সম্পাদক ছালেহ আহমেদ চৌধুরী রুবেল, কোষাধ্যক্ষ নজরুল ইসলাম ,সহ-কোষাধ্যক্ষ জামাল উদ্দিন, সাংগঠনিক সম্পাদক নুরুল ইসলাম বাবু, প্রচার সম্পাদক: মাহমুদুল হাসান (রুদ্র মাসুদ), ধর্ম ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক মুহাম্মদ মনজুর করিম, ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক মোহাম্মদ আব্দুর রহিম, দপ্তর সম্পাদক মোহাম্মদ রেজাউল হক, কার্যনির্বাহী সদস্য আনোয়ারুল আজিম, হাসানুজ্জামান, এ এস এম মাইনউদ্দিন, মাহমুদুল হক ও ইকবাল হোসেন।

ফলাফল ঘোষণার পর নবনির্বাচিত সভাপতি জাহিদ মিন্টু ও সাধারণ সম্পাদক মাইনউদ্দিন পিন্টু সংগঠনের সবার সহযোগিতা কামনা করেন।

সিলেট এম.সি. ও গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালামনাই ইউএসএ'র দোয়া মাহফিল

ডেস্ক রিপোর্ট

সিলেট এম.সি. ও গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যালামনাই এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইনকর্পোরেটেড-এর উদ্যোগে সোমবার, ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বাদ মাগরিব এক ভার্চুয়াল দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়। এ আয়োজনে সদস্যরা একত্রিত হয়ে তাদের প্রিয়জনদের স্মরণ করেন এবং আত্মার মাগফিরাত কামনায় আন্তরিক প্রার্থনায় অংশ নেন।

দোয়া মাহফিলে বিশেষভাবে স্মরণ করা হয় সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য হাসান চৌধুরী মাসুম এবং সম্মানিত অ্যালামনাই সদস্য আব্দুর রহিম বাদশার মা রাবেয়া খানম আলীকে। তাদের রূহের মাগফিরাত ও শান্তি কামনা করে দোয়া পরিচালনা করেন নিউইয়র্কের বাংলাবাজার জামে মসজিদের ইমাম এবং সংগঠনের আজীবন সদস্য হযরত মাওলানা আবুল কাসেম এহিয়া।

সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সহ-সভাপতি সাখাওয়াত আলী। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সাধারণ সম্পাদক মোঃ রেজাউল করিম রেজু। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের অনেক সদস্য, যাদের মধ্যে ছিলেন—ময়নুল হক চৌধুরী হেলাল, মাহফুজুল বারী চৌধুরী, এম এ সালাম, দেওয়ান সাহেদ চৌধুরী, কাজী ওদুদ আহমেদ, আমিনুল হক চুন্নু, ট্রাস্টি আলতাফ হোসেন চৌধুরী ইসবা, আকমল হোসেন খান, মুনিরা বজলু, ট্রাস্টি বেলাল উদ্দিন, মোতাহির হোসেন, সিরাজ আহমদ শোহাগ, গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী, মুর্শেদ ভাই, শাহানারা আলী, মতিউর রব, আব্দুল্লাহ সিকদার, সালেহ গনি, রোকশানা উদ্দীন, মামুনুর রশীদ শিপু, সফিক উদ্দীন চৌধুরী (সভাপতি), ফেরদৌস বেগম, ইয়ামিন রশীদ, শাহনেওয়াজ চৌধুরী প্রমুখ।

এছাড়া আরও অনেকে এ আয়োজনে যুক্ত ছিলেন। তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ এবং হৃদয়ের সংযোগই প্রমাণ করে, অ্যালামনাই পরিবার কেবল একটি সংগঠন নয়—বরং এটি পারস্পরিক ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও স্মৃতির এক দৃঢ় বন্ধনে গড়া সম্প্রদায়।

অনুষ্ঠানের শেষে সম্মিলিতভাবে দোয়া করা হয়, যেন আল্লাহ তায়ালা প্রিয় মাসুম ভাই, রাবেয়া খানম আলীসহ সকল প্রয়াত অ্যালামনাই সদস্যদের জান্নাতুল ফেরদৌস দান করেন।

আ.লীগকে নিষিদ্ধ ছাড়া কোনো বিকল্প নেই: সারজিস

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগ দল আইনগত প্রক্রিয়ায় নিষিদ্ধ হবে এবং করতে হবে, এটা ছাড়া অন্য কোনো বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) উত্তরাঞ্চলের মুখ্য সংগঠক সারজিস আলম। আজ বুধবার পঞ্চগড়ের আটোয়ারী উপজেলার মালিগাঁও তেঁতুলতলা দুর্গাপূজার মণ্ডপ পরিদর্শনকালে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

সারজিস আলম বলেন, আইনগতভাবে সব যোগ্যতা পূরণ করেও শাপলা প্রতীক থেকে বঞ্চিত হওয়াটা অন্যায় ও বৈষম্যমূলক। তিনি অভিযোগ করে বলেন, নির্বাচন কমিশন যদি চাপ কিংবা ভয়ের কারণে স্বেচ্ছাচারিতার পথে হাঁটে, তাহলে এনসিপি তাদের প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করবে।

এনসিপির উত্তরাঞ্চলের এ নেতা বলেন, 'আমরা শুরু থেকে স্পষ্ট করেছি—শাপলা প্রতীক পেতে আমাদের কোনো আইনগত বাধা ছিল না। আমরা শাপলা প্রতীকটা চেয়েছি। এখন আমাদের যেটা মনে হচ্ছে, নির্বাচন কমিশন কোনো একটা কিছুর ভয়ে কিংবা চাপে তারা এই স্বেচ্ছাচারিতা ও বৈষম্যমূলক আচরণটা করছে যে—তারা আমাদের শাপলা প্রতীকটা দেবে না।'

ফোবানার নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা

নিজস্ব প্রতিবেদক

ফেডারেশন অব বাংলাদেশি অ্যাসোসিয়েশনস ইন নর্থ আমেরিকার (ফোবানা) নবনির্বাচিত কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) মন্ট্রিয়ল থেকে অনলাইনে জুম প্ল্যাটফর্মে এই সভা হয়। এতে সদস্যরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়ে আগামী দিনে ফোবানার কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নেওয়ার অঙ্গীকার করেন।

সভায় সভাপতিত্ব করেন নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান জাহিদ হোসেন পিন্টু এবং পরিচালনা করেন এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নেহাল রহিম। জাহিদ হোসেন জানান, খুব শিগগিরই সাবকমিটি গঠন করে কার্যক্রম শুরু করা হবে। এক্সিকিউটিভ সেক্রেটারি নেহাল রহিম নবনির্বাচিত সদস্যদের সক্রিয়ভাবে ফোবানার কর্মকাণ্ডে যুক্ত হওয়ার আহ্বান জানান।

সভায় ৪০তম ফোবানা সম্মেলনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়। আয়োজক কমিটির পক্ষে আনোয়ার হোসেন সেন্টু ও নাজিমুল উল্লাহ লিটন সম্মেলনের বিস্তারিত পরিকল্পনা তুলে ধরেন। আগামী ৪, ৫ ও ৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬ লেবার ডে উইকেন্ডে যুক্তরাষ্ট্রের ফ্লোরিডা অঙ্গরাজ্যের অরল্যান্ডো শহরে এ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এর আয়োজক বাংলাদেশ সমিতি অব সেন্ট্রাল ফ্লোরিডা।

সভায় উপস্থিত ২৭ জন কার্যকরী সদস্য নির্ধারিত এজেন্ডা নিয়ে আলোচনা করেন এবং ফোবানার ভবিষ্যৎ কার্যক্রম সফল করতে মতামত প্রদান করেন।



জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে ছাত্রলীগ নেতাকে মারধর, বিএনপির কর্মী গ্রেপ্তার

উত্তর আমেরিকা অফিস

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের সামনে নিষিদ্ধ ছাত্রলীগের এক নেতাকে মারধরের ঘটনায় রিয়াজ রহমান হোসাইন নামে বিএনপির এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্ট (এনওয়াইপিডি)। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) স্থানীয় সময় দুপুর আড়াইটার দিকে এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, মারধরের শিকার ছাত্রলীগ নেতার নাম হৃদয় মিয়া। তিনি ছাত্রলীগের যুক্তরাষ্ট্র শাখার সভাপতি পদপ্রার্থী।

হৃদয় মিয়াকে শারীরিক আঘাতের কারণে রিয়াজকে গ্রেপ্তার করে হাতকড়া পরিয়ে কারাগারে নিয়ে যায় পুলিশ। একইসঙ্গে হৃদয়কে ম্যানহাটানের একটি হাসপাতালে ভর্তি করেছে এনওয়াইপিডি।

হাসপাতাল থেকে ছাত্রলীগ নেতা হৃদয় মিয়া বলেন, 'আমাদের বিক্ষোভ শেষে বাসায় যাওয়ার জন্য হাঁটছিলাম, এমন সময় এক যুবক এসে আমাকে এবং আওয়ামী লীগকে গালাগালি করে। আমি বললাম, আমি আপনাকে চিনি না জানি না, আমাকে কেন গালিগালাজ করছেন? এ কথা বলতেই অতর্কিতে আমাকে মাথা, ঘাড় ও মুখে ঘুষি মারে।'

তিনি বলেন, 'আমি মাটিতে পড়ে গেলে পাশে থাকা পুলিশ এসে আমাদের দুজনকেই ধরে। পরে অন্য আরেকজন পুলিশ এসে বলে, রিয়াজ প্রথম আঘাত করেছে। পরে পুলিশ আমাকে ছেড়ে দিয়ে তাদের গাড়িতে করে হাসপাতালে দিয়ে যায়।'

এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র বিএনপির জ্যেষ্ঠ সহসভাপতি ও কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সদস্য গিয়াস আহমেদ বলেন, 'রিয়াজ আমাদের একজন কর্মী। আমি থানায় গিয়েছিলাম। কথা বলেছি, আশা করছি খুব দ্রুত সে ছাড়া পেয়ে যাবে।'

তিনি বলেন, 'ওই ছাত্রলীগ নেতা এয়ারপোর্টে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে অকথ্য ভাষায় গালাগালি করেছে। সেই ক্ষোভ থেকে রিয়াজ তাকে মেরে দুটি দাঁত ভেঙে দিয়েছে। ছাত্রলীগ কর্মীরা আমাদের অনুষ্ঠান ভন্ডুল করতে এসেছিল। এ জন্য সে বেধড়ক মার খেয়েছে।'

জব জব জব

আপনি কি আমেরিকাতে একটি সরকারী জব খুজছেন? আপনার কি হাইস্কুল ডিপ্লোমা, ব্যাচেলর অথবা মাষ্টার ডিগ্রী আছে? বাংলাদেশ অথবা ইউএস থেকে যদি থাকে তাহলে আর দেরী না করে আমাদের টিমে যোগ দিন এবং আপনার পছন্দমত ফিল্ডে একটি প্রফেশনাল জবের জন্য চেষ্টা করুন।

সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় (সিটি, স্টেট এবং ফেডারেল জবের) আপনাদের সর্বোচ্চ স্কোর পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টা থাকে এবং সেভাবেই আমরা প্রার্থীকে প্রস্তুত করে নেই। (ম্যাথ, ইংরেজী এবং অন্যান্য ট্রিকি প্রশ্নাবলী সমৃদ্ধ আমাদের নিজস্ব প্রিপারেশন গাইড ব্যাংক)। আমেরিকার অন্য স্টেট থেকেও আমাদের টিমে যোগ দিতে পারেন।

তাছাড়া প্রফেশনাল রিজুমি, কভার লেটার এবং ফেইস টু ফেইস ইন্টারভিউ-এর জন্য তৈরী করা হয়। যাদের একাউন্টিং বেকগ্রাউন্ড তাদেরকে কুইকবুক, পিচট্রি, পেরুল ও একাউন্টিং-এর টিউটরিংসহ সবাইকে কম্পিউটার বেসিক শিখানো হয়।

আগ্রহী প্রার্থীরা আজই যোগাযোগ করুন - ৭১৮-৫৩০-২৬০৫
email: roudro123@yahoo.com

এম এ জামান (বর্তমানে নিউইয়র্ক স্ট্যাট গভ-এ কর্মরত)
সাকসেস মাল্টিপারপাস এ্যান্ড ক্যারিয়ার কনসালটিং ফার্ম (প্রতিষ্ঠাতা)
সার্টিফাইড বিজনেস ক্যারিয়ার স্কুল টিচার, দ্যা স্টেট ইউনিভার্সিটি অফ নিউইয়র্ক (জব ডেভলপার)
প্রাক্তন সাবস্টিটিউট টিচার, নিউ ইয়র্ক সিটি ডিপার্টমেন্ট অফ এডুকেশন এবং
লেকচারার ইন একাউন্টিং, এম এল আই, নিউ ইয়র্ক, কুইন্স

MITU DISABILITY CENTER
MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
MITU HOME CARE LLC.



RONJAN
(Disability Consultant)
646-730-8416

আপনি যদি অসুস্থ হন তাহলে প্রতি মাসে ৫০০-২৫০০ ডলার পেতে পারেন



JABBAR SHARIFF
Attorney & Counselor at Law

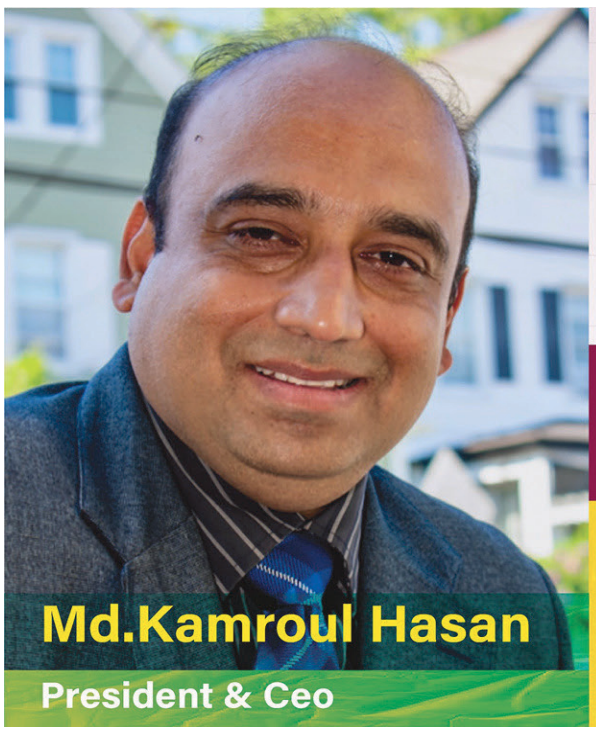
MITU DISABILITY CENTER
• স্টেট ডিসএ্যাবিলিটি (TANF)
• ফেডারেল ডিসএ্যাবিলিটি (SSI, SSDI)
• এখানে ডাক্তার দ্বারা ফিজিক্যাল থেরাপী দেওয়া হয়।
• ইমিগ্রেশনের বিষয়ে সাহায্য করা হয়।

MITU PHYSICAL THERAPY P.C.
আমরা যেকোন ধরনের ব্যাথা / জয়েন্ট পেইনের জন্য থেরাপী দিয়ে থাকি। ঘাড়ের ব্যাথা, পিঠের ব্যাথা, হার্টের ব্যাথা, গোড়ালীর ব্যাথা, নার্ভের ব্যাথা, অবস হওয়া, ঝিনঝিন করা, মাথা ধরা এবং সাইয়া টিকার ব্যাথা নিরাময়ের চিকিৎসা দিয়ে থাকি।
Nagah A. Alaidy
(ফিজিক্যাল থেরাপিষ্ট)

পরীক্ষা ছাড়াই আমেরিকার সিটিজেনশীপ
N-648 WAIVER

MITU HOME CARE LLC.
আপনি প্রতি সপ্তাহে আয় করুন
আপনার মা-বাবা, শ্বশুর-শাশুড়ী, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব অথবা যেকোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন। আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।

3747, 73rd Street, Suite # 215
Jackson Heights, NY 11372
(Kings Plaza)
Phone: 718-701-2666, 646-730-8416, Fax: 718-225-1025
Email: bonijronjan@yahoo.com



Md.Kamroul Hasan
President & Ceo

YOURHOMESOLD GUARANTEED REALTY
Our Name is Our Promise

YOUR HOME SOLD GUARANTEED OR WELL BUY IT

আমরা বাড়ি বেচা কেনা, ট্যাক্সি লিজিং এবং টিএলসি ইনস্যুরেন্স করে থাকি।

HASAN TAXI SERVICES INC

HASAN BROKERAGE INC.
TLC সহ সকল প্রকার ইনস্যুরেন্স করা হয়



PHONE: 718-612-8825
EMAIL:hasanbrokerage@gmail.com
ADDRESS: 2115 Starling Leasing,
2nd Floor, Bronx, NY 10462

নিউইয়র্কে বাংলাদেশি পুলিশ কর্মকর্তা হত্যাকারীর মস্তিষ্কে জটিল রোগের প্রমাণ

উত্তর আমেরিকা অফিস



নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এনওয়াইপিডি কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামসহ চারজনকে হত্যাকারী শেন ট্যামুরার মস্তিষ্কে জটিল স্নায়ুবিক রোগ ক্রনিক ট্রম্যাটিক এনসেফেলোপ্যাথি (সিটিই) শনাক্ত হয়েছে। শুক্রবার নিউইয়র্ক সিটি অফিস অব দ্য চিফ মেডিক্যাল এক্সামিনার এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

গত ২৮ জুলাই সকালে ট্যামুরা ম্যানহাটনের একটি বহুতল ভবনে ঢুকে এলোপাতাড়ি গুলি চালান। এতে দিদারুল ইসলাম, নিরাপত্তারক্ষী অ্যালান্ড এটিয়েন এবং দুই নারী—জুলিয়া হাইমেন ও রুডিন ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। পরে ট্যামুরা নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করেন।

ঘটনার দিন ট্যামুরার পকেট থেকে তিন পৃষ্ঠার একটি চিরকুট উদ্ধার করে পুলিশ। এতে তিনি লেখেন, দীর্ঘদিন ধরে তিনি মারাত্মক মস্তিষ্কের আঘাতের শিকার এবং এর জন্য তিনি ন্যাশনাল ফুটবল লিগ (এনএফএল)-কে দায়ী করেন। ট্যামুরার অভিযোগ ছিল, খেলোয়াড়দের মস্তিষ্কে গুরুতর ক্ষতি হলেও এনএফএল তা গোপন করেছে এবং মুনাফা অর্জনের জন্য সবকিছু আড়াল করেছে।

চিরকুটে ট্যামুরা আরও লেখেন, "আমার মস্তিষ্ক সম্পর্কে জানার চেষ্টা করো। আমি দুঃখিত।" তার এই চিঠিই ময়নাতদন্তকারীদের মস্তিষ্কের টিস্যু পরীক্ষা করার প্রাথমিক সূত্র হয়ে ওঠে।

পরীক্ষায় দেখা যায়, ট্যামুরার মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের টিস্যুতে সিটিইর স্পষ্ট চিহ্ন রয়েছে। সাধারণত দীর্ঘমেয়াদী ও বারবার মাথায় আঘাত পেলে এই রোগ দেখা দেয়, যা স্মৃতিভ্রংশ, বিভ্রান্তি, মানসিক অবসাদ ও আচরণগত অস্বাভাবিকতার কারণ হতে পারে। চিকিৎসকদের মতে, এ ধরনের রোগ অচিকিৎসিত অবস্থায় বিপজ্জনক আচরণে রূপ নিতে পারে।

তদন্ত কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, ট্যামুরার মূল লক্ষ্য ছিল এনএফএলের সদরদপ্তর। তবে তিনি ভুল লিফটে উঠে পাশের ভবনে প্রবেশ করেন এবং সেখানে এলোপাতাড়ি গুলি চালান। এ ভুলই চারজন নিরপরাধ মানুষের জীবন কেড়ে নেয়।

নিহত দিদারুল ইসলাম দীর্ঘদিন ধরে নিউইয়র্ক পুলিশ বিভাগে কর্মরত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী বাংলাদেশিদের মধ্যে তিনি একজন সৎ, সাহসী ও নিবেদিতপ্রাণ কর্মকর্তা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার অকাল মৃত্যু বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া ফেলেছে। পরিবার ও সহকর্মীদের পাশাপাশি দেশেও তার মৃত্যুর খবর গভীর শোক ও ক্ষোভ সৃষ্টি করেছে।

এ ঘটনার পর যুক্তরাষ্ট্রে আবারও আলোচনায় এসেছে এনএফএল খেলোয়াড়দের স্বাস্থ্যঝুঁকি এবং দীর্ঘমেয়াদী মস্তিষ্কের ক্ষতির বিষয়টি। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিটিই নিয়ে আরও গবেষণা এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। অন্যদিকে অনেকে মনে করছেন, ট্যামুরার মতো মানসিক অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের পর্যাপ্ত চিকিৎসা ও তত্ত্বাবধান না থাকায় সমাজকে এমন ভয়াবহ ট্র্যাজেডির মুখোমুখি হতে হচ্ছে।

এলোপাতাড়ি গুলি ও চারজনের প্রাণহানির এই ঘটনা নিউইয়র্কবাসীর মনে এখনও আতঙ্কের ছায়া ফেলছে। একই সঙ্গে এটি মস্তিষ্কজনিত রোগ ও সামাজিক দায়বদ্ধতার ওপর নতুন প্রশ্ন উত্থাপন করছে।

নিউইয়র্কে 'রিবেট চেক' কর্মসূচি ঘোষণা, স্বেচ্ছামৃত্যু আইন নিয়ে সমালোচনা

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল তার সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং বিতর্কিত আইন নিয়ে নিজের অবস্থান প্রকাশ করেছেন। শুক্রবার অ্যালবানিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি ঘোষণা করেছেন, রাজ্যের বাজেট অনুযায়ী মোট দুই বিলিয়ন ডলার মূল্যের ইনফ্লেশন রিফান্ড চেক প্রায় ৮.২ মিলিয়ন পরিবারে বিতরণ করা হবে। যৌথ আয়ের ভিত্তিতে আয় কম বেশি অনুযায়ী চেকের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়েছে।

হোকুল জানিয়েছেন, যারা গত বছর কর ফাইল করতে পারেননি তারাও ব্যাকফাইলের মাধ্যমে সুবিধা নিতে পারবেন। তিনি বলেন, এটি জনগণের টাকা ফেরত দেওয়া হচ্ছে এবং তার প্রশাসন মধ্যবিত্তের জন্য কর হ্রাস, শিশু কর ক্রেডিট বৃদ্ধি এবং বিনামূল্যে স্কুল খাবারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করছে।

সংবাদ সম্মেলনে হোকুলকে প্রশ্ন করা হয় মেডিক্যাল এইড ইন ডায়িং অ্যাক্ট নিয়ে, যা মরণব্যাধিতে আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসকের সহায়তায় স্বেচ্ছামৃত্যু গ্রহণের সুযোগ দেয়। অনেকের ধারণা হোচুলের ক্যাথলিক ধর্মবিশ্বাস তার সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে।

তবে তিনি স্পষ্ট করেছেন, ব্যক্তিগত বিশ্বাস আলাদা রেখে তিনি দুই কোটি নিউইয়র্কবাসীর জন্য সিদ্ধান্ত নেবেন এবং নৈতিক মূল্যবোধ সবসময় সঙ্গে থাকবে। বিলের পক্ষের সমর্থকরা জরিপ ও রোগীদের দাবির কথা তুলে হোকুলকে সমর্থন জানাচ্ছেন। অন্যদিকে ক্যাথলিক কনফারেন্স এবং ডিজএবিলিটি অধিকার কেন্দ্র ভেটোর আহ্বান জানিয়েছে।

হোকুল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রসঙ্গও উত্থাপন করেছেন। যেখানে সাবেক এফবিআই পরিচালক জেমস কোমির বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র এবং অন্য রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সম্ভাব্য লক্ষ্য সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, দায়িত্ব পালনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হলে তা দেশের জন্য নতুন নিম্নস্তর, এবং কোমি হোক বা নিউইয়র্কের অ্যাটর্নি জেনারেল টিশ জেমস, আমাদের ভাবতে হবে দেশের সীমারেখা ও সহ্য ক্ষমতা কতটুকু।

নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচন ডেমোক্রেটিক পার্টির 'গৃহযুদ্ধ'কেই প্রকাশ করছে

বিশেষ প্রতিনিধি



সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুমো নিউইয়র্ক সিটির মেয়র নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী জোহরান মামদানির প্রার্থিতাকে "অগ্রহণযোগ্য" বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং প্রতিযোগিতাকে ডেমোক্রেটিক পার্টির "আত্মার জন্য যুদ্ধ" হিসেবে বর্ণনা করেছেন।

"এটি ডেমোক্রেটিক পার্টির ভেতরে এক ধরনের গৃহযুদ্ধ, যেখানে চরম বামপন্থীরা পার্টিকে টানছে আর মধ্যপন্থীরা ভয়ে আছে," ২৫ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার ব্লুমবার্গ টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেন কুমো। "ডেমোক্রেটিক পার্টি ব্যবসাবিরোধী নয়, পুলিশবিরোধী নয়। এটাই আমরা।"

৬৭ বছর বয়সী কুমো স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লড়ছেন এবং চার প্রার্থীর দৌড়ে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী মামদানির পিছনে দ্বিতীয় স্থানে আছেন। এ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আরও রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া এবং বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস।

কোভিড-১৯ মহামারির সময় নিউইয়র্ককে নেতৃত্ব দেওয়া সাবেক গভর্নর কুমো ৩৩ বছর বয়সী কুইন্সের অ্যাসেম্বলিম্যান মামদানিকে অনভিজ্ঞ বলে সমালোচনা করেছেন। "তাকে ৩ লাখ কর্মী, ১১৫ বিলিয়ন ডলারের বাজেট পরিচালনা করতে হবে। যেকোনো সকালে ঘুম থেকে উঠে আপনি সন্ত্রাসী হামলার মুখোমুখি হতে পারেন, আবার নতুন করে কোভিডের মতো পরিস্থিতি হতে পারে," কুমো বলেন। "এটা সরকার এবং জনসেবাকে এমনভাবে তুচ্ছ করে, যা আমি ঘৃণ্য বলে মনে করি এবং আমি এটিকে ঠেকাতে যা করার তাই করব।"

সাফোক ইউনিভার্সিটি সিটি ভিউ পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাটিক সমাজতান্ত্রিক মামদানি কুমোর চেয়ে ২০ শতাংশ পয়েন্টে এগিয়ে আছেন। প্রাইমারিতে কুমো মামদানির কাছে ১২ পয়েন্টেরও বেশি ব্যবধানে হেরেছিলেন। এর পর থেকে কুমো তার কৌশল পাল্টে দিয়েছেন—তিনি গণমাধ্যমে নিজেকে আরও উন্মুক্ত করেছেন এবং নিউইয়র্ক সিটি জুড়ে প্রচারণার কার্যক্রম বাড়িয়েছেন নিজের দৃশ্যমানতা উন্নত করার লক্ষ্যে।

বৃহস্পতিবারের সাক্ষাৎকারে তিনি জনাকীর্ণ প্রতিযোগিতা নিয়ে উদ্বেগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ভোটাররা শেষ পর্যন্ত দেখবেন এখানে আসলে দুটি কার্যকর প্রার্থী আছে। তিনি আরও অস্বীকার করেন স্লিওয়ার করা সেই অভিযোগ, যেখানে বলা হয়েছিল কুমো তার কাছে মধ্যস্থতাকারী পাঠিয়ে প্রার্থিতা প্রত্যাহার করার জন্য টাকা প্রস্তাব করেছিলেন। "এটা হলে সেটা একটা অপরাধ হতো," স্লিওয়ার অভিযোগের জবাবে বলেন কুমো। তিনি আরও বলেন, স্লিওয়া যেন প্রকাশ্যে সেই ব্যক্তিদের নাম বলেন যারা তাকে টাকা অফার করেছে বলে দাবি করছেন। "সবই বাজে কথা।"

ব্লুমবার্গ নিউজের মূল প্রতিষ্ঠান ব্লুমবার্গ এলপি–এর প্রতিষ্ঠাতা ও সংখ্যাগরিষ্ঠ মালিক সাবেক মেয়র মাইকেল আর. ব্লুমবার্গ প্রাইমারিতে কুমোকে সমর্থন করেছিলেন এবং তার প্রার্থিতাকে সমর্থন করে এমন একটি পিএসি–তেও অর্থ দিয়েছেন।

ফেডারেল শাটডাউনের প্রভাবে অনিশ্চয়তার মুখে নিউইয়র্কে স্বাস্থ্যসেবা

উত্তর আমেরিকা অফিস

ফেডারেল সরকারের সম্ভাব্য শাটডাউনের প্রভাবে নিউইয়র্কের স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থা অনিশ্চয়তার মুখে। লক্ষ লক্ষ নিউইয়র্কবাসী মেডিকেড এবং অ্যাফোর্ডেবল কেয়ার অ্যাক্ট বীমার ওপর নির্ভরশীল। যদিও মেডিকেড বাধ্যতামূলক ব্যয়ের আওতায় থাকায় চলবে বলে আশা করা হচ্ছে।কর্মকর্তারা সতর্ক করেছেন, শাটডাউনের কারণে স্বাস্থ্যসেবা অ্যাক্সেস ও অর্থপ্রদানের ক্ষেত্রে সমস্যা দেখা দিতে পারে।

নিউইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অব হেলথের কমিশনার ড. জেমস ভি. ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, মেডিকেড এবং এসিএ বীমা কার্যক্রম চলবে। আপনার স্বাস্থ্যবীমা স্থগিত হবে না।

তবে স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা বিলম্বিত অর্থপ্রদান এবং কোভিড-১৯ মহামারির সময় চালু বা সম্প্রসারিত গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবাগুলি হারানোর সম্ভাবনা নিয়ে সতর্ক করেছেন। হেলথকেয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব নিউইয়র্কের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্রিস্টিনা ব্যাট বলেন, রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ইতিমধ্যেই ভঙ্গুর। তাই মেডিকেডে কোনো ব্যাঘাত এড়ানো অত্যন্ত জরুরি।

টেলিহেলথ সেবাও এক বড় চ্যালেঞ্জ। মহামারির সময় বিস্তৃত ভার্চুয়াল চিকিৎসার সুবিধা চালু করা হয়েছিল, যা কংগ্রেস পদক্ষেপ না নিলে শেষ হতে পারে। রোগীদের সেবা পৌঁছে দিতে বিকল্প ব্যবস্থা তৈরি করা অপরিহার্য।

ড. ম্যাকডোনাল্ড আরও জানিয়েছেন, স্বাস্থ্য দপ্তর পরিস্থিতি মনিটর করছে এবং সম্ভাব্য প্রভাব মূল্যায়ন করছে। বাসিন্দাদের তথ্য সম্পর্কে সচেতন থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, তবে এখনই কোনো বিশেষ পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন নেই। শাটডাউনের স্থায়িত্ব দীর্ঘ হলে নিউইয়র্কের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা আরও চাপের মুখে পড়তে পারে।

LEGAL NETWORK
INTERNATIONAL, LLC

প্রবাসে বাংলাদেশী কমিউনিটির
সবচেয়ে আলোচিত, পরিচিত এবং
নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ইমিগ্রেশন/ এসাইলাম সেন্টার:
গ্রিন কার্ড ও নাগরিকত্ব



অর্ধ শতাধিক ATTORNEY এবং
CPA দের সমন্বয়ে গড়া

ALL SERVICE PROVIDED BY ATTORNEYS ADMITTED IN STATE & FEDERAL COURT, CPA, P.E ARCHITECT AND LICENSED PROFESSIONALS.

৩৭-৪৮-৭২ স্ট্রিট ২ তালা জ্যাকসন হাইটস নিউ ইয়র্ক ১১৩৭২
ফোন: ৯১৭-৭২২-১৪০৫,৯১৭-৭২২-১৪৮
www.legalnetworkusa.com



নিউইয়র্কের মেয়র পদপ্রার্থীদের আসলে কত সম্পদ আছে?

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কের মেয়র প্রার্থীদের আর্থিক খাতা যেন একেকটি ব্যঙ্গাত্মক উপন্যাস। এখানে যেমন আছে কোটিপতির ট্রাস্ট ফান্ড, তেমনি আছে দেনার পাহাড়। আছে নীল নদের তীরে শৈশবের জমি। আছে ছয়টি বিড়ালের খাবারের রসিদ। শহরের ভাড়া যখন আকাশছোঁয়া, চিকেন-রাইসের প্লেট যখন ষাট শতাংশ বেশি দামে কিনতে হচ্ছে, তখন প্রার্থীরা মুখে বলছেন—"নিউইয়র্ককে সবার জন্য সাশ্রয়ী করব।" কিন্তু তাদের জীবনযাত্রার গল্প বলছে একেবারেই উল্টো কথা।

কুয়োমো যেন অর্থনীতির পাঠ্যবই থেকে উঠে আসা চরিত্র। মিলিয়নের পর মিলিয়ন উপার্জন, মহামারীর স্মৃতিকথার জন্য পাঁচ মিলিয়নের অগ্রিম, সন্তানদের জন্য ট্রাস্ট ফান্ড, কর মিটিয়েও অঢেল অর্থ। তবে বাস্তবতা হলো—নিজস্ব কোনো বাড়ি নেই; ম্যানহাটনে ভাড়াটে, মাসে আট হাজার ডলার দিয়ে থাকেন। অন্যদিকে বই লেখার জন্য সরকারি সম্পদ ব্যবহারের অভিযোগ তার গায়ে ধুলোর মতো লেগেই আছে।

এরিক অ্যাডামসের আর্থিক দৃশ্যপট যেন এক ট্র্যাজিক কৌতুক। দেনা তিন মিলিয়ন ডলারের, তা শোধ হচ্ছে বেতন, পেনশন, রয়্যালটি আর সামান্য ভাড়ার আয়ে। বিটকয়েনও আছে পকেটে, তবে সেই ভার্চুয়াল সোনাও দেনার বোঝা হালকা করতে পারছে না। এক কথায়—প্রার্থী হলেও তিনি দেনার দোকানে আটকে আছেন।

মামদানি আছেন সবচেয়ে নিচে, তবে তার গল্প রোম্যান্টিক। আয়ের বড় উৎস এক লাখ চল্লিশ হাজার ডলারের বেতন। সাথে উগান্ডার চার একর জমি—শৈশবের উপহার, নীল নদের তীরে। সেই জমি যেন তার পরিচয়ের স্মৃতিফলক। অথচ নিউইয়র্কে থাকেন ভাড়ানিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাটে। কুয়োমো এর ফায়দা তুলেছেন—"এত সম্পদ থাকা সত্ত্বেও ভাড়ানিয়ন্ত্রিত ফ্ল্যাট কেন?" মামদানি অবশ্য প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—"শিগগিরই সরে যাব।"

সবচেয়ে ব্যতিক্রমী চরিত্র কার্টিস স্লিওয়া। কোনো সম্পদের হিসাব নেই। আয় নেই, চাকরি নেই। সংসারের বড় খরচ শুধু ছয়টি উদ্ধারকৃত বিড়ালের খাবার ও যত্ন। যেন তিনি মেয়রের দৌড়ে নেমেছেন মানুষের নয়, বিড়ালের মঙ্গল চিন্তা করে। তার স্ত্রী ন্যান্সি হাসতে হাসতে বলেন—"বড় কোনো বিল নেই, শুধু বিড়ালদের খাবারই প্রধান।"

এই আর্থিক কাব্যে একদিকে মিলিয়ন ডলারের বিল, অন্যদিকে দেনার ফাইল, কোথাও নীল নদের জমি, কোথাও আবার বিড়ালের ক্যান। প্রার্থীরা দাবি করছেন শহরকে বাঁচানোর। অথচ নিজেরাই কেউ দেনার স্রোতে ভাসছেন, কেউ ট্রাস্ট ফান্ডে ডুব দিচ্ছেন, কেউ ভাড়া ছাড়ের ফ্ল্যাট আঁকড়ে আছেন, কেউ আবার বিড়ালের ভাতরুটিতেই খুশি।

শেষ পর্যন্ত সবাই যে পুরস্কারের দিকে ছুটছেন তা একটাই—গ্রেসি ম্যানশন।

নিউইয়র্কে বিডার আয়োজনে 'এনআরবি কানেক্ট ডে'

জুলাই বিপ্লবের পর পরিবর্তনকে প্রবাসীদের এগিয়ে নিতে হবে

নিউইয়র্কে প্রধান উপদেষ্টা

উত্তর আমেরিকা অফিস



জুলাই বিপ্লবের পর সৃষ্ট পরিবর্তনকে এগিয়ে নিতে প্রবাসীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস। দেশ পুনর্গঠন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে প্রবাসীদের প্রতি আহ্বানও জানান তিনি।

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) নিউইয়র্কে এনআরবি কানেক্ট ডে' উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি। বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। এতে সঞ্চালনা করেন বিডার নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরী।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এখন দেশের পুনর্গঠনের কাজ চলছে। এ সময় একবছর আগে কী পরিস্থিতিতে সরকার গঠন করতে হয়েছিল, সেই অভিজ্ঞতার কথাও বলেন তিনি।

রেমিট্যান্স প্রবাহে ২১ শতাংশেরও বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জনে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রশংসা করেন প্রধান উপদেষ্টা। পাশাপাশি বিনিয়োগ-বান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সরকারের পদক্ষেপও তুলে ধরেন তিনি।

ড. ইউনূস প্রবাসীদের বাংলাদেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বর্ণনা করে বলেন, জুলাই অভ্যুত্থানের মাধ্যমে শুরু হওয়া পরিবর্তনগুলোর অগ্রগতিতে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

তিনি বলেন, 'আমরা সবসময়ই আপনাদের সম্পৃক্ত করার পরিকল্পনা করেছি এবং আপনারা কীভাবে যুক্ত হতে পারেন তার পথ খুঁজেছি। আপনাদের দেখে আমরা নতুন উদ্দীপনা নিয়ে দেশে ফেরার আত্মবিশ্বাস পাচ্ছি।'

তিনি আরও বলেন, গ্যালারি থেকে কথা বলা খুব সহজ, কিন্তু আমরা চাই আপনারা মাঠে নেমে একসঙ্গে খেলুন।

প্রধান উপদেষ্টা বলেন, এই সফরে রাজনৈতিক নেতাদের আমাদের সঙ্গে যোগ দিতে দেখে আমার আত্মবিশ্বাস আরও বেড়েছে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (বিডা) নির্বাহী চেয়ারম্যান চৌধুরী আশিক মাহমুদ বিন হারুন জুলাই অভ্যুত্থানের পর গত ১৫ মাসে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতি তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, প্রবাসীদের অবদানে রেমিট্যান্স প্রবাহ ২১ শতাংশের বেশি বেড়েছে এবং বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির জন্য সরকারের নেওয়া উদ্যোগগুলোও তিনি তুলে ধরেন।

তিনি প্রবাসীদের অব্যাহত সমর্থন কামনা করেন এবং আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনে ভোট প্রদানের পদ্ধতি সম্পর্কে তাদের অবহিত করেন।

এরপর 'ব্রিজিং বর্ডারস: কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স অ্যান্ড ডায়াসপোরা এনগেজমেন্ট' শীর্ষক একটি প্যানেল আলোচনা হয়। প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুতফে সিদ্দিকির সঞ্চালনায় প্রবাসী কল্যাণ উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ও আরও তিনজন আলোচনায় অংশ নেন।

বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর, বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ড. সৈয়দ আবদুল্লাহ মুহাম্মদ তাহের এবং ন্যাশনাল সিটিজেন পার্টির সদস্য-সচিব আক্তার হোসেন বাংলাদেশে জুলাই অভ্যুত্থান-পরবর্তী সময়ের রাজনৈতিক ভিশন তুলে ধরে বক্তব্য দেন।

পরে 'শেপিং টুমরো: দ্য ফিউচার অব বাংলাদেশ' শীর্ষক আরেকটি প্যানেল আলোচনার সঞ্চালনা করেন জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান। আলোচনায় অংশ নেন এনসিপি নেত্রী তাসনিম জারা, বিএনপি নেতা হুমায়ুন কবীর এবং জামায়াত নেতা নকিবুর রহমান।

এছাড়াও, প্রধান উপদেষ্টার বিশেষ দূত লুৎফী সিদ্দিকী, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা খলিলুর রহমান, আইন উপদেষ্টা আসিফ নজরুল উপস্থিত ছিলেন।

ফিলাডেলফিয়ায় 'ফরিদা পারভীন পরম সন্ধ্যা'

মোহাম্মদ আরিফ

ফিলাডেলফিয়া সাহিত্য পত্রিকার উদ্যোগে এবং রিম পাবলিক এডজাস্টমেন্টের সার্বিক সহযোগিতায় বৃহত্তর ফিলাডেলফিয়ার বাল্টিমোর পাইকে ২৮ সেপ্টেম্বর রোববার সন্ধ্যায় অনুষ্ঠিত হলো সদ্যপ্রয়াত লালনসংগীতের কিংবদন্তি শিল্পী ফরিদা পারভীনকে স্মরণ করার এক অনন্য আয়োজন—"ফরিদা পারভীন পরম সন্ধ্যা"।

অত্যন্ত ভাবগম্ভীর পরিবেশে আয়োজিত এই স্মরণ সন্ধ্যার সূচনা হয় ফিলাডেলফিয়া সাহিত্য পত্রিকার ড্যানিয়েল, মনোয়ার হোসেন তালুকদার সম্পাদক কবি আহমদ সায়েমের স্বাগত বক্তব্যের মাধ্যমে। অনুষ্ঠানে কবিতা পাঠ করেন দিলরুবা আফরোজ রুবা, আহমদ সায়েম, ফারুক পলাশ ভুঁইয়া, অভিষেক চৌধুরী ও ওয়াহেদুজ্জামান খান।

সন্ধ্যার কর্মসূচিতে ছিল স্মৃতিচারণ, কবিতা পাঠ, গান পরিবেশনা, ফরিদা পারভীনের ধারণকৃত সাক্ষাৎকার প্রদর্শন, মুক্ত আলোচনা ও প্রশ্নোত্তর পর্ব। গান পরিবেশন করেন মুরাদ হোসেন, মোহাম্মদ শেকুল মিয়া, নার্গিস পারভীন, নান্না শাফি, সামসুম মনিরা কস্তুরি, মাসুদুল হাসান সারোয়ার ঘটে।



সদ্যপ্রয়াত শিল্পী ফরিদা পারভীনকে স্মরণ করে আয়োজন করা হয় "ফরিদা পারভীন পরম সন্ধ্যা"।



আশ্রয়প্রার্থীরা ট্রাম্পের ১০০ ডলারের ফি নিয়ে আতঙ্কিত

নিউইয়র্ক

আশ্রয়প্রার্থীরা বার্তা পেয়েছিলেন যে মঙ্গলবারের মধ্যে ১০০ ডলার ফি প্রদান না করলে তাদের আবেদন বাতিল এবং বহিষ্কারের ঝুঁকি রয়েছে।

বিশেষ প্রতিনিধি

নিউইয়র্কে আশ্রয়প্রার্থীরা গত শনিবার থেকে জল্পনা ও আতঙ্কে রয়েছেন। তাদের মধ্যে অনেকে—কিছু আইনজীবীর মাধ্যমে—বার্তা পেয়েছিলেন যে মঙ্গলবারের মধ্যে ট্রাম্প প্রশাসনকে ১০০ ডলার ফি প্রদান না করলে তাদের আবেদন বাতিল এবং বহিষ্কারের ঝুঁকি রয়েছে।

ম্যানহাটনে বসবাসকারী মালির আশ্রয়প্রার্থী মুসা শনিবার তার আইনজীবীর অফিস থেকে হোয়াটসঅ্যাপে একটি বার্তা পান, যাতে তাকে মঙ্গলবারের মধ্যে ফি প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হয়। বার্তায় বলা হয়েছিল, "ফি প্রদান না করলে আপনার রিফিউজি আবেদন বাতিল হতে পারে এবং বহিষ্কারের নির্দেশ আসতে পারে।"

মুসার কাছে তখন ১০০ ডলার ছিল না—"আমি ঘর ভাড়া ইতিমধ্যেই পরিশোধ করেছি, তাই এখন কোনো অর্থ নেই," তিনি বলেন। ফলে তিনি রবিবার একটি ছোট ডেমোলিশন সাইটে কাজ করতে যান টাকা জোগাড়ের জন্য। তবুও, তিনি নিশ্চিত ছিলেন না যে সময়মতো অর্থ জোগাড় করতে পারবেন কি না।

ফোনে কথা বলার সময় সংবাদ মাধ্যমকে মুসা বলেন, "যদি এটি সত্য হয় এবং আমি প্রদান না করি, তবে সমস্যা হবে। কিন্তু যদি মিথ্যা হয়, আমি শুধু আমার টাকা নষ্ট করছি। আমি ভীত।"

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের জুলাই মাসের বাজেট প্যাকেজ "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট" দেশের আশ্রয়প্রার্থীদের ওপর নতুন ফি আরোপ করেছে। এতে নতুন আবেদনকারীদের জন্য এককালীন ১০০ ডলারের ফি এবং

> আমেরিকান ইমিগ্রেশন লয়ারস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, কিছু ইমিগ্রেশন জজ নতুন আবেদনের ফি প্রদানের শেষ সময় ৩০ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করেছেন, যদিও ফি প্রদানের সুযোগ মাত্র গত সপ্তাহে এসেছে।

১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত পেন্ডিং থাকা সকল আবেদনের জন্য বার্ষিক ১০০ ডলারের ফি দেওয়ার নিয়ম প্রণয়ন করা হয়েছে।

কিন্তু বার্ষিক ফি কখন এবং কীভাবে প্রদান করতে হবে তা স্পষ্ট নয়, যা ভুয়ো তথ্য এবং গুজব ছড়িয়ে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি করেছে। লিগ্যাল এইড সোসাইটি ইমিগ্রেশন ল এর প্রধান অ্যাটর্নি ডেবোরাহ লি বলেন, অস্পষ্টতার কারণে আইনজীবী এবং হাজার হাজার আশ্রয়প্রার্থী বিভ্রান্ত। তিনি লিখেছেন, "প্রদত্ত পোর্টাল বর্তমানে কেবল নতুন আবেদনের ফি প্রদানের সুযোগ দেয় এবং আবেদন আপিলের মতো অবস্থার কথা বিবেচনা করে না।"

আমেরিকান ইমিগ্রেশন লয়ারস অ্যাসোসিয়েশন জানিয়েছে, কিছু ইমিগ্রেশন জজ নতুন আবেদনের ফি প্রদানের শেষ সময় ৩০ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করেছেন, যদিও ফি প্রদানের সুযোগ মাত্র গত সপ্তাহে এসেছে। অ্যাসোসিয়েশন সূত্র জানিয়েছে, "প্রায় তিন মাস ধরে কেউ এই ফি প্রদান করতে পারছিল না এবং প্রতিটি ইমিগ্রেশন জজের আচরণ ভিন্ন ছিল।"

বার্ষিক ফি প্রদানের কোনো ব্যবস্থা এখনও নেই, যা আইনজীবীদের আশ্রয়প্রার্থীদের আবেদন বাতিল হওয়ার আশঙ্কা তৈরি করছে। ম্যানহাটনের সেনেগালের আশ্রয়প্রার্থী ফাল্গু শনিবার হোয়াটসঅ্যাপে "জরুরি" শিরোনামে একটি বার্তা পান। তিনি অনলাইনে ফি প্রদানের চেষ্টা করেন, কিন্তু পোর্টাল ক্র্যাশ করে। পরে আইনজীবীর পরামর্শে তিনি জেল্লে'র মাধ্যমে তার বন্ধুকে অর্থ পাঠান, এবং বন্ধু "ইনিশিয়াল ফি" অপশনে প্রদানের ব্যবস্থা করেন—যদিও ফাল্গু নতুন আবেদন করছিলেন না। ফাল্গু বলেন, "সবাই বলছে শুধু তিন দিন বাকি, আর আমি জানি না কী করা উচিত। অনেক কিছু শোনা যাচ্ছে, শেষ পর্যন্ত কী সত্য এবং কী নয় তা বোঝা যায় না।"

কিছু আইনজীবী পেন্ডিং থাকা আবেদনকারীদের পরামর্শ দিয়েছেন, আরও তথ্য পাওয়া পর্যন্ত ফি প্রদান না করার জন্য। লি আরও জানান, কিছু নোটারি এই বিভ্রান্তি ব্যবহার করে আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে ভয় ছড়াচ্ছেন এবং অতিরিক্ত ফি আদায় করছেন।

প্রায় দুই বছর নিউইয়র্কে থাকার পর আশ্রয়প্রার্থীরা জানেন কিভাবে ভুয়ো আইনজীবী বা সম্ভাব্য নিয়োগদাতা দ্বারা প্রতারণা হতে পারে। ফাল্গু ভাবছেন বার্তাটি হয়তো এমনই একটি প্রতারণা।

ব্রুকলিনে বসবাসকারী সেনেগালের আশ্রয়প্রার্থী মোডু একই ধরনের বার্তা পেয়েছেন। তিনি নিশ্চিত নন এটি প্রতারণা কি না, তবে ঝুঁকি নিতে না পেরে ফি প্রদানের পরিকল্পনা করছেন। অক্টোবর মাসে তার শুনানী রয়েছে, এবং দেরি হলে মামলা বাতিল হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

নিউইয়র্কে আশ্রয়প্রার্থীদের ক্ষেত্রে মামলা বাতিলের ঝুঁকি বেশি, কারণ ফেডারেল ইমিগ্রেশন সংস্থাগুলি বাধ্যতামূলক শুনানী শেষ হওয়ার পরে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দিকে মনোযোগ দিচ্ছে। অনলাইনে নতুন আগতদের বিভিন্ন গ্রুপে ১০০ ডলারের ফি নিয়ে প্রশ্নের বন্যা দেখা গেছে। সেনেগালের অনেক অভিবাসী টিকটকে -এ নীতি পরিবর্তনের তথ্য শেয়ার করছেন।

নিউইয়র্ক ফোকাস নামের সংগঠন হোয়াইট হাউস, হোমল্যান্ড সিকিউরিটি, মার্কিন নাগরিকত্ব ও ইমিগ্রেশন সার্ভিস এবং বিচার বিভাগে যোগাযোগ করেছে। শুধুমাত্র একটি সংস্থা উত্তর দিয়েছে, এবং কোনো সংস্থা পেন্ডিং থাকা আবেদনকারীদের কী করা উচিত তা স্পষ্ট করেনি। (কৃতজ্ঞতা: দ্যা সিটি)

PEOPLE N TECH
A Global Leader in IT Training, Consulting, and Job Placement Since 2005


• Selenium Automation Testing
• SQL Server Database Administration
• Business Analyst
PROVIDED JOBS TO 7000+ STUDENTS.
100% JOB PLACEMENT
RECORD FOR THE LAST 17 YEARS.
Opportunity to get up to 50% scholarship for Bachelor's and Master's Degree as PeopleNTech Alumni from Partner University: www.wust.edu
Washington University of Science and Technology
Authorized Employment Agency by: NYC Consumer and Worker Protection
Certified Training Institute by: SCHEV, NYS Education Department Licensed
If you are making less than 80k/yr, contact now for two weeks free sessions:
info@piit.us 1-855-JOB-PIIT(1-855-562-7448) www.piit.us

AGRA PALACE RESTAURANT & PARTY HALL
আগ্রা প্যালেস রেষ্টুরেন্ট এণ্ড পার্টি হল
বিয়ে, জন্মদিন, বেবী শাওয়ার, গ্রাজুয়েশন, অভিষেক, সভা-সেমিনারসহ সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য একটি অভিজাত রেষ্টুরেন্ট ও পার্টি হল।

• সুন্দর ও মনোরম পরিবেশ।
• সু-সজ্জিত বিশাল পার্টি হল।
• অভিজ্ঞ ও দক্ষ শেফ এর তত্ত্বাবধানে তৈরী হালাল খাবার পরিবেশনা।
• ছোট বড় সকল ধরনের অনুষ্ঠানের জন্য আসন সংখ্যা ৫০ থেকে ৪৫০।
INDOOR & OUTDOOR CATERING AVAILABLE

বুকিং ও বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন
agra Palace Restaurant & Party Hall

ADDRESS: 116-33 Queens Blvd, Forest Hills, New York, NY 11375
Contact : (917) 362-1336, 929-521-2019 , 718-261-8880

শুভ বিজয়া

Shuvo Bijoya
to our beloved community

As we celebrate the spirit of Durga Puja and the victory of good over evil, we extend our heartfelt Bijoya greetings to you and your family. May this season bring you renewed hope, harmony, and prosperity.

Our group of wellness, lifestyle, and personal care businesses are proud to stand alongside and celebrate this auspicious occasion with our vibrant community.

We are grateful for your continued love and support. Wishing you a festive season filled with peace, purpose, and joy!



SURJO TALUKDER
President
Talukder Holdings Inc.

Talsen Chemicals
132-02 89th Avenue
Richmond Hill, NY 11418
WWW.TALSENCHEM.COM

Ascend
WELLNESS & MEDICAL SPA
82-62 Austin Street
Kew Gardens, NY 11415
WWW.ASCENDSPA.COM

আমরা সর্বোচ্চ পেমেন্ট করে থাকি

NY HOME CARE

Get paid to take care of your loved ones

আপনার বিশ্বস্ত হোম কেয়ার এজেন্সী

37-18, 73 Street, Suite # 402, Jackson Heights, NY 11372

718-874-0047

Email:info@yourdreamhomecare.com

www.yourdreamhomecare.com

Contact with us
718-874-0047
Email:
info@yourdreamhomecare.com







We Hire & Train HHA/PCA Certificate Holders AIDES

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেটসহ এইডস প্রশিক্ষণ ও নিয়োগ দিচ্ছি

M AZIZ
CEO & President
Your Dream Home Care
Ex-President & Chairman
Board of Trustee
Bangladesh Society Inc. USA

প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবার বাসা ভাড়া, মেডিকেইড ও ফুড স্ট্যাম্পের আবেদনে আমরা সহায়তা করি।

বাড়ীভাড়া বাবদ ৮০০ ডলার বা তার অধিক পেতে সহায়তা করি

পারিবারিক স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে যোগাযোগ করুন

Head Office
37-18, 73 Street, Suite # 402
Jackson Heights, NY 11372
(718) 874-0047, 917-560-0129

এ কাজের জন্য প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নাই।
•
আমরা কোনো ফি নেই না।
•
আপনার প্রিয়জনের সমস্ত খরচ মেডিকেইড বহন করবে এবং এটি সম্পূর্ণ আইনসম্মত।
•
কেইস ট্রান্সফারের মাধ্যমে বেশি অর্থ উপার্জন করুন।

Jamaica Office:
168-25A Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(718) 725-1332, (718) 971-0054

Jamaica Office:
168-47 Hillside Ave, 2nd Floor
Jamaica, NY 11432
(929) 400-4785, (718)874-0047

Sutphin Branch
Mohammad Khair(Director)
97-01 Sutphin, Blvd
Jamaica NY 11435
(929)-225-0746, (718) 755-0153
(718) 718-874-0047

Ozone Park Office
7721-101 Ave. Ozone Park
New York 11416
(718) 874-0047, 347-771-0115

Ozone Park Office
720 Liberty Ave, Brooklyn NY 11208
(646) 500-1657, (718)874-0047

1088 Liberty Avenue,
Brooklyn NY 11208
(929) 283-8432

Fulton Office:
584 Nostrand Ave. NY 11216
(646) 5001657

Bronx Office
2140 Starling Ave.
Bronx, NY 10462
917-391-4841, 718-874-0047 (Office)
Fax 718-874-0069

Bangladesh Plaza
3105 Bally Ave. Buffalo NY 14215
(347) 357-4252, (347) 520-9699

Buffalo Office:
1155 Broadway Buffalo, NY 14212
(347) 335-3617, (718) 874-0047

1299 Harlam Road
Buffalo, NY 14094
(716) 400 1446

Albany Office
114 Quail St. Albany, NY 12203
518-379-5496, 518-243-9096
718-864-2061

জ্যাকসন হাইটসের প্রাণ কেন্দ্রে

সবধরণের ইমিগ্রেশন সমস্যায়

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন এটর্নি

আমরা যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকি

- ফ্যামিলি ইমিগ্রেশন ও সিটিজেনশিপ
- এসাইলাম ও ডিপোর্টেশন ডিফেন্স
- ওয়েভারস (1-601, 1-601A & 1-212)
- বর্ডারে গ্রেফতার, ডিটেনশন ও বন্ড
- আপিল ও রিট অব ম্যান্ডামাস
- U ভিসা, VAWA & SIJS
- EB-1 EB-2 NIW & EB-3
- বিজনেস ও বিনিয়োগ বিষয়ক ইমিগ্রেশন
- কন্স্যুলার প্রসেসিং ও 221(g) ভিসা রিফিউজাল



KHAIRUL BASHAR, MBA.,LL.M.
ATTORNEY AT LAW

CALL NOW
(718) 775-8509 - (212) 464-8620

আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

7232 Broadway, Suite 301-302
Jackson Heights, NY 11372
Khairul@basharlaw.com

1629 K Street NW, Suite 300
Washington, D.C. 20006
(888) 771-4529

KHAIRUL BASHAR LAW OFFICES

Admitted in Washington, D.C., and Alabama State Bar | Parctice Limited to U.S. Immigration & Nationality Law in all 50 States

#Khairul Basharlaw
www.basharlaw.com
+1 (202) 983- 5504

রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট



Nurul Azim

Your Any Question Contact Here
+1 516 451 3748



- প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

Eastern Investment
150 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com



নিউইয়র্ক সিটি ফার্মাসিস্ট ওউনারদের উদ্যোগে মেয়র প্রার্থী জোহরান মামদানির সমর্থনে সভার আয়োজন। ছবি প্রথম আলো

ভিসা ফি বাড়ানোয় মার্কিন প্রতিষ্ঠানের নজর এখন ভারতের দিকে

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের নতুন ভিসা নীতি যুক্তরাষ্ট্রের বড় প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাদের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ভারতের গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টার (জিসিসি)–এ সরিয়ে নিতে বাধ্য করছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এর ফলে ভারতের জিসিসি খাত আরও দ্রুত সম্প্রসারিত হবে।

বর্তমানে ভারতে প্রায় ১ হাজার ৭০০টি জিসিসি রয়েছে, যা বিশ্বব্যাপী মোট কেন্দ্রের অর্ধেকেরও বেশি। আগে এগুলো কেবল প্রযুক্তিগত সহায়তা দিত, এখন ওষুধ গবেষণা থেকে শুরু করে বিলাসবহুল গাড়ির নকশা পর্যন্ত উদ্ভাবনী কাজ করছে।

ট্রাম্প সম্প্রতি এইচ-১বি ভিসার আবেদন ফি ১ লাখ ডলার নির্ধারণ করায় মার্কিন কোম্পানিগুলো বিকল্প খুঁজছে। ডেলয়েট ইন্ডিয়ার অংশীদার রোহান লোবো বলেন, “পরিকল্পনা ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে। অনেক প্রতিষ্ঠান শ্রম কৌশল পুনর্মূল্যায়ন করছে।”

অ্যামাজন, মাইক্রোসফট, অ্যাপল, গুগল, জেপি মরগান চেজ ও ওয়ালমার্টের মতো শীর্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো এইচ-১বি ভিসার বড় পৃষ্ঠপোষক হলেও এখন তারা ভারতে কার্যক্রম বিস্তারে আগ্রহী। রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার কারণে তারা এ বিষয়ে প্রকাশ্যে মন্তব্য করতে চায়নি।

বিশ্লেষকদের মতে, ২০৩০ সালের মধ্যে ভারতে জিসিসির সংখ্যা ২ হাজার ২০০ ছাড়াবে।



বাংলাদেশ সেমিট্রি থেকে ৭০০ কবরের জায়গা কিনল হলিস মুসলিম সেন্টার

নিজস্ব প্রতিবেদক

বাংলাদেশ সেমিট্রি অ্যান্ড ফিউনারেল হোম থেকে ৭০০ কবরের জন্য জায়গা কিনেছে নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের হলিস মুসলিম সেন্টার ও মসজিদ। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) সন্ধ্যায় ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ডে নোয়াখালী ভবনে এ সংক্রান্ত চুক্তিপত্র স্বাক্ষর হয়।

পরে বাংলাদেশ সেমিট্রি প্রকল্পের সদস্যসচিব জাহিদ মিন্টু মসজিদ কমিটির সভাপতি তফাজ্জল হোসেনের হাতে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও মানি রসিদ তুলে দেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনকের সভাপতি নাজমুল হাসান মানিক, সহসভাপতি তাজু মিয়া, নবনির্বাচিত কমিটির নেতারা, হলিস মুসলিম সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম, ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান প্রিন্স খান ও সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান।

হলিস মুসলিম সেন্টারের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল ইসলাম বলেন, প্রাথমিকভাবে তারা ৭০০ কবরের জায়গা কিনেছেন। ধীরে ধীরে এক হাজার কবর কেনার পরিকল্পনা রয়েছে। মসজিদের মুসুল্লিরা ছাড়াও যে কেউ চাইলে তাঁদের কাছ থেকে কবরের জায়গা নিতে পারবেন।

নিউইয়র্ক স্টেটের অরেঞ্জ কাউন্টির মিডল টাউন এলাকায় ১২৬ একর জমির ওপর বাংলাদেশ সেমিট্রি অ্যান্ড ফিউনারেল হোম প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে দি গ্রেটার নোয়াখালী সোসাইটি ইউএসএ ইনক। গত ৩১ জুলাই থেকে সেখানে অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে।



মিশিগানে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগান অঙ্গরাজ্যের বিভিন্ন স্থানে বর্ণিল আয়োজনের মধ্য দিয়ে শারদীয় দুর্গোৎসব উদযাপিত হয়েছে। ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত মন্দির ও সংগঠনগুলোতে পূজা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাস জীবনে পূজা মানেই একে অপরের সঙ্গে মিলনমেলা, মতবিনিময় ও আনন্দঘন পরিবেশে সাংস্কৃতিক আসর। এ কারণে পূজার দিনগুলোতে ভক্ত ও দর্শনার্থীদের পদচারণায় মন্দিরগুলো মুখরিত হয়ে ওঠে।

ডেট্রয়েটের দুর্গা মন্দিরে এ বছর পূজা অনুষ্ঠিত হয় ২৭ সেপ্টেম্বর থেকে ১ অক্টোবর পর্যন্ত। ভক্তদের সুবিধার্থে আগামী ৪ ও ৫ অক্টোবর আবারও পূজার আয়োজন করা হবে। প্রতিদিনের কর্মসূচির মধ্যে ছিল পূজা, অঞ্জলি, যজ্ঞ, প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অষ্টমীর দিন ১০৮টি পদ্মফুল ও ১০৮ প্রদীপ জ্বালিয়ে সন্ধি পূজা অনুষ্ঠিত হয়। পূজার প্রতিদিনই বিকেল থেকে রাত অবধি চলেছে কবিতা আবৃত্তি, গান, নৃত্য, গীতিনাট্য ও ঐতিহ্যবাহী ধামাইল নৃত্য। আগামী ৪ অক্টোবর বিশেষ সাংস্কৃতিক পর্বে কলকাতার শিল্পী শ্বাশতী মল্লিক পরিবেশনা করবেন।

ওয়ারেন সিটির শিব মন্দিরে পাঁচ দিনব্যাপী পূজায় ছিল পুষ্পাঞ্জলি, প্রসাদ বিতরণ, আরতি ও বৈচিত্র্যময় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অতিথি শিল্পী হিসেবে ভারতের মহুয়া ভট্টাচার্য গান পরিবেশন করেন। একই শহরের কালীবাড়ীতেও অনুষ্ঠিত হয়েছে পাঁচ দিনব্যাপী পূজা। সেখানে আগামী ৫ অক্টোবর আবারও পূজার আয়োজন করা হবে। এদিন অতিথি শিল্পী হিসেবে গান পরিবেশন করবেন ভারতের স্নেহা ভট্টাচার্য।

হ্যামট্রাম্যাকের সদ্য প্রতিষ্ঠিত রাধাকৃষ্ণ টেম্পলেও এ বছর প্রথমবারের মতো পাঁচ দিনব্যাপী দুর্গাপূজা অনুষ্ঠিত হয়েছে। অন্যদিকে, ব্লুমফিল্ড হিলস হাই স্কুলে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে বিচিত্রার তিন দিনব্যাপী দুর্গোৎসব, যা চলবে ৩ থেকে ৫ অক্টোবর। এ আয়োজনে পূজা ও অঞ্জলির পাশাপাশি থাকছে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এতে গান পরিবেশন করবেন কলকাতার জনপ্রিয় শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র, জয় সরকার, রথিজিত ভট্টাচার্য ও আলবার্ট কবো।

মিশিগানের বিভিন্ন শহরে আয়োজিত এসব পূজায় প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায়ের পাশাপাশি বাংলাদেশি ও ভারতীয় ভক্তদের অংশগ্রহণে এক মিলনমেলায় পরিণত হয় শারদীয় দুর্গোৎসব।

হলব্রুকের বেলো ফার্মসের হালাল মার্কেট ও সৌন্দর্য নজর কাড়ছে সবার!

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

হলব্রুকের ৪১১ ইউনিয়ন অ্যাভিনিউতে অবস্থিত বেলো ফার্মস এখন স্থানীয়দের জন্য প্রধান অল-ইন-ওয়ান হালাল মার্কেট হিসেবে পরিচিতি পাচ্ছে। এখানে তাজা মুরগি, মানসম্মত মাংস, মুদি, ফল, সবজি, জুস এবং বেকারি পণ্য এক ছাদের নিচে পাওয়া যায়। এ ছাড়া এর চারপাশে মনোরম রূপে সাজানো হয়েছে পরিবেশ। হরেক রকমের গাছ-গাছলি ও ফুল আকৃষ্ট করে সব বয়সী মানুষদের। রয়েছে শিশুদের চন্য খেলার স্থান। এছাড়া নামাজের ব্যবস্থাসহ উন্নত অবকাঠামো হলব্রুকের বেলো ফার্মসের আকর্ষণ আরও বাড়িয়েছে!

সরজমিনে দেখা গেছে, বেলো ফার্মসের চারপাশ সাজানো হয়েছে মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশে। হরেক রকমের ফুলের সৌন্দর্য প্রতিনিয়ত মুগ্ধতা ছড়াচ্ছে। শিশুরা এদিকে সেদিক ছোটাছুটি করছেন। বিভিন্ন বয়সের মানুষ নিজেদের মতো করে উপভোগ করছে।

জানা গেছে, বেলো ফার্মস কর্পোর মালিকানাধীন এই মার্কেটটি ঐতিহ্য ও মান বজায় রেখে হালাল মাংস সরবরাহ করে, যার মধ্যে রয়েছে মুরগি, ভেড়া ও ছাগলের মাংস। পাশাপাশি এখানে তাজা ফল, সবজি, দৈনন্দিন মুদি পণ্য, জুস ও বেকারি পণ্যও পাওয়া যায়, যা ক্রেতাদের সম্পূর্ণ শপিং ও রান্নার অভিজ্ঞতা প্রদান করে।

মার্কেটের পাশেই অবস্থিত বেলো হালাল গ্রিল অতিথিদের জন্য রেডি-টু-ইট খাবার সরবরাহ করছে, যেমন রোটিসারি চিকেন, ল্যাম্ব চপস, শাওরমা প্লেট এবং গ্রিল করা টি-বোন স্টেক। স্থানীয়রা এই গ্রিলকে আসল হালাল খাবারের সহজ ও স্বাদযুক্ত অভিজ্ঞতা হিসেবে গ্রহণ করছেন।

বেলো ফার্মস স্থানীয় কমিউনিটিতে সেবা সীমিত রাখছে না। কোম্পানি আন্তর্জাতিক বাজারে হালাল মাংস ও তাজা পণ্য রফতানির পরিকল্পনা করছে। ২০২৪ সালের শেষ নাগাদ এক্সপ্রেস ফুড নামে নতুন একটি সহায়িকা প্রতিষ্ঠান চালু করার মাধ্যমে গ্লোবাল ডিস্ট্রিবিউশন সহজ করা হবে। কমিউনিটি সংযোগ এবং ঐতিহ্যকে কেন্দ্র করে বেলো ফার্মস হলব্রুকে হালাল খাবারের প্রধান গন্তব্য হিসেবে তার অবস্থান আরও দৃঢ় করছে।



ফ্যাশনে বাংলাদেশের গৌরব: ফাতিমা ফারজানার ঝলমলে অভিষেক

বিশেষ প্রতিনিধি

ওয়াশিংটন নগরীতে এক ঝলমলে সন্ধ্যায় বিশ্ব ফ্যাশনের রঙিন মঞ্চে নতুন এক ইতিহাস রচনা করলেন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত এক প্রতিভাবান স্রষ্টা। তিনি হলেন ফাতিমা ফারজানা—একজন শিল্পী, যিনি বস্ত্রকে দেখেন একটি ক্যানভাস হিসেবে, আর সেই ক্যানভাসে তিনি তুলে ধরেন নিজের শিকড়, সংস্কৃতি ও স্বপ্নের প্রতিচ্ছবি। চলতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের আটাশ তারিখে অনুষ্ঠিত ওয়াশিংটন ফ্যাশন উৎসবে তিনি প্রথমবারের মতো আন্তর্জাতিকভাবে নিজের তৈরি বারোটি পরিধেয় শিল্পকর্ম উপস্থাপন করেন, যা মুহূর্তেই মন জয় করে নেয় উপস্থিত সকল দর্শক, সমালোচক ও সাংবাদিকদের।

এই আয়োজন শুধু একটি ফ্যাশন প্রদর্শনী ছিল না, বরং ছিল সংস্কৃতির এক অনন্য পুনরুজ্জীবন। ফাতিমার উপস্থাপিত পোশাকগুলোতে ফুটে উঠেছিল বাংলাদেশের দুইটি অতিপরিচিত অথচ আজ প্রায় বিস্মৃত বস্ত্র ঐতিহ্য—ঢাকার মসলিন ও রাজশাহীর রেশম। অতীতের রাজকীয় এই বস্ত্রগুলোকে তিনি নতুন জীবন দিয়েছেন আধুনিক কাটছাঁট ও অলংকারময় নকশার মাধ্যমে। মসলিনের সূক্ষ্মতা ও স্বচ্ছতাকে তিনি মিলিয়েছেন যুগোপযোগী ছাঁটে, যেখানে ছিল পরিশীলিততা আর আত্মবিশ্বাসের এক অপূর্ব মেলবন্ধন। অপরদিকে, রাজশাহীর রেশম ও সাপুরার রেশমকে রূপান্তর করা হয়েছে এমন একটি ভঙ্গিতে, যা একদিকে ঐতিহ্যের গৌরব বহন করে, অন্যদিকে বর্তমান সময়ের প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরে।

প্রতিটি পোশাকেই ছিল হাতে আঁকা কাপড়শিল্প, যেখানে নকশার গভীরতা ও নির্মাণশৈলীর নিখুঁততা দর্শকদের অভিভূত করে তোলে। পোশাকগুলোর গঠনে ছিল একধরনের স্থাপত্যধর্মী ভাব, অথচ তাতে কোনো কঠোরতা নয়, বরং ছিল কোমল গতিশীলতা—যা শিল্পীসত্তার এক অন্তর্নিহিত শক্তির পরিচয় বহন করে। র‍্যাম্পে যখন একের পর এক পোশাক প্রদর্শিত হচ্ছিল, তখন দর্শকদের মুখে প্রশংসার উচ্ছ্বাস এবং হাততালির প্রতিধ্বনি জানান দিচ্ছিল, এই আয়োজন ছিল পুরো উৎসবের অন্যতম আলোচিত ঘটনা।

ফাতিমা নিজে বলেন, বস্ত্র কেবল শরীর ঢাকার উপায় নয়, এটি এক আত্মপ্রকাশের ভাষা। একজন শিল্পী হিসেবে তিনি প্রতিটি পোশাককে মনে করেন একটি জীবন্ত চিত্রকর্ম, যাকে তিনি নিজ হাতে তৈরি করেন, রঙ করেন, আর তাতে ফুটিয়ে তোলেন এমন এক বার্তা—যা একযোগে অতীতের স্মৃতি ও ভবিষ্যতের কল্পনাকে ধারণ করে। তাঁর এই চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন দেখা গেছে প্রতিটি ডিজাইনে, যেখানে দৃশ্যমান হয়েছে শিকড়ের টান ও আধুনিকতার সঙ্গতি।

ফাতিমার শৈল্পিক যাত্রা শুরু হয়েছিল ঢাকায় জন্ম নিয়ে, কিন্তু তাঁর স্বপ্ন বিস্তার লাভ করে যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে। তাঁর ফ্যাশনের প্রতি ভালোবাসার সূচনা ঘটে নিজ বিবাহের জন্য পোশাক তৈরি করার মধ্য দিয়ে। সেই অভিজ্ঞতা তাঁকে চিনিয়ে দেয় নিজের সৃষ্টিশীলতার গভীরতা, আর সেই আত্মঅন্বেষণের পথ ধরেই শুরু হয় তাঁর নতুন পথচলা। বর্তমানে তিনি একজন দৃশ্যশিল্পী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত, পাশাপাশি প্রযুক্তিনির্ভর পেশায়ও দক্ষতার স্বাক্ষর রেখেছেন। সৃজনশীলতা ও প্রযুক্তির এই যুগলবন্দি তাঁকে এনে দিয়েছে একটি অনন্য পরিচয়—যেখানে চিন্তার গভীরতা আর কার্যকারিতার সঠিক মেলবন্ধন ঘটেছে।

ওয়াশিংটনের এই অভিষেক অনুষ্ঠানকে ঘিরে ইতিমধ্যেই নানা মহলে আলোচনার জন্ম দিয়েছে তাঁর কাজ। অনেক ক্রেতা আগ্রহ প্রকাশ করেছেন এই পরিধেয় শিল্প সংগ্রহে রাখার জন্য। ফাতিমা আগামী দিনে সীমিতসংখ্যক বিশেষ সংস্করণের পোশাক প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন। একইসাথে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক শিল্পীর সঙ্গে একযোগে কাজ করার সম্ভাবনা নিয়েও ভাবছেন। তাঁর অন্যতম লক্ষ্য হলো—বাংলাদেশের বিলুপ্তপ্রায় ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রকলাকে নতুন প্রজন্মের কাছে ফিরিয়ে আনা এবং বিশ্বমানের ফ্যাশনে এর একটি স্থায়ী অবস্থান সৃষ্টি করা।

তিনি বিশ্বাস করেন, একটি পোশাক শুধু বাহ্যিক সাজসজ্জা নয়, বরং এটি এক ধরনের সাংস্কৃতিক দলিল—যা ধারণ করে আমাদের ইতিহাস, পরিচয় এবং অনুভবের ছাপ। তিনি বলেন, তাঁর স্বপ্ন এমন এক শিল্পভাষা নির্মাণ করা, যা বস্ত্রের মধ্য দিয়েই মানুষকে নিজ সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত করে। তাঁর চোখে ফ্যাশন মানে হলো—সময়, সমাজ ও আত্মপরিচয়ের মিলিত কণ্ঠস্বর, যা বহন করে বহুরূপী সৌন্দর্য এবং সৃষ্টিশীল সাহস।



এই তরুণী ডিজাইনার আমাদের দেখালেন, কীভাবে অতীতের ঐতিহ্যকে আধুনিকতার আলোয় নতুনভাবে উপস্থাপন করা যায়। তিনি প্রমাণ করলেন, শিকড়ে থাকলেই ডালপালা মেলে বিশ্বজয় সম্ভব। তাঁর এই সাহসী এবং শিল্পসমৃদ্ধ পথচলা শুধু একটি ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়—বরং এটি হয়ে উঠতে পারে ভবিষ্যতের অসংখ্য শিল্পী ও সংস্কৃতিপ্রেমীর জন্য অনুপ্রেরণার বাতিঘর।

THE ONLY BANGLADESHI OWNED HOMECARE PPL FACILITATOR

DHCARE

HOMECARE

LICENSED HOME HEALTH CARE AGENCY



বাংলাদেশী মালিকানাধীন
লাইসেন্সড হোম কেয়ার এজেন্সি

আপনজনদেরকে সেবার মাধ্যমে ঘরে বসেই আয় করুন

ADDRESSES

- 172-15 Hillside Avenue Queens, NY 11432
- 2162 Westchester Ave, Bronx, NY 10462
- 3329 Bailey Ave, Buffalo, NY 14215
- 21 101 Ave, Brooklyn, NY 11208
- 136-20 38th Ave, Ste 3A2, Flushing, NY 11354
- 332 Broadway, Staten Island, NY 10310

লক্ষণীয়

- আমরা বাংলায় কথা বলি
- আমরা সর্বোচ্চ রেটে পেমেন্ট করে থাকি

CONTACT

DHCARE NY LLC

(718) 459-0180

FAX: 718-561-2834,
E-MAIL: SUPPORT@DHCARENY.COM
WEB: WWW.DHCARENY.COM



ইলন মাস্ক এখন ৫০০ বিলিয়ন ডলার সম্পদের মালিক, ইতিহাসে কি কারও এত সম্পদ ছিল

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান টেসলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) ইলন মাস্ক সম্পদ অর্জনে নতুন ইতিহাস গড়েছেন। বিশ্বের শীর্ষ এই ধনী ব্যক্তির নিট সম্পদ ৫০০ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে। ইতিহাসে এবারই প্রথম কারও নিট সম্পদ ৫০০ বিলিয়ন ডলার ছাড়াল।

ফোর্বস সাময়িকীর বিলিয়নিয়ার সূচক অনুযায়ী, গতকাল বুধবার বিকেল সোয়া চারটা পর্যন্ত ইলন মাস্কের নিট সম্পদ দাঁড়ায় ৫০০ দশমিক ১ বিলিয়ন বা ৫০ হাজার ১০ কোটি ডলার। মূলত বৈদ্যুতিক গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের ঊর্ধ্বগতি, স্পেসএক্সসহ অন্য প্রযুক্তিপ্রতিষ্ঠানগুলোর ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধি ইলন মাস্কের সম্পদের ঝুলি পূর্ণ করেছে।

টেসলার উত্থান–পতনের সঙ্গে ইলন মাস্কের ভাগ্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। গত ১৫ সেপ্টেম্বরের হালনাগাদ তথ্য অনুযায়ী, কোম্পানির ১২ দশমিক ৪ শতাংশ শেয়ার রয়েছে বিশ্বের শীর্ষ এই ধনী ব্যক্তির হাতে।

এ বছর এখন পর্যন্ত টেসলার শেয়ারের মূল্য ১৪ শতাংশের বেশি বেড়েছে। এমনকি গতকালও দিন শেষে কোম্পানিটির শেয়ারে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ প্রবৃদ্ধি বজায় ছিল। এর ফলে ইলন মাস্কের নিট সম্পদে আরও ৬ বিলিয়ন বা ৬০০ কোটি ডলারের বেশি যোগ হয়েছে।

খুবই অস্থিরতার মধ্য দিয়ে এ বছরটা শুরু হয়েছিল ইলন মাস্কের। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনে যোগ দেওয়া ও এরপর নানা বিরোধে সেখান থেকে সরে আসার ঘটনা তাঁর জীবনে নতুন অভিজ্ঞতা যুক্ত করে। পরবর্তী সময়ে তিনি টেসলার বিকাশে পূর্ণ মনোযোগ ফিরিয়ে আনেন, যা কোম্পানির শেয়ারে প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়ক হয়।

গত মাসে টেসলার পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান রবিন ডেনহোম বলেছিলেন, হোয়াইট হাউসে কয়েক মাস থাকার পর ইলন মাস্ক এখন কোম্পানির 'সম্মুখসারিতে ও একেবারে কেন্দ্রে' ফিরে এসেছেন।

ইসরায়েল 'জলদস্যুর কাজ' করেছে: এরদোয়ান

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

ইসরায়েলের গাজা অভিমুখী ত্রাণবাহী নৌযান আটককে 'জলদস্যুর কাজ' আখ্যায়িত করেছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েপ এরদোয়ান। নিজের দল একে পার্টির এক সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার সময় তিনি বলেছেন, আন্তর্জাতিক জলসীমায় এ ধরনের পদক্ষেপ প্রমাণ করে, এই গণহত্যাকারীরা গাজায় নিজেদের অপরাধ ঢাকতে পাগল হয়ে গেছে।

এরদোয়ান আরও বলেন, 'গণহত্যাকারী (ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন) নেতানিয়াহু সরকার শান্তির ন্যূনতম সুযোগ আসুক, সেটাও সহ্য করতে পারে না। গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা আবারও বিশ্ববাসীর সামনে গাজায় নির্মমতা ও ইসরায়েলের খুনি চেহারা তুলে ধরেছে। আমরা আমাদের ফিলিস্তিনি ভাইবোনদের ছেড়ে যাব না। যুদ্ধবিরতি নিশ্চিত এবং শান্তি ফিরিয়ে আনতে আমরা আমাদের সব ক্ষমতা দিয়ে কাজ করে যাব।'

গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলা ইসরায়েলের নৌ অবরোধ ভেঙে সমুদ্রপথে গাজায় ত্রাণ নিয়ে যাওয়ার একটি বৈশ্বিক প্রচেষ্টা। এই নৌবহরে ৪০টির বেশি বেসামরিক নৌযান অংশ নেয়। এ বহরে প্রায় ৪৪টি দেশের ৫০০ মানুষ যোগ দেন। তাঁদের মধ্যে যুক্তরাষ্ট্র, স্পেন, আয়ারল্যান্ড, ফ্রান্স, বেলজিয়ামসহ ইউরোপীয় পার্লামেন্টের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা, আইনজীবী, অধিকারকর্মী, চিকিৎসক ও সাংবাদিক আছেন।

গত ৩১ আগস্ট স্পেনের বার্সেলোনা থেকে ছেড়ে আসা এই নৌবহর বাংলাদেশ সময় বুধবার দিবাগত মধ্যরাতে গাজার কাছাকাছি এলাকায় পৌঁছায়। ২০০৭ সাল থেকে ভূমধ্যসাগরের ওই জলসীমা অবরোধ করে রেখেছে ইসরায়েল। গতকাল মাধ্যরাতে নৌবহরের জাহাজে জাহাজে উঠে ত্রাণ নিয়ে গাজার উদ্দেশে যাত্রা করা অধিকারকর্মীদের আটক করে নিজেদের দেশের বন্দরে নিয়ে গেছে ইসরায়েলি সেনারা।

1st AIDE HOME CARE INC
A licensed home care agency, NY
ফার্স্ট এইড হোম কেয়ার
WE PAY HIGHEST RATE
CDPAP Service
HHA/PCA Service
Skilled NURSING
Dr. Gee Cee Pat
Vice President
Dr. Shajadi Parvin
CEO/ President
We help for Medicaid, Medicare, Food Stamp & House Rent.
Earn Money by Taking Care of Senior
প্রশিক্ষণ ছাড়াই ঘরে বসে বাবা-মা, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং আত্মীয় স্বজনদের সেবা দানের মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করুন।
917-745-0949, 347-919-5256, 347-919-5254
Corporate Office: 37-18 73rd Street, Suite 401, Jackson Heights, NY 11372

Foot Specialist
ALAM PODIATRY
পায়ের রোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক
70-17 37 Ave, Jackson Heights, NY 11372
166-05 Highland Ave, Suite L1, Jamaica, NY 11432
OUR SERVICES
Diabetic Foot Exam
Heel Injection
Ingrown Toenail
Fungal Toensails
Fracture Management
Diabetic Shoes
Foot Surgery
Vascular and nerve Testing
On-site X-ray Avaialbe
We Accept all Major insurance Plan
Dr, Sadi Alam, DPM
নিউ ইয়র্কে বাংলাদেশি চিকিৎসকের পরামর্শ নিন
No More FOOT PAIN
CONTACT US
347-509-4470
www.alampodiatry.com
Accepting New Patients

যুক্তরাষ্ট্রে স্বাস্থ্যসেবা ও অবৈধ অভিবাসী বিতর্কের পেছনের বাস্তবতা

সরকারি কার্যক্রম বন্ধ

ইব্রাহীম চৌধুরী

সরকারি কার্যক্রম বন্ধের বর্তমান পরিস্থিতিতে হোয়াইট হাউস ও রিপাবলিকান আইনপ্রণেতারা ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ তুলেছেন তা হলো—ডেমোক্র্যাটরা যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ কাগজপত্র ছাড়া বসবাসরত অভিবাসীদের বিনা মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা দিতে চান। তবে ডেমোক্র্যাটরা এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।

"ডেমোক্র্যাটরা অবৈধ অভিবাসীদের ফ্রি স্বাস্থ্যসেবা দিতে চাইছে, তাই তারা আমেরিকার সরকারকে জিম্মি করে রেখেছে," বুধবার সামাজিক মাধ্যমে লিখেছেন প্রতিনিধি পরিষদের স্পিকার মাইক জনসন, যিনি লুইজিয়ানার রিপাবলিকান।

এদিকে ভাইস প্রেসিডেন্ট জে. ডি. ভ্যান্সও অভিযোগ করেছেন, "ডেমোক্র্যাটরা আমেরিকার জনগণের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে করের অর্থ দিয়ে অবৈধ অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা দিতে চাইছে।"

ট্রাম্প প্রশাসনের কর্মকর্তারা এবং রিপাবলিকানরা ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে, ডেমোক্র্যাটদের অর্থায়ন প্রস্তাবে এমন একটি ধারা রয়েছে যা "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট"-এর অধীনে সীমিত করা অভিবাসীদের স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা পুনরায় চালু করবে। যদিও ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাবটি শুধুমাত্র আইনগত মর্যাদা বা সরকারি সুরক্ষা পাওয়া অভিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা পুনর্বহাল করবে।

আগে আইন অনুযায়ী, গ্রিন কার্ডধারী, বৈধভাবে প্রবেশ করা কিউবান ও হাইতিয়ান, প্যারোল সুবিধাপ্রাপ্ত, শরণার্থী, আশ্রয়প্রাপ্ত এবং আদালতের মাধ্যমে বহিষ্কার স্থগিতাদেশ পাওয়া অভিবাসীরা মেডিকেইডের আওতায় আবেদন করতে পারতেন।

কিন্তু এ বছরের মাঝামাঝি ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে পাশ হওয়া "ওয়ান বিগ বিউটিফুল বিল অ্যাক্ট" এর পর থেকে এ সুবিধা সীমিত করে কেবল বৈধ গ্রিন কার্ডধারী, বৈধ কিউবান-হাইতিয়ান এবং কয়েকটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় দ্বীপ থেকে আগতদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। এর ফলে প্রায় ১৪ লাখ অভিবাসী স্বাস্থ্যসেবা হারাতে পারেন বলে অনুমান করছে কংগ্রেসের বাজেট অফিসের তথ্য বিশ্লেষণকারী প্রতিষ্ঠান কেএফএফ।

ডেমোক্র্যাটদের নতুন প্রস্তাবটি ২০২৫ সালের আগে বিদ্যমান নিয়ম ফিরিয়ে আনতে চায়, যাতে আশ্রয়প্রাপ্ত, শরণার্থী ও বৈধ অনুমতি নিয়ে থাকা অভিবাসীরা আবার মেডিকেডের আওতায় পড়েন। তবে যাদের বৈধ কাগজপত্র নেই, তারা কোনোভাবেই এ সুবিধার আওতায় থাকবেন না।

রিপাবলিকানদের দাবি, বাইডেন প্রশাসন "প্যারোল" সুবিধার মাধ্যমে কিছু মানুষকে আইন বহির্ভূতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করিয়েছেন। বিশেষ করে ভেনেজুয়েলা ও ইউক্রেন থেকে আসা ব্যক্তিরা এভাবে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশ করেছেন। যদিও এরা সরকারের অনুমতি নিয়ে কাজ ও বসবাসের সুযোগ পেয়েছিলেন, কিন্তু ট্রাম্প প্রশাসন এসব কর্মসূচি বাতিল করে দিয়েছে।

অন্যদিকে, শরণার্থী ও আশ্রয়প্রার্থীদের বৈধ মর্যাদা নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই। তারা ধীরে ধীরে স্থায়ী বৈধতার পথে এবং শেষ পর্যন্ত নাগরিকত্বের যোগ্যতা অর্জন করবেন। মার্কিন আইনে অবৈধভাবে বসবাসরত ব্যক্তিদের ফেডারেল স্বাস্থ্যসেবার কোনো সুবিধা নেই। কেবল জরুরি সেবার খরচ আংশিকভাবে হাসপাতালগুলোকে ফেরত দেওয়া হয়, যা পুরো মেডিকেড ব্যয়ের এক শতাংশেরও কম। রিপাবলিকানদের বিল সেই খরচ কমিয়ে দেয়, আর ডেমোক্র্যাটদের প্রস্তাব আবার তা বাড়াতে চায়।

হাউস ডেমোক্র্যাটিক নেতা হাকিম জেফরিস বলেন, "ফেডারেল আইন অনুযায়ী অবৈধ অভিবাসীদের করের অর্থ দিয়ে স্বাস্থ্যসেবা দেওয়া যায় না। আমাদের প্রস্তাবে এর কোনো পরিবর্তন নেই। আমরা লড়ছি আমেরিকার জনগণের স্বাস্থ্যসেবার জন্য।"



বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএর আয়োজনে রিভার ক্রুজে প্রবাসীদের আনন্দ-উচ্ছ্বাস

জলি আহমেদ

প্রবাসী বাংলাদেশিদের অন্যতম সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ-এর উদ্যোগে নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হলো বর্ণাঢ্য রিভার ক্রুজ। গত ২৮ সেপ্টেম্বর, রোববার ওয়াল্ড ফেয়ার মেরিনা থেকে যাত্রা শুরু হওয়া এ ক্রুজে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ, বিশিষ্টজনসহ প্রায় সাড়ে চারশো প্রবাসী ও তাদের পরিবার অংশ নেন।

সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, মুখরোচক খাবার, গান-বাজনা ও র‍্যাফেল ড্র-এ মেতে ওঠেন অতিথিরা। র‍্যাফেল ড্র-তে ছিল পাঁচটি সোনার গহনা সহ মোট ১০টি আকর্ষণীয় পুরস্কার।

বেলুন উড়িয়ে উদ্বোধন করেন সংগঠনের উপদেষ্টা ফখরুল ইসলাম মজনু, সভাপতি শামীম হাসান ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম (কলিম)। বিশেষ অতিথি ছিলেন জামাইকা ফ্রেন্ড সোসাইটির সভাপতি ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার, চট্টগ্রাম ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সামসুদ্দিন আজাদ ও মাহমুদ আহমেদসহ অনেকে।

সভাপতি শামীম হাসান বলেন, "আমরা চাই ভ্রাতৃত্ববোধ বজায় রেখে ঐক্যবদ্ধভাবে কমিউনিটিকে এগিয়ে নিতে। ভবিষ্যতে আরও বড় পরিসরে আয়োজন করার পরিকল্পনা রয়েছে।" সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মদ ইসলাম কলিম জানান, প্রবাসীদের ঐক্য, আনন্দ-বিনোদন এবং সংস্কৃতি চর্চাই তাদের প্রধান লক্ষ্য।

অনুষ্ঠানে গান পরিবেশন করেন কামরুজ্জামান বকুল, নিপা জামান, রোকসানা মির্জা, আলাস্কা, রায়হান, হুসনে আরা ও অর্ণব। যন্ত্রসঙ্গীতে ছিলেন হৃদ, রিপন, সামু ও আকাশ। উপস্থাপনায় ছিলেন জলি আহমেদ ও শান্তনু সাজ্জাদ।

২০২৪ সালে যাত্রা শুরু করা অরাজনৈতিক ও পেশাজীবী সংগঠন বাংলাদেশ অ্যাসেম্বলি অব ইউএসএ অল্প সময়েই প্রবাসীদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করে কমিউনিটিতে শক্ত অবস্থান গড়ে তুলেছে। এক বছরে পেরোনো এই সংগঠন এখন প্রবাসী বাঙালিদের ভ্রাতৃত্ব, সংস্কৃতি ও দেশপ্রেম চর্চার এক অনন্য প্ল্যাটফর্মে পরিণত হয়েছে।

মিশিগানে সাহিত্য সভা: প্রবাসে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রসারে অঙ্গীকার

বিশেষ প্রতিনিধি

গত ২৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, রোববার বিকেল ৬টায়, ওয়ারেন সিটির ১২ মাইলে অবস্থিত আলিফ রেস্টুরেন্টের হলরুমে মিশিগানে বসবাসরত সৃষ্টিশীল ব্যক্তিবর্গের উদ্যোগে এক সাহিত্য সভা অনুষ্ঠিত হয়। প্রবাস জীবনের ব্যস্ততা ও সীমাবদ্ধতার মাঝেও এ ধরনের আয়োজন প্রমাণ করে, সাহিত্যিকদের প্রাণের টান এখনো ভাষা ও সংস্কৃতির মাটির সঙ্গে অটুটভাবে যুক্ত।

সভায় সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট সাংবাদিক, কবি ও ছড়াকার হেলাল উদ্দীন রানা। তিনি উপস্থিত সবাইকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, সাহিত্য সমাজকে কেবল বিনোদন দেয় না, বরং মানুষের চিন্তাকে প্রসারিত করে, ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে ধারাবাহিকতা দেয়। সভায় উপস্থিত কবি-সাহিত্যিকেরা স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন এবং প্রবাসের মাটিতে বাংলা সাহিত্যের আলো জ্বালিয়ে রাখার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেন।

কবি জাফর ওবায়েদের প্রাণবন্ত সঞ্চালনায় সাহিত্য আলোচনা হয়ে ওঠে আরও সমৃদ্ধ ও ভাবগম্ভীর। কবি ও ছড়াকার জয়নাল আফসার সাহিত্যচর্চার গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, "প্রবাসে থেকেও আমরা বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে আমাদের শিকড়কে আঁকড়ে ধরতে পারি। এ সাহিত্য আমাদের অস্তিত্বের অংশ।"

প্রাবন্ধিক ও কলামিস্ট মাহমুদ রহমান এবং কবি হাবিব রহমান তাঁদের বক্তব্যে সমকালীন সাহিত্যের প্রবণতা, পাঠাভ্যাসের পরিবর্তন এবং পাঠাবিজ্ঞানের চ্যালেঞ্জ নিয়ে বিশদ বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা উল্লেখ করেন, যুক্তরাষ্ট্রে বেড়ে ওঠা তরুণ প্রজন্মের মধ্যে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিতে প্রবাসী লেখক-কবিদের আরও দায়বদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে।

অন্যান্যদের মধ্যে কবি ও ছড়াকার হোসাইন মোহাম্মদ কামরুল, আবু কাওছার, তানভীর আহমদ, আবু হাসনাত, মোঃ শহিদ আলী, হারিছ উদ্দীন প্রমুখ সরব উপস্থিতি ও প্রাণবন্ত আড্ডার মাধ্যমে সাহিত্য সভাকে সমৃদ্ধ করে তোলেন। তাঁদের অংশগ্রহণ প্রমাণ করে, সাহিত্যচর্চা কেবল মঞ্চে কবিতা পাঠেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি হয়ে ওঠে বন্ধুত্ব, ভাবের আদানপ্রদান এবং সামাজিক সংহতির মাধ্যম।

সভাপতি হেলাল উদ্দীন রানা তাঁর সমাপনী বক্তব্যে সার্থক ও কার্যকর সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সৃজনশীল মানুষের পারস্পরিক ভাবের আদানপ্রদান, সম্মিলন ও নিয়মিত পঠনপাঠনের গুরুত্বের ওপর জোর দেন। তিনি বলেন, "বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি আমাদের পরিচয়ের মূলভিত্তি। আমেরিকার মাটিতে থেকেও এই সাহিত্য আমাদের বাঁচিয়ে রাখে, নতুন প্রজন্মকে শিকড়ের সাথে যুক্ত করে।"

এ সভা আরও একবার স্পষ্ট করে দিল—বাংলা সাহিত্য প্রবাসী সমাজের কাছে কেবল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে ভাষা ও পরিচয়ের ধারক। কবি-সাহিত্যিকেরা ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিশ্রুতি দেন যে, তাঁরা প্রবাসে থেকেও বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিকাশে অবিচল থাকবেন।

এই নভেম্বরে, সিটি সনদ তথা নিউ ইয়র্ক সিটির স্থানীয় সরকারের "সংবিধান"-এর গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার বিষয়ে আপনার ব্যালটের পেছনের পাতা দেখুন ও ভোট দিন!

→ সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্প দ্রুততর করা

→ ছোট আকারের প্রকল্পসমূহের পর্যালোচনা প্রক্রিয়া সহজীকরণ

→ সাশ্রয়ী আবাসন প্রকল্পের জন্য আপিল বোর্ড প্রতিষ্ঠা করা

→ শহরের একটি ডিজিটাল মানচিত্র তৈরি করা

→ স্থানীয় নির্বাচনকে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বছরে স্থানান্তর করা

আগাম ভোট দেওয়া যাবে 25 অক্টোবর থেকে 2 নভেম্বর পর্যন্ত। মূল নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে 4 নভেম্বর। ভোট দেওয়ার জন্য নিবন্ধিত হোন এবং VOTE.NYC ওয়েবসাইট থেকে আপনার ভোট কেন্দ্রটি খুঁজে নিন।

NYC
Charter Revision Commission

আরও জানতে দেখুন:
CHARTER.NYC

নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও চেম্বার এক্সপো

শেলী জামান খান

"কোন্ বাণিজ্যে নিবাস তোমার
কহো আমায় ধনী,
তাহা হলে সেই বাণিজ্যের
করব মহাজনি।"

এ কবিতার মাধ্যমে আমাদের বিশ্বকবি ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রতি তার গভীর আগ্রহ ও স্বপ্নকে তুলে ধরেছিলেন। বাঙালির কবি বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার, এমনকি ভারত ভাগ হওয়ার আগেরই বাণিজ্যের মহাজনি করার কথা বলে গেছেন।

বিশ্বজুড়ে বাণিজ্য আর অর্থায়নের সূত্র ধরেই বাণিজ্য নগরী নিউইয়র্কের টাইমস স্কয়ারের ম্যারিয়ট মার্কুইস হোটেলে ২৬ সেপ্টেম্বর শুক্রবার হয়ে গেল চতুর্থ নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও চেম্বার এক্সপো ২০২৫।

বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের নিয়ে নিউইয়র্কসহ নানাপ্রান্ত থেকে ছুটে আসা ব্যবসায়ীদের এ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ট্রাম্প প্রশাসনের ব্যবসা-বাণিজ্যের শীর্ষ একজন কর্মকর্তা। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ এবং যুক্তরাষ্ট্রের ব্যবসা-বাণিজ্য দেখভালের সরকারি দপ্তর "স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন"-এর প্রধান কেলি ল্যাফলার। বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের কোনো অনুষ্ঠানে মার্কিন প্রশাসনের এমন শীর্ষ ব্যক্তির এবারের ছিল প্রথম পদার্পণ। বাংলাদেশ যে ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রযুক্তির বিশ্ববাজারে ক্রমশ ধর্তব্য হয়ে উঠেছে, কেলি ল্যাফলারের উপস্থিতি তাই প্রমাণ করে। তিনি উদ্বোধনী সভায় দাঁড়িয়ে বলেছেন, অভিবাসী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠানই মার্কিন অর্থনীতির প্রাণ। ট্রাম্প প্রশাসন আমেরিকার বাণিজ্যনীতি এমনভাবে সাজিয়েছে, যা স্থানীয় উদ্যোক্তা ও বাইরের উদ্যোক্তাদের জন্য নিশ্চিত মঙ্গল নিয়ে আসছে। স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ফিল্ড অফিস আমেরিকার সর্বত্র রয়েছে। এসব ফিল্ড অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে ব্যবসা-বাণিজ্যকে এগিয়ে নেওয়ার সুবর্ণ সুযোগ রয়েছে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

"অর্থনৈতিক সুযোগ সৃষ্টি: একসঙ্গে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণ"—এই ছিল এ বছরের প্রতিপাদ্য। এতে যোগ দিয়েছেন বিশ্বের নানা প্রান্তের ব্যবসায়ী, উদ্যোক্তা, নীতিনির্ধারক এবং বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি। বাংলাদেশ থেকেও অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন ব্যবসায়ী, নেতা এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা।

সকাল নয়টায় উদ্বোধনী পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হওয়ার কথা ছিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের পররাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. তৌহিদ হোসেন। একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা ছিল সমাজকল্যাণ এবং নারী ও শিশু বিষয়ক উপদেষ্টা শারমিন এস. মুরশিদ। বাংলাদেশ সরকারের এসব শীর্ষ দায়িত্বপ্রাপ্ত লোকজন জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে প্রধান উপদেষ্টার সঙ্গে সফরসঙ্গী হয়ে নিউইয়র্কে উপস্থিত ছিলেন। কোনো একটি পক্ষ প্রচার চালিয়েছিল, ম্যারিয়ট মার্কুইসে ব্যবসায়ীদের এক্সপোতে তারা উপস্থিত হলে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে। অনাকাঙ্ক্ষিত কোনো পরিস্থিতি এড়াতে, কাছে থাকার পরও তারা বাংলাদেশের এবং ইউরোপ-আমেরিকার ব্যবসায়ীদের এ এক্সপোতে যোগ দেওয়া থেকে বিরত থাকেন। অপপ্রচারকারী এ ক্ষেত্রে সফল হলেও দেশের পরিচালকরা উপস্থিত থাকলে ব্যবসা ও বিনিয়োগ নিয়ে নিজেদের কী করার তা যেমন ভাবতে পারতেন, তেমনি ব্যবসায়ীরাও তাদের সঙ্গে সংযোগে লাভবান হতে পারতেন। কেউ কেউ বাংলাদেশে বিনিয়োগ পরিস্থিতি নিয়ে সরাসরি সরকারের প্রতিনিধির কাছ থেকে জানার জন্য এ এক্সপোতে যোগ দিয়েছিলেন।

একের পর এক জরুরি বিষয়ভিত্তিক সেমিনার আলোচনা, নতুন প্রজন্মের উপস্থিতি, দ্রুত পরিবর্তনের প্রযুক্তি, ব্যবসার কৌশলের আন্তর্জাতিক বর্তমান বাস্তবতা—এসব নিয়েই দিনভর আলোচনা হয়েছে। এর মধ্যে কয়েকজনকে নিউইয়র্ক সিনেটের পক্ষ থেকে সম্মাননা দেওয়া হয়। অন্যান্যদের মধ্যে সম্মাননা স্মারক তুলে দেওয়া হয় বাংলাদেশ গার্মেন্টস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন এবং ইউরোপ থেকে এক্সপোতে যোগ দেওয়া এনটিভি ইউরোপের প্রধান নির্বাহী সাব্রিনা হোসেনকে। সমাজে অনন্য ভূমিকা রাখার এ জন্য সম্মাননা জানানো হয়। সম্মাননা প্রাপ্তির জবাবে দেওয়া প্রতিক্রিয়ায় সাব্রিনা হোসেন বলেন, আমেরিকায় বাংলাদেশিসহ অন্যান্য ব্যবসায়ীদের অনুষ্ঠানে যেখানে ট্রাম্প প্রশাসনের একজন শীর্ষ ব্যক্তির উপস্থিতিতে সম্মাননা গ্রহণ তাঁকে আপ্লুত করেছে বলে উল্লেখ করেন।

প্রথম পর্বের পুরো অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ও প্রধান নির্বাহী মার্ক জাফে। সকাল দশটা থেকে শুরু হয় নেতৃবৃন্দের বিশেষ আলোচনাসভা। আলোচনায় অংশ নেন মার্ক জাফে, বিজিএমইএ সভাপতি মাহমুদ হাসান খান, উদ্যোক্তা ও দাতা সৈয়দ জাকি হোসেন, ইতালি-বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি মোহাম্মদ ইরাদ আলী, যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশ ক্যাটারার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ওলি খান এমবিই, এনটিভি ইউরোপ অধ্যায়ের প্রধান নির্বাহী সাব্রিনা হোসেন এবং পোল্যান্ডের এইচএমসি অ্যান্ড বলকান বিসিসিআইয়ের প্রধান উপদেষ্টা মনসুর মাহবুব। আলোচনা পরিচালনা করেন বাংলাদেশ ইউএসএ চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রির সভাপতি ড. জিয়াউদ্দিন আহমেদ।

মার্ক জাফের পরিচালনায় শুল্কনীতি নিয়ে একটি বৈঠক বসে সকাল এগারোটায়। এতে বক্তব্য রাখেন বিজিএমইএ-এর সহসভাপতি মো. শাহাব উদ্দুজ্জা চৌধুরী, বাংলাদেশ দূতাবাসের অর্থনৈতিক মন্ত্রী ড. মো. ফজলে রাব্বি, নিউইয়র্ক সিটি মেয়রের আন্তর্জাতিক বিষয়ক দপ্তরের উপকমিশনার দিলিপ চৌহান, ইতালির প্যাসিফিক সি এসএএস-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক এমাদুর রহমান চৌধুরী, ইন্ডো-আমেরিকান চেম্বার অব কমার্সের প্যাট্রন ও ইন্ডো-আমেরিকান গ্লোবাল চেম্বার অব কমার্স ইউএসএ-এর চেয়ারম্যান মৃদুল পাঠক, মুসা জুট ফাইবারস লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. সাইফুল মালিক, এমএনআর সুইটার্স লিমিটেডের পরিচালক তাহসিন মোস্তফা এবং দৈনিক যুগান্তরের বিজ্ঞাপন বিভাগের মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ হুমায়ুন কবির।

অমিত পি. শাহের উপস্থাপনায় দুপুর দেড়টা থেকে বিকেল তিনটা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয় প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন বিষয়ক একটি সেমিনার। এতে অংশ নেন উজ্জ্বল রায়, ভেনেসা ফায়জুলিন, জাস্টিন চে, মেলভিন মানচাউ, লিন্ডা লি, বল কৃষ্ণ জোশি, সুয়োগ পরাজুলি, সুবীর সাহা, আবুবকর হানিপ এবং দিদারুল আলম।

মেধা এবং প্রজ্ঞার স্বীকৃতিস্বরূপ বিকেল তিনটায় অনুষ্ঠিত হয় একটি আন্তর্জাতিক সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। এই অনুষ্ঠানে সম্মানিত করা হয় নেপালের কনসাল জেনারেল দাহিরাম ভান্ডারি এবং নিউইয়র্ক সিটি হিস্পানিক চেম্বারের সভাপতি নিক লুগোকে।

পড়ন্ত বিকেলে অনুষ্ঠিত হয় পোশাক শিল্প বিষয়ক আলোচনা অনুষ্ঠান। এতে অংশ নেন মো. শাহাব উদ্দুজ্জা চৌধুরী, মো. মাইন উদ্দিন, শোহেল মিয়া, মো. সোহেল খান, মো. আল আমিন এবং মো. সেলিম আখতার খান। আলোচনার পরিচালনা করবেন রাইহানুল ইসলাম চৌধুরী।

বিকেলে "মেড ইন বাংলাদেশ" নামের একটি ফ্যাশন প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। ফ্যাশন সচেতন দর্শক ও ফ্যাশনপ্রেমীদের উপচে পড়া ভিড়ের মধ্যে নিউইয়র্কের পরিচিত মূলধারার মডেল মুনা যেমন ছিলেন, তেমনি ছিলেন বাংলাদেশি শাড়ি পরা ফার্মিস আখতার। বাংলাদেশি উজ্জ্বল রঙের শাড়ি পরা ফার্মিসকে অন্যান্য মডেল ও নিউইয়র্কের ফ্যাশন আইকনরা ঘিরে ধরেন। এ পর্বে প্রধান অতিথি ছিলেন গ্লোরিয়া স্টার কিন্স।

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন নাজনীন আহমেদ, কাজী হেলাল আহমেদ, গোলাম ফারুক ভূঁইয়া, কল্লোল আহমেদ, ফয়সাল আলম, আবু নোমান শাকিল, ফরিদ আলম মজুমদার, ইব্রাহীম চৌধুরী খোকন।

যেকোনো ধরনের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা কেবল ব্যবসা-বাণিজ্যের সুযোগ তৈরি করে না, তা প্রযুক্তি, সংস্কৃতি, কূটনীতির ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা তুলে ধরার জন্য এক অনন্য প্ল্যাটফর্ম। এই উদ্যোগের মাধ্যমে বিশ্বের প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের উপস্থিতি উভয়পক্ষের জন্যই ছিল ইতিবাচক। এই উদ্যোগ বাংলাদেশের মর্যাদাকে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে নিঃসন্দেহে।

প্রবাসী বাংলাদেশিরা শুধু সাংস্কৃতিক বা সামাজিক কর্মকাণ্ডে নয়, ব্যবসা-বাণিজ্যেও নিজেদের বলিষ্ঠভাবে তুলে ধরতে সক্ষম হচ্ছেন। নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা বাংলাদেশের জন্য গর্বের আয়োজন। বাংলাদেশিরা এখন আর কেবল শ্রমশক্তি নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য এবং অর্থনীতির ক্ষেত্রেও সৃজনশীল নেতৃত্বে এগিয়ে আসছেন। বাংলাদেশি স্বপ্ন, পরিশ্রম এবং আত্মবিশ্বাসের স্বার্থক রূপায়ন এই আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা।

দিনব্যাপী এই জাঁকজমকপূর্ণ আলোচনার সমাপ্তি ঘটে ব্যবসায়িক নেটওয়ার্কিং ও নৈশভোজের মাধ্যমে। দিনটি ছিল নিউইয়র্কের হেমন্তের রঙিন পাতার মতোই বর্ণিল, উষ্ণতায় ভরপুর। গ্লোরিয়া স্টার কিন্সের উজ্জ্বল উপস্থিতি সভাকে দ্যুতিময় করে তোলে।



চতুর্থ নিউইয়র্ক আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও চেম্বার এক্সপোতে অংশগ্রহণকারী অতিথিদের একাংশ

বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ ও বৈশ্বিক সংযোগের প্রভাব

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য এক্সপো

ডঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ

নিউইয়র্কে ২৬ সেপ্টেম্বর, ম্যানহাটান মারিয়ট মার্কুইসে অনুষ্ঠিত চতুর্থ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলা ও এক্সপো ২০২৫ বাংলাদেশের ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। এ মেলা আয়োজন করে বাংলাদেশ ইউএসএ চেম্বার অফ কমার্স। অনুষ্ঠানটিতে বাংলাদেশি ও আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নেতারা, নীতিনির্ধারক এবং বিভিন্ন চেম্বার অব কমার্সের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেথি ল্যাফলার, ট্রাম্প প্রশাসনের ইউএস স্মল বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের প্রধান। তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে স্থানীয় বা বিদেশি যেকোনো কোম্পানির জন্য ক্ষুদ্র ব্যবসার উন্নয়নের নতুন সুযোগ তৈরি হয়েছে। এর মাধ্যমে ব্যবসায়ীরা সহজে সংযোগ স্থাপন এবং নতুন বিনিয়োগের সুযোগ গ্রহণ করতে পারবেন।

সারা দিন চলা সেমিনারগুলোতে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞরা যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নৈতিক ব্যবহার ও উদ্ভাবন, বৈশ্বিক ব্যবসায়ী নেতাদের সঙ্গে সংযোগ, এবং বাংলাদেশের গার্মেন্টস খাতকে উন্নয়ন ও সমর্থন করার বিভিন্ন কৌশল নিয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখযোগ্য দিক হলো, প্রথমবারের মতো ইউরোপের NRB চেম্বার অব কমার্স এবং ব্যবসায়ী নেতারা — যুক্তরাজ্য, ইতালি, পোল্যান্ড ও কানাডা থেকে — অংশগ্রহণ করেন। তারা বাংলাদেশে বিনিয়োগ ও অর্থনৈতিক বৃদ্ধিতে সহযোগিতার জন্য একটি জোট গঠন করার প্রস্তাব রাখেন। বাংলাদেশি ব্যবসায়ী নেতাদের পাশাপাশি BGMEA-এর শক্তিশালী সমর্থনও এই উদ্যোগকে সফল করেছে।

অনুষ্ঠানে অন্যান্য আমেরিকান জাতিগত চেম্বার অব কমার্স, যেমন কোরিয়ান, দক্ষিণ আমেরিকান, ইতালিয়ান ও নেপাল চেম্বারও অংশগ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করে। দক্ষিণ আমেরিকান চেম্বারের সভাপতি বাংলাদেশি ব্যবসায়ীদের দক্ষিণ আমেরিকার বিভিন্ন দেশে বিনিয়োগ ও অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার আমন্ত্রণ জানান।

গ্রেটার নিউইয়র্ক চেম্বার অব কমার্স একটি নতুন ওয়েবসাইট তৈরি করবে, যাতে বাংলাদেশি গার্মেন্টস ও অন্যান্য পণ্যের ব্র্যান্ডগুলো তাদের ৩৫০০০ সদস্যসহ অন্যান্যদের কাছে পরিচিত করা যায়। এ উদ্যোগ বাংলাদেশের পণ্য এবং সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আরও দৃঢ়ভাবে তুলে ধরবে।

ফ্যাশন শিল্পেও বাংলাদেশি প্রভাব প্রদর্শনের জন্য বহু ফ্যাশন ডিজাইনার গ্রুপ ডিনারে অংশ নেন। খ্যাতনামা ফ্যাশন ডিজাইনার গ্লোরিয়া স্টার কিন-এর নেতৃত্বে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, বাংলাদেশি ফ্যাশন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং এর বাইরেও পরিচিত করা হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও ব্যবসায়িক স্বার্থ উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশি আমেরিকান অন্যান্য ব্যবসায়িক সংস্থা ও চেম্বারও সহযোগিতার আগ্রহ প্রকাশ করে। তবে আলোচ্য বিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো রেমিট্যান্স নীতি। বর্তমানে এটি বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সামাজিক ও চ্যারিটি সংস্থা, স্বাস্থ্যসেবা সংস্থা ইত্যাদিতে রেমিট্যান্স পাঠাতে বাধা সৃষ্টি করছে। ডলার রিজার্ভ কম থাকা অবস্থায় এবং বহির্বিশ্ব থেকে অর্থের প্রয়োজনীয়তার মধ্যে এই নীতির পরিবর্তন অত্যন্ত জরুরি।

দীর্ঘদিনের দুর্নীতি এবং এনআরবির কল্যাণ ও বিনিয়োগে "এক স্টপ সার্ভিস" দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখনও বাস্তবে রূপায়িত হয়নি। বাস্তবায়ন শীঘ্রই প্রয়োজন, যাতে NRB-এর বাংলাদেশে অংশগ্রহণে আত্মবিশ্বাস ফিরে আসে। এছাড়া সরকারি কর্মকর্তারা খুব কম অংশগ্রহণ করেন, যার ফলে তারা মূল সংযোগ থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেন। একটি সুস্পষ্ট নীতি প্রণয়ন করে সরকারকে NRB গ্রুপ ও নেতাদের সঙ্গে পরিচিত করা এবং শক্তিশালী সম্পর্ক গড়ে তোলা এখন অপরিহার্য।

কিছু ক্ষেত্রে স্বার্থপর মানুষ ভুল তথ্য ছড়ায়। তবে এসব সমস্যা সহজেই সমাধানযোগ্য যদি সবাই মিলেমিশে অংশগ্রহণের সুযোগ গ্রহণ করে এবং একে অপরের সহযোগিতার মাধ্যমে সর্বজনের উপকার নিশ্চিত করা হয়।

এই আন্তর্জাতিক মেলা প্রমাণ করলো, বাংলাদেশি ব্যবসায়ীরা কেবল শ্রমশক্তি নয়, ব্যবসা-বাণিজ্য ও অর্থনীতিতে সৃজনশীল নেতৃত্ব প্রদর্শনেও সক্ষম।

প্রফেসর ডাঃ জিয়াউদ্দিন আহমেদ, প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ ইউএসএ চেম্বার অফ কমার্স।

ইউটিউব ট্রাম্পের একটি মামলার নিষ্পত্তি করতে ২৪.৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধে রাজি

বিশেষ প্রতিনিধি

ইউটিউব কোম্পানি প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের একটি মামলার নিষ্পত্তি করতে ২৪.৫ মিলিয়ন ডলার পরিশোধে রাজি হয়েছে। ২০২১ সালের জানুয়ারিতে মার্কিন কংগ্রেস ভবনে হামলার পর ট্রাম্পের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট স্থগিত করার কারণে তিনি এই মামলা করেছিলেন। ২৯ সেপ্টেম্বর সোমবার আদালতের নথিতে এ তথ্য প্রকাশিত হয়।

এই সমঝোতার ফলে গুগল ট্রাম্পের দায়ের করা মামলাগুলো নিষ্পত্তি করা শেষ বড় প্রযুক্তি কোম্পানি হলো। এর আগে ২০২১ সালের জুলাইয়ে ট্রাম্প টুইটার (বর্তমানে এক্স), ফেসবুকের মালিক মেটা এবং গুগলসহ তাদের প্রধান নির্বাহীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছিলেন। অভিযোগ ছিল, এসব কোম্পানি রক্ষণশীল মতামতকে বেআইনিভাবে দমন করেছে। মেটা এবং এক্স চলতি বছরের শুরুতে ট্রাম্পের মামলার নিষ্পত্তিতে টাকা দিতে সম্মত হয়েছিল।

ইউটিউবের নিষ্পত্তি চুক্তি অনুযায়ী, ২২ মিলিয়ন ডলার ট্রাম্পের পক্ষ থেকে "ট্রাম্প ফর দ্য ন্যাশনাল মল"-এ যাবে। আদালতের নথি বলছে, এই তহবিলের অর্থে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্প যে ২০০ মিলিয়ন ডলারের বলরুম নির্মাণ করছেন, তাতে ব্যবহার করা হবে। ৯০ হাজার বর্গফুট আয়তনের এই ভবনটি ২০২৯ সালের জানুয়ারিতে ট্রাম্পের চার বছরের মেয়াদ শেষ হওয়ার অনেক আগেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করা হচ্ছে।



প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প

বাকি অর্থ মামলার অন্য বাদীদের মধ্যে বণ্টন করা হবে, যার মধ্যে রয়েছে কনজারভেটিভ পলিটিক্যাল অ্যাকশন কনফারেন্সের আয়োজক আমেরিকান কনজারভেটিভ ইউনিয়ন এবং মার্কিন লেখক নাওমি উলফ। ইউটিউব কোনো ধরনের অন্যায় স্বীকার করেনি এবং এই সমঝোতার ফলে তাদের পণ্য বা নীতিতে কোনো পরিবর্তন আসবে না।

ট্রাম্পের ইউটিউব অ্যাকাউন্ট ২০২১ সালে বন্ধ হয়নি, তবে নতুন ভিডিও আপলোডের ক্ষমতা স্থগিত করা হয়েছিল। ২০২৩ সালে তা পুনরুদ্ধার করা হয়। এ বছরের জানুয়ারিতে মেটা প্রায় ২৫ মিলিয়ন ডলার এবং ফেব্রুয়ারিতে এক্স প্রায় ১০ মিলিয়ন ডলার দিয়ে একই ধরনের মামলা নিষ্পত্তি করেছিল। মেটার নিষ্পত্তির অর্থের মধ্যে ২২ মিলিয়ন ডলার ট্রাম্পের প্রেসিডেন্সিয়াল লাইব্রেরির জন্য নির্ধারিত।



শাহরুখ খান এখন বিলিয়নিয়ার, যুক্ত হলেন 'হুরান' তালিকায়

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বলিউডের কিং খান শাহরুখ খান এবার আনুষ্ঠানিকভাবে বিলিয়নিয়ারদের কাতারে নাম লিখিয়েছেন। প্রথমবারের মতো তিনি 'এম৩ এম হুরান ইন্ডিয়া রিচ লিস্ট ২০২৫'–এ জায়গা করে নিয়েছেন। বুধবার (১ অক্টোবর) এনডিটিভি সহ একাধিক ভারতীয় সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, ৫৯ বছর বয়সী এই অভিনেতার মোট সম্পদের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১২ হাজার ৪৯০ কোটি রুপিতে, যা প্রায় দেড় বিলিয়ন ডলারের সমান। এর ফলে বলিউড তারকাদের মধ্যে শীর্ষ ধনী হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন তিনি ও তাঁর পরিবার।

গত বছরটি শাহরুখ খানের জন্য বিশেষ সফলতার ছিল। জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার জয়ের পাশাপাশি ব্যবসায়িক দিক থেকেও তিনি বিরল মাইলফলক ছুঁয়েছেন। ২০০২ সালে প্রতিষ্ঠিত তাঁর প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'রেড চিলিজ এন্টারটেইনমেন্ট' বলিউডে একাধিক হিট ছবি উপহার দিয়েছে এবং শাহরুখের সম্পদের বড় উৎস হয়ে উঠেছে।

এ ছাড়া শাহরুখের মালিকানাধীন 'নাইট রাইডার্স স্পোর্টস' আইপিএল দল কলকাতা নাইট রাইডার্স পরিচালনা করে। এই ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানও তাঁর বিপুল সম্পদের অন্যতম স্তম্ভ।

খানের সম্পদে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে তাঁর রিয়েল এস্টেট বিনিয়োগও বড় ভূমিকা রেখেছে। মুম্বাইয়ের বান্দ্রায় অবস্থিত তাঁর বাড়ি 'মান্নাত'-এর মূল্য প্রায় ২০০ কোটি রুপি। পাশাপাশি লন্ডনের পার্ক লেনে অ্যাপার্টমেন্ট, লস অ্যাঞ্জেলেসের বেভারলি হিলসের ভিলা, দিল্লি ও আলিবাগে সম্পত্তি, ইংল্যান্ডে ছুটি কাটানোর বাড়ি এবং দুবাইয়ে বিলাসবহুল বাসভবন তাঁর সম্পদ সাম্রাজ্যে যুক্ত হয়েছে।

শৌখিন শাহরুখের গাড়ির গ্যারেজও সমান সমৃদ্ধ। তাঁর সংগ্রহে রয়েছে ১২ কোটি রুপির বুগাটি ভেরন, সাড়ে ৯ কোটি রুপির রোলস রয়েস ফ্যান্টম, ৩ কোটি ২৯ লাখ রুপির বেন্টলি কন্টিনেন্টাল জিটি–সহ বিএমডব্লিউ, মার্সিডিজ–বেনজ, অডি ও রেঞ্জ রোভার ব্র্যান্ডের একাধিক গাড়ি।

শুধু চলচ্চিত্র নয়, ব্যবসা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও শাহরুখ খানের সাফল্য তাঁকে ভারতের শীর্ষ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্বদের মধ্যে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে।

বলিউডের অন্যান্য ধনী তারকাদের মধ্যে শাহরুখ খানের পর দ্বিতীয় স্থানে আছেন অভিনেত্রী জুহি চাওলা ও তাঁর পরিবার। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ৭ হাজার ৭৯০ কোটি রুপি। তাঁর সম্পদ বাড়ার ক্ষেত্রে নাইট রাইডার্স স্পোর্টসে শেয়ার বড় ভূমিকা রেখেছে।

তৃতীয় স্থানে রয়েছেন অভিনেতা ঋত্বিক রোশন। তাঁর সম্পদের পরিমাণ ২ হাজার ১৬০ কোটি রুপি। মূলত তাঁর লাইফস্টাইল ব্র্যান্ড এইচআরএক্স তাঁকে এই উচ্চতায় নিয়ে গেছে। চতুর্থ স্থানে আছেন চলচ্চিত্র নির্মাতা করন জোহর (১ হাজার ৮৮০ কোটি রুপি) এবং পঞ্চম স্থানে রয়েছেন অমিতাভ বচ্চন ও তাঁর পরিবার (১ হাজার ৬৩০ কোটি রুপি)।

NYSADC
NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE

NEW YORK SENIOR ADULT DAY CARE
নিউইয়র্ক সিনিয়র এডাল্ট ডে কেয়ার

WE HAVE MOST PROMINENT MLTC CONTACT

healthfirst Health Insurance for New Yorkers
CenterLight Health System
Anthem
Hamaspik MANAGED CARE
MetroPlusHealth
SWH Senior Whole Health





FUHAD HUSSAIN
LIFE & HEALTH INSURANCE AGENT



MOHAMMAD ZAHID ALAM
CHIEF FINANCIAL OFFICER



SHAH NAWAZ MBA
PRESIDENT & CEO

- We Provide Transportation for Pick-Up and Drop Off
- Both Halal and Vegetarian Food Option

সর্বোচ্চ সেবার
নিশ্চয়তা

CALL US NOW:
718-516-3425

A SISTER CONCERN OF
SHAH NAWAZ GROUP
SNG SHAH NAWAZ GROUP

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

CONTACT US:

Off: 718-516-3425
FAX: 646-568-6474
newyorksadc.com
intake@ny-sadc.com
116-33 Queens Blvd
Forest Hills, NY 11375
78-06 101 Ave, Suite C
Ozone Park, NY 11416

৭৩ বছর বয়সী ভারতীয় নারীকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে নির্বাসন, অভিবাসী সমাজে ক্ষোভ

উত্তর আমেরিকা অফিস



যুক্তরাষ্ট্রে তিন দশকেরও বেশি সময় বসবাসের পর ৭৩ বছর বয়সী ভারতীয় বংশোদ্ভূত এক নারীকে দেশে পাঠানো হয়েছে। হরজিত কৌর নামের এই নারী ১৯৯১ সালে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে দুই ছেলেকে নিয়ে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাড়ি জমান। এরপর থেকে তিনি আশ্রয়ের জন্য একাধিকবার আবেদন করলেও তা গৃহীত হয়নি।

গত ৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস) কর্মকর্তারা তাকে গ্রেপ্তার করে। হঠাৎ এই গ্রেপ্তারি অভিযানে কৌরকে ঘিরে শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ ও সহানুভূতির সঞ্চার হয়।

তার আইনজীবী দীপক আহলুওয়ালিয়া অভিযোগ করেছেন, কোনো অপরাধমূলক রেকর্ড না থাকা সত্ত্বেও কৌরকে অমানবিকভাবে আটক রাখা হয়। জর্জিয়ার একটি হোল্ডিং সেন্টারে তাকে ৬০ থেকে ৭০ ঘণ্টা মেঝেতে ঘুমাতে বাধ্য করা হয়, যদিও তার দুই হাঁটুতে কৃত্রিম জয়েন্ট প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল। অভিযোগ আরও আছে, ওষুধ খাওয়ার জন্য তাকে শুধু বরফ দেওয়া হয় এবং যে খাবার দেওয়া হয়েছিল তা খেতে না পারায় প্রহরীরা তার ওপর দোষ চাপায়। ১৯ সেপ্টেম্বর তাকে জর্জিয়ায় নেওয়া হয় এবং ২২ সেপ্টেম্বর ভারতে ফেরত পাঠানো হয়। ফলে তিনি পরিবারের সঙ্গে শেষবারের মতো দেখা করার সুযোগও পাননি।

আইস জানিয়েছে, কৌর ২০০৫ সালে অভিবাসন আদালতের বহিষ্কারের আদেশের বিরুদ্ধে একাধিকবার আপিল করলেও প্রতিবারই হেরে যান। দীর্ঘ প্রক্রিয়া শেষে সব আইনি পথ শেষ হয়ে যাওয়ায় এখন আদালতের আদেশ কার্যকর করা হয়েছে।

হরজিত কৌর সান ফ্রান্সিসকো বে এরিয়ার হারকিউলিসে বসবাস করতেন এবং প্রায় দুই দশক ধরে একটি শাড়ির দোকানে সেলাইয়ের কাজ করতেন। আশ্রয় আবেদন চলাকালীন তিনি বৈধভাবে কাজ করতে ও কর দিতে সক্ষম ছিলেন। তবে আবেদন প্রত্যাখ্যান হওয়ার পরও তিনি যুক্তরাষ্ট্রেই থেকে যান এবং প্রতি ছয় মাস অন্তর অভিবাসন দপ্তরে হাজিরা দিতেন।

ক্যালিফোর্নিয়ায় তাকে গ্রেপ্তার করার পর থেকে শিখ সম্প্রদায় বিক্ষোভ শুরু করে। সমালোচকরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের অভিবাসন দমন অভিযানে কেবল অপরাধীদের নয়, নিরপরাধ এবং প্রক্রিয়াগুলো মেনে চলা অভিবাসীরাও অন্যায়ভাবে টার্গেট হচ্ছেন।

বর্তমানে অভিবাসন আদালতগুলোতে প্রায় ৩৭ লাখ মামলা ঝুলে আছে। এই প্রেক্ষাপটে হরজিত কৌরের হঠাৎ বহিষ্কার অভিবাসী সমাজে অনিশ্চয়তা ও আতঙ্ক আরও বাড়িয়ে তুলেছে।



কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট পেত্রোর ভিসা বাতিল করল যুক্তরাষ্ট্র

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

‘বেপরোয়া এবং উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের’ অভিযোগে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট গুস্তাভো পেত্রোর ভিসা বাতিলের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর। শুক্রবার (২৬ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় রাত ১০টায় এক্সের এক পোস্টে এ তথ্য জানানো হয়েছে। খবর আল জাজিরার।

পোস্টে বলা হয়েছে, ‘আজ সকালে কলম্বিয়ার প্রেসিডেন্ট নিউ ইয়র্কের রাস্তায় দাঁড়িয়ে মার্কিন সেনাদের প্রতি আদেশ অমান্য করার এবং সহিংসতা উসকে দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। পেত্রোর এই বেপরোয়া এবং উসকানিমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য আমরা তার ভিসা বাতিল করবো।’

তবে কলম্বিয়ান প্রেসিডেন্ট ঠিক কী বলেছেন সেটা ওই পোস্টে উল্লেখ করা হয়নি। তবে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা গেছে, শুক্রবার নিউ ইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের বাইরে হাজার হাজার ফিলিস্তিনপন্থী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছেন তিনি। এসময় তাকে বক্তৃতা দিতে দেখা যায়।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সদর দপ্তরের বাইরে ইসরায়েলবিরোধী এক সমাবেশে গুস্তাভো পেত্রো বলেন, ‘আমি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেনাবাহিনীর সব সৈন্যদের জনগণের দিকে বন্দুক তাক না করার জন্য অনুরোধ করছি। ট্রাম্পের আদেশ অমান্য করুন। মানবতার আদেশ মেনে চলুন!’

SECURITY CAMERA
আপনার বাসা, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও কর্মস্থলে সিকিউরিটি ক্যামেরা লাগিয়ে, দেশ-বিদেশে যেখানেই থাকুন বাসায় বসে আপনার মোবাইল ফোনে লাইভ ভিডিও দেখুন



কোন মাসিক ফি ও হিডেন চার্জ নেই।
আমরা সবসময় ফোন রিসিভ করি
কম্পিউটার রিপিয়ার, সাউন্ড সিস্টেম ও অফিস নেটওয়ার্ককিং এর কাজ করি।
PH-929-257-2015
JOY SECURITY SYSTEM INC
170-05 Hillside Ave Jamaica, NY-11432

জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টারের সন্নিকটে বাংলাদেশি ডাক্তারদের দ্বারা পরিচালিত
মেডিকেল অফিস
We offer Quality Health Care
৮৭-৩১ ১৬৮ প্লেস, জ্যামাইকা নিউইয়র্ক-১১৪৩২
87-31, 168 Place, Jamaica NY 11432
৭১৮-২৯৭-৩২২০, ৭১৮-২৯৭-৩২২৬
718-297-3220, 718-297-3226



ডা: নাহরীণ মামুন এম.ডি
Board Certificed Internal Medicine & Women Health Expert
বাংলাদেশি মহিলা ডাক্তার
সময়: সোম, বুধ, শুক্র ও শনিবার সকাল ৯.৩০টা থেকে পূর্বের সময়ানুযায়ী



ডা: মো: ইউসুফ আল মামুন এম.ডি
Board Certified Geriatrics & Internal Medicine
(এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর, কুইন্স হসপিটাল সেন্টার)
সময়: মঙ্গল ও বৃহস্পতিবার বিকাল ৫টা থেকে ৮টা, শনিবার দুপুর ১২টা থেকে ৫টা

ডা: আহমেদ কে আসলাম এম.ডি
হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ (সকল প্রকার হার্ট ডিজিজের চিকিৎসা করেন)

আমাদের সেবা সমূহ:
- শারীরিক চেক আপ
- টি.এল.সি টেস্ট
- ডায়াবেটিস
- উচ্চ রক্তচাপ
- হাই কোলেস্টরেল

আমরা সকল প্রকার ইন্স্যুরেন্স গ্রহন করি
যাদের ইন্স্যুরেন্স নেই তাদের হ্রাসকৃত মূল্যে চিকিৎসা করা হয়
Help with insurance problems and new applications
মেডিকেইড ও ফ্যামিলি হেলথ প্লাস পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করে থাকি

All kinds of Medical Managements
PAP Smear, Blood Test, EKG Pregnancy Test, TB Test, TLC, Vaccinations
মহিলাদের সবধরনের শারীরিক চেকআপ, রক্তপরীক্ষা, ইকেজি, প্রেগনেন্সী টেস্ট
যক্ষা টেস্ট, টিকা এবং হজ্ব যাত্রীদের টিকা সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER
সেলস এবং রিপেয়ার
Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।
সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



ultra SIMPLE h2o T-Mobile univision mobile Lycamobile
Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

بسم الله الرحمن الرحيم
নিউইয়র্ক সিটির রেজিস্ট্রার কাজী
MATRIMONIAL SERVICE
NYC REGISTERED
মাওলানা নজরুল ইসলাম
খতিব মসজিদ আর রাইয়ান (MUNA Center of Jamaica)



MATRIMONIAL SERVICE
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib
Masjid AR-Raiyyan
196-43 Foothill Ave, Hollswood, NY 11423 11423
NYC REGISTERED
কাজী অফিস নিউইয়র্ক
MAULANA NAZRUL ISLAM
Khatib Masjid AR-Raiyyan
I Speak Bangla,Urdu,Arabic,English
Email: islam1072@gmail.com Phone: 347-251-2937
196- 43 Foothill Ave, Hollis, NY 11423

টাইমস স্কয়ার দুর্গা পূজা কমিটির সা.সম্পাদকের উপর হামলা

উত্তর আমেরিকা অফিস



নিউইয়র্কের ম্যানহাটনে টাইমস স্কয়ার দুর্গা পূজাকে কেন্দ্র করে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পূজা কমিটির সা. সম্পাদকের উপর হামলার ঘটনা ঘটেছে। এতে 'বেঙলি ক্লাব ইউএসএ'র সাধারণ সম্পাদক শক্তি দাশ গুপ্তা মারধরের শিকার হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন।

তিনি অভিযোগ করেন, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সম্পত্তি দখল ও হুমকির ঘটনায় অভিনেতা জায়েদ খানকে প্রশ্ন করার সময় সংগঠনের সভাপতি দীনেশ মজুমদারসহ কয়েকজন মিলে তাকে মারধর করেন এবং তার গলার চেইন, হীরের আংটি, ঘড়ি ও মানিব্যাগ ছিনিয়ে নেন।

ঘটনার পর তিনি পুলিশে কল দিয়ে মামলা দায়ের করেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিওতেও তাকে ধাক্কাধাক্কির পর হল থেকে বের করে দেওয়ার দৃশ্য দেখা গেছে।

এ ঘটনায় নিউইয়র্কের হিন্দু কমিউনিটিতে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে। কমিউনিটি নেতারা মন্তব্য করেছেন, সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও জায়েদ খানকে দুর্গাপূজার মতো ধর্মীয় অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো সনাতন সমাজের প্রতি অবমাননা।

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন নায়িকা ঋতুপর্ণা ঘোষ, নায়ক জায়েদ খান ও শিল্পী শুভ্রদেব।

মিশিগানে গির্জায় হামলাকারী সাবেক মার্কিন সেনা

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

আমেরিকার মিশিগানে গির্জায় হামলার ঘটনায় সন্দেহভাজন হামলাকারীর পরিচয় শনাক্ত করেছে পুলিশ। তিনি এক সময় মার্কিন সামরিক বাহিনীর মেরিন কোরে কর্মরত ছিলেন। সংবাদমাধ্যম এবিসি নিউজের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানা গেছে।

প্রতিবেদনে বলা হয়, মিশিগানে গির্জায় সন্দেহভাজন হামলাকারীর নাম থমাস জ্যাকব স্যানফোর্ড। ৪০ বছর বয়সী স্যানফোর্ডের বাড়ি মিশিগানের বার্টন শহরে। তিনি মার্কিন মেরিন কোরের সদস্য হিসেবে ২০০৪ সাল থেকে ২০০৮ সাল পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

গত রোববার মিশিগান অঙ্গরাজ্যের গ্র্যান্ড ব্ল্যাংক শহরের একটি গির্জায় হামলার ঘটনা ঘটে। হামলায় ঘটনাস্থলেই নিহত হন ৪ জন। এ ছাড়া আহত হন অন্তত ৮ জন।

পাত্র-পাত্রী চাই



আপনার স্বপ্নের জীবন সঙ্গী/সঙ্গিনী খুঁজে পাওয়ার জন্য একটি নির্ভরযোগ্য ম্যাচ মেকিং সার্ভিস। বাংলাদেশ, ইউএসএ, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসকারীদের সেবায় সদ্য নিয়োজিত।

যোগাযোগ :
JIBON SONGI
E-mail : jibonsongi2024.com
Phone : 281-912-7812
713-900-6023

বাড়ি ভাড়া

Jamaica 168 Street Merrick Blvd BP গ্যাস স্টেশনের পিছনে দুই-বেডরুম, এক-বাথরুম, একটি ড্রয়িং রুম ভাড়া only for Family (1st Floor). বিদ্যুৎ এবং গ্যাস সহ ভাড়া আলোচনার সাপেক্ষে. Parking Not included. যোগাযোগ: 347-301-5185 or 347-394-9554

পাত্রী চাই

৫৬ বছর বয়সী আমেরিকান সিটিজেন, ডিভোর্সড সুদর্শন ডাক্তার পাত্রের জন্য ঘটক অথবা সরাসরি যোগাযোগ করুন।
hmurshedmd@gmail.com
Phone: 850-886-9012

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ৪১ বছর বয়সী পাত্রীর জন্য ৪০ থেকে ৫৫ বছর বয়সী ইউএস সিটিজেন অথবা গ্রিনকার্ডধারী পাত্র চাই। পাত্রী ডিভোর্সড, ৯ বছর বয়সী কন্যা রয়েছে। পাত্রী শিক্ষিত এবং ভালো ফ্যামিলি থেকে আসা।
যোগাযোগ:
rbprinceton@yahoo.com
(732) 841- 2452

বাফেলোতে বাসা ভাড়া

বাসা ভাড়া দেওয়া হবে। ২ ফ্লোরে, ৩ বেড রুম, বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম এবং ১ ফ্লোর, ২ বেড রুম বড় লিভিং, ডাইনিং, কিচেন, বাথরুম। নর্থ আম্বারলেন্ড এভিনিউ, বাফেলো নিউ ওয়াক। বাংলাগুসারী, মসজিদ, বাস স্টপ সবকিছু অতি নিকটে। **যোগাযোগ-৯২৯৩২৮৫০৪২**

বিংহ্যামটনে বাড়ি বিক্রি

সিঙ্গেল ফ্যামেলী ১ লাখ ৭৫ হাজার, ৪ বেড দুই ফুল বাথ। সিঙ্গল ফ্যামেলী ১ লাখ ৮০ হাজার, দুই বাথ তিন বেড টু ফ্যামেলী ২ লাখ ৯০ হাজার, each floor তিন বেড, দুই বাথ।
যোগাযোগ ওনার, 718-791-5719

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত সুদর্শন শিক্ষিত ৪৭ বছরের ডিভোর্সি পাত্রের জন্য অনুর্ধ চল্লিশ সুশ্রি শিক্ষিতা পাত্রী চাই। ফোন: 516-728-7303

রুম শেয়ার

এলমহার্স্টে এপার্টমেন্টের একটি রুম দুইজন শেয়ার করে থাকার সুযোগ আছে। 929-395-4019, 347-353-2544

আবশ্যক

প্রথম আলো উত্তর আমেরিকায় মার্কেটিংয়ে পার্টটাইম কাজ করতে ইচ্ছুক আগ্রহী লোক আবশ্যক। ডিজিটাল মার্কেটিং জানা অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।
রিজ্যুমি: prothomalocm@gmail.com

বাবুর্চি আবশ্যক

জরুরি ভিত্তিতে অভিজ্ঞ বাংলা ও তান্দুরি খাবারের বাবুর্চি প্রয়োজন। স্থান: ল্যান্সডেল, পেনসিলভানিয়া। একটি স্বনামধন্য হালাল রেস্টুরেন্টে অভিজ্ঞ ও দক্ষ বাবুর্চি আবশ্যক, যিনি বাংলা ও তান্দুরি খাবার প্রস্তুতে পারদর্শী। থাকা ও খাবারের পূর্ণ ব্যবস্থা প্রদান করা হবে।
যোগাযোগ: ২৬৭-৭৩৬-৫০১১

জমি বিক্রয়

সিলেট শহরের ইসলামপুর (মেজর টিলা) এলাকায় জরুরি ভিত্তিতে জমি বিক্রয় করা হবে।
জমির পরিমাণ: ৯ শতক, চারপাশে দেয়ালঘেরা, দুইটি রাস্তার সংযোগ রয়েছে।
উপযুক্ত ক্রেতার জন্য এটি একটি আকর্ষণীয় সুযোগ
আগ্রহী ক্রেতাগণ নিম্নোক্ত নম্বরে যোগাযোগ করুন:
✆313-510-7025 (যুক্তরাষ্ট্র)
✆+880 1911-114402 (জুমাদ, বাংলাদেশ)

পার্টনার আবশ্যক

পেনসিলভিনিয়া York এ অবস্থিত Solar Panel ও Garment Factory এর জন্য পার্টনার এবং বিনিয়োগকারী আবশ্যক। EB5 বিনিয়োগ ভিসার আওতায় পরিবার শুদ্ধ গ্রিনকার্ডের সুযোগ আছে। যোগাযোগের ঠিকানা: 202-683-5854.
Email: amrsolarllc@yahoo.com

পাত্র চাই

Boston এর একটি private University থেকে pre-med শেষ করে বর্তমানে নিউইয়র্কে স্বনামধন্য হাসপাতালে RN হিসাবে কর্মরত, ফর্সা, উচ্চতা ৫-২", বয়স ২৭+ ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য উপযুক্ত পাত্র চাই। সিলেটি অগ্রগণ্য;
শুধুমাত্র অভিভাবকদের 917-518-5508 # এ যোগাযোগের অনুরোধ রহিল।

পাত্রী চাই

একজন নম্র ভদ্র শিক্ষিত ছেলের জন্য মুসলিম পাত্রী চাই। পাত্রী ডিভোর্স হলেও অসুবিধা নাই। শুধুমাত্র আগ্রহী পাত্রী কনটাক্ট করলে ভাল হয় যোগাযোগ: 929-407-7375

পাত্র চাই

ঢাকায় বসবাসরত ২৬ বছর বয়সী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত অবিবাহিত পাত্রীর জন্য ইউএসএ সিটিজেন বা গ্রীন কার্ড ধারী পাত্র চাই। যোগাযোগঃ অভিভাবক +8801713161616 (WhatsApp). E-mail: yousuf.snm@gmail.com

পাত্রী চাই

ইউএস সিটিজেন অবিবাহিত চাকুরিরত এমএস ইনিজনিয়ার ৫ ফুড ৯ ইঞ্চি ৩৩ বছর বয়স্ক ফর্সা পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। নিউইয়র্ক ও ঢাকায় বাড়ি আছে। 929-538-6313, 516-234-8517

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে হসপিটালে কর্মরত ৪১ বছর বয়স্ক একজন অবিবাহিত পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। পাত্র ইউএসএ সিটিজেন। ফোন 347-615-6567

পাত্র আবশ্যক

ধার্মিক পাত্রী বয়স ৩৮ এর জন্য পাত্র চাই। পাত্রীর পড়া লেখা B.S IN MATHEMATICS (UMD) M.S IN PROJECT MANAGEMENT (UMD) ইউ এস সিটিজেন পাত্রীর জন্য মুসলিম পাত্র চাই। যোগাযোগ: 301-537-9885

পাত্র চাই

শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত পরিবারের ২৬ বছরের হিজাবী, সিটিজেন, গ্র্যজুয়েট, চাকুরিরত পাত্রীর জন্য ২৮ থেকে ৩২ বছরের নামাজি, অবিবাহিত শিক্ষিত পাত্র চাই। 929-408-7691

পাত্র চাই

নিউইয়র্কে জন্ম নেওয়া ফার্মাসিষ্ট মেয়ের জন্য ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ফার্মাসিষ্ট বা এটর্নি পাত্র চাই। বয়স ২৯ থেকে ৩৩ এর ভেতরে এবং ইউএস সিটিজেন হতে হবে। একই সাথে নিউইয়র্কে জব থাকতে হবে 347-740-3872

ইমিগ্রেশনে সহযোগিতা

আমেরিকায় নতুন বা পুরাতন- আপনার দরকার ওয়ার্ক পারমিট, সোশ্যাল এবং ফাইনালি গ্রীনকার্ড। যেভাবেই এদেশে এসে থাকুন, যে অবস্থাতেই থাকুন না কেন- একটা ব্যবস্থা আমরা করে দেবই। দেশে থাকা আত্মীয়-বন্ধুকে আনতেও আমরা সহযোগিতার পথ দেখাই। ইমিগ্রেশনের যে-কোন জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য কল বা টেক্সট করুন (৭১৮) ৮৩৯-৫৮১২

ড্রাইভিং ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন

জ্যাকসন হাইটস্-এ **এআর ড্রাইভিং** স্কুলের জন্য একজন ইন্সট্রাকটর প্রয়োজন।
যোগাযোগঃ **৩৪৭-৪৫৯-৭০৯২**

চুক্তিতে ড্রাইভিং লাইসেন্স

১০০ ভাগ নিশ্চয়তাসহকারে ড্রাইভিং লাইসেন্স পাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়।
যারা বার বার ড্রাইভিং টেষ্ট দিয়ে বিফল হয়েছেন তাদের জন্য এটি একটি সুবর্ণ সুযোগ।
যোগাযোগ: সাঈদ–৯১৭–৮০৭–৪৮৫১

পাত্র চাই

কাপ্তাই কর্ণফুলী পেপার মিলস এলাকায় Born & Raise ১৯ দিনের শর্ট ডিভোর্সী পাত্রীর জন্য American Citizen & Green Card Holder পাত্র আবশ্যক। পাত্রীর বয়স ২৬ বছর। বড় ভাই 347-612-9207, বাবা 01912340475. (কল করুন দুপুর ২টা থেকে রাত ২টা পর্যন্ত)।

পাত্র চাই

পাত্র চাই উচ্চ শিক্ষিত পরিবারের US সিটিজেন পাত্রী কুইন্স কলেজ থেকে একাউন্টিং এ ব্যাচেলর সিটি জব রত (২৮) শিক্ষিত ও উপযুক্ত পাত্র চাই md_kayum@yahoo.com
Cell: 917-497-9508

পাত্রী চাই

নিউইয়র্কে বসবাসরত ৩২ বছর (৫-৬) (অনার্স) সুশিক্ষিত পাত্রের জন্য আমেরিকান সিটিজেন পাত্রী আবশ্যক। ডিভোর্সী হলেও সমস্যা নেই। যোগাযোগ: 516-247-8260
Email: jj1831847@gmail.com

হিন্দু পাত্র আবশ্যক

শিলিগুড়ি বসবাসরত এবং ব্যাঙ্গালোরে নার্সিং (৩য় বর্ষ)অধ্যয়নরত সুন্দরী পাত্রীর জন্য হিন্দু পাত্র আবশ্যক। যোগাযোগ: 347-235-7322 পাত্রীর মামা New York

পাত্র চাই

সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের পি.এইচ.ডি চাকরিজীবী (৩৪ + 5-6) সিটিজেন পাত্রীর জন্য, ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, পি.এইচ.ডি বা উপযুক্ত পাত্র চাই । যোগাযোগ: অভিভাবক 929-247-9441

পাত্র চাই

একজন ম্যাকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার সুন্দরী হিন্দু পাত্রীর জন্য পাত্র চাই। উচ্চতা ৫ ফুট ৫"। বয়স ২৭। যোগাযোগ: 347-641-8353, 718-200-6396

পাত্র চাই

পাত্রী আমেরিকান গ্রীনকার্ডধারী উচ্চশিক্ষীতা Sociology (ঢা. বি.)। সঙ্গত কারণে বিবাহ বিচ্ছেদ, নি:সন্তান। ৫০ উর্ধ্ব পাত্র চাই। আগ্রহী ইচ্ছুক পাত্র বা অভিভাবক যোগাযোগ করুন। zaibunnessa14@gmail.com

মেচম্যাকিং

দেশী মেচম্যাকিং (Deshi Match Making) একটি বিশ্বস্ত ম্যারেজ মিডিয়া। আমাদের আছে অনলাইন ও অফলাইন সিস্টেম। বাংলাদেশে ঢাকা, বনানীতে ও নিউইয়র্কে অফিস। যোগাযোগ: desipatropatri@gmail.com, রিমা আবেদীন (929-278-6294)

জীবনসঙ্গীর প্রত্যাশায়

মার্জিত, শিক্ষিত, প্রতিষ্ঠিত ও সিটিজেন (৪৪) একজন ব্যাচেলর পাত্র তার জীবন সঙ্গীর প্রত্যাশায়। জীবন খুব একটা জটিল না; আমরাই জীবনকে জটিল বানাই; আপনার বর্তমান জীবনযাত্রা যাইহোক না কেন? আত্মবিশ্বাস, খোলা মন ও আন্তরিকতার সাথে ছবি ও টেলিফোন নম্বর সহ যোগাযোগ করুন। (সকল প্রকার গোপনীয়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।) যোগাযোগ: (718) 524-9777, everlybrown@yahoo.com

LIBERTY BROKERAGE

GET YOUR INSURANCE FROM US WITH THE BEST RATE

Our Services

- TLC Insurance
- Private Auto Ins.
- Commercial Auto Ins.
- Home & Business Ins.
- DMV Express Service
- TLC Plate Rent
- TLC Base (Black & Green Cab)
- Defensive Driving Course Certificate



NYC Office:
41-05 69th Street,Woodside, NY-11377
Phone: 718-567-5600
www.libertybkg.com

DMV EXPRESS SERVICE

- NEW REGISTRATION & PLATE
- REGISTRATION RENEWAL
- DUPLICATE TITLE
- CUSTOM PLATES
- VEHICLE TRANSFER
- SURRENDER PLATES
- TLC NEW APPLICATION
- TLC PLATE RENEWAL








CONTACT US
+1 718-504-7300
extchallenger@gmail.com

Our Location :
41-05 69th Street
Woodside, NY 11377



টরন্টোতে প্রাণের আমেজে শারদীয় দুর্গোৎসব শুরু

টরন্টো প্রতিনিধি

কানাডার টরন্টো শহরে শুরু হয়েছে শারদীয় দুর্গোৎসব। শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) পূজা অর্চনার মধ্য দিয়ে উৎসবের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। আগামী বৃহস্পতিবার (২ অক্টোবর) বিজয়া দশমীর মাধ্যমে শেষ হবে এই উৎসব।

শহরের বিভিন্ন হিন্দু মন্দিরে আয়োজন করা হয়েছে পূজা অর্চনা, অঞ্জলি, ধুনুচি নাচ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, শারদ সুন্দরী প্রতিযোগিতা, সিঁদুর খেলা এবং মহাপ্রসাদ বিতরণ। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত ধূপ-ধুনো, ঢোল-করতাল আর উলুধ্বনিতে মুখরিত থাকে মন্দির প্রাঙ্গণ।

শিশু–কিশোর থেকে প্রবাসের শিল্পীরা সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেন। আবালবৃদ্ধবনিতা রঙিন সাজপোশাকে মেতে ওঠেন উৎসবের আনন্দে।

প্রবাসী হিন্দু সম্প্রদায় জানিয়েছেন, দুর্গোৎসব শুধু ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি হয়ে ওঠে এক মিলনমেলা—যেখানে সবাই একত্রিত হয়ে আবহমান ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে ধারণ ও উপভোগ করেন।

হামাস দোজখে মূল্য পরিশোধ করবে: ডোনাল্ড ট্রাম্প

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

গাজাভিত্তিক সশস্ত্র সংগঠন হামাসকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প চার দিনের আল্টিমেটাম দিয়েছেন। এই সময়ের মধ্যে গাজা সংকট নিয়ে তাঁর প্রস্তাবিত ২০ দফা শান্তি পরিকল্পনায় সাড়া না দিলে কঠোর পরিণতি ভোগ করতে হবে বলে তিনি সতর্ক করেছেন।

গত সোমবার (২৯ সেপ্টেম্বর) ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর সঙ্গে বৈঠকের পর হোয়াইট হাউস এই পরিকল্পনা প্রকাশ করে। এতে তাৎক্ষণিক যুদ্ধবিরতি, জিম্মিদের বিনিময়ে বন্দী মুক্তি, ধাপে ধাপে ইসরায়েলি সেনা প্রত্যাহার এবং একটি অন্তর্বর্তী আন্তর্জাতিক প্রশাসন গঠনের কথা বলা হয়েছে। পরিকল্পনায় গাজাকে 'উগ্রবাদমুক্ত ও সন্ত্রাসমুক্ত অঞ্চল' হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যও নির্ধারণ করা হয়েছে, যেখানে হামাস কোনোভাবেই ক্ষমতায় থাকবে না।

সংবাদ সম্মেলনে ট্রাম্প বলেন, হামাসের হাতে 'তিন থেকে চার দিন সময়' আছে। আলোচনার সুযোগও তেমন বেশি নেই বলে তিনি জানান। তাঁর ভাষায়, 'হামাস এটা করবে অথবা করবে না। আর যদি না করে, তবে এর সমাপ্তি হবে অত্যন্ত দুঃখজনক।'

পরে ভার্জিনিয়ার কোয়ান্টিকো মেরিন কর্পস ঘাঁটিতে প্রতিরক্ষা বিভাগের এক অনুষ্ঠানে ট্রাম্প আরও কঠোর ভাষায় বলেন, 'আমাদের শুধু একটিমাত্র স্বাক্ষর দরকার। আর যদি তারা সেই স্বাক্ষর না করে, তবে নরকে মূল্য পরিশোধ করতে হবে।'

তিনি স্পষ্ট করে দেন—হামাস পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যান করলে বা ভঙ্গ করলে ইসরায়েল তাঁর পূর্ণ সমর্থন পাবে।

এর আগে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু ট্রাম্পের পরিকল্পনার পক্ষে অবস্থান নিয়ে সতর্ক করেছিলেন—এই পরিকল্পনা হামাস প্রত্যাখ্যান করলে ইসরায়েল একাই কাজ শেষ করে ফেলবে।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো, আলোচনায় হামাসকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। পরিকল্পনায় সংগঠনটিকে সম্পূর্ণ নিরস্ত্র হওয়ার শর্ত দেওয়া হয়েছে, যা তারা দীর্ঘদিন ধরে প্রত্যাখ্যান করে আসছে।

তবে মধ্যস্থতাকারী কাতার ও মিসর গত ২৯ সেপ্টেম্বর রাতেই ট্রাম্পের প্রস্তাব হামাসের কাছে পৌঁছে দেয়। আলোচনার ঘনিষ্ঠ সূত্রগুলো জানিয়েছে, হামাস পরিকল্পনাটি সৎভাবে পর্যালোচনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। তাদের আনুষ্ঠানিক জবাব এখনো পাওয়া যায়নি।

CHAUDRI CPA P.C.
FINANCE, ACCOUNTING, TAX, AUDIT & CONSULTING
Sarwar Chaudri, CPA, MBA
ট্যাক্স একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
অহেতুক ঝামেলা এড়াতে
অভিজ্ঞ সিপিএ'র তত্ত্বাবধানে
ট্যাক্স ফাইলিং করুন
ব্যক্তিগত এবং বিজনেস ট্যাক্স ফাইলিং
অডিট, ফাইন্যানশিয়াল স্টেটমেন্ট, বুককিপিং
অ-লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠা, লাইসেন্স ও পে-রোল
আইআরএস এবং নিউইয়র্ক স্টেট ট্যাক্স
সমস্যা সমাধানে অভিজ্ঞ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
Individual and Business Tax
Audit, Financial Statement
Bookkeeping, Non-Profit
Business Setup, Licensing & Payroll
Specialized in IRS &
NYS Tax problem resolution
tax refund
Finance, Accounting, Tax Filing, Audit & Consulting
(Business & Not for Profit)
JACKSON HEIGHT OFFICE:
74-09 37th Ave, Bruson Building, Suite # 203
Jackson Height, NY 11372, Tel: 718-429-0011
Fax: 718-865-0874, Cell: 347-415-4546
E-mail: chaudricpa@gmail.com
BRONX OFFICE:
1595 Westchester Avenue
Bronx, NY 10472
Cell: 347-415-4546 / 347-771-5041
E-mail: chaudricpa@gmail.com

Save Yourself
This Tax Season
Nizamul Wahed Shahir, EA
Licensed Real Estate Agent
M.Com (Accounting)
ADMITTED TO PRACTICE BEFORE THE IRS ENROLLED AGENT
Authorized IRS e-file Provider
Mob : 347-498-5117
Tel : 917-775-6329
Fax : 716-780-8225
Email: ustaxbazaar@gmail.com
প্রফেশনাল ও নির্ভুল ট্যাক্স ফাইল বা আপনার ট্যাক্স সংক্রান্ত যেকোন প্রয়োজনে
আমরা যত্নবান ও আন্তরিক।
Tax Immigration Real Estate
Income Tax and Accounting Services For:
Individual, Sole Proprietor, Partnership, Corporation and LLC.
Sales and Payroll Tax Business Licenses and Setup FBAR and FATCA Filing
Notary Public Immigration Form Fill-Up Services
Credit Repair, Real State and much more...
Member of
NYSSEA New York State Society of Enrolled Agents
naea National Association of Enrolled Agents
184-02 Hillside Ave, Jamaica, NY-11432
162-11 89th Ave, 5B, Jamaica, NY-11432

হোম কেয়ার
আপনার আত্মীয় স্বজন, আপনজন ও অন্যান্যদের সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন
এতে কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই।
এবং আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
বেশি ঘন্টা ও সর্বোচ্চ পেমেন্ট পাবার জন্য আজই কল করুন
Mamun Ur Rashid
President
917-476-8914
PROHEALTH HOMECARE
(Ordinary People, Extra Ordinary Care)
PROHEALTH HOMECARE
375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218
Tel: 718-633-1112, Fax : 718-633-1117

বিমানবন্দরে দুর্ভোগ, যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি মালিককে সতর্ক নোটিশ

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশের বিমানবন্দরে দুর্ভোগ ও জনমনে বিরক্তি সৃষ্টির অভিযোগে যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি ও দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা এম এ মালিককে সতর্ক নোটিশ দেওয়া হয়েছে। বুধবার এক সতর্ক নোটিশে এম এ মালিককে দেওয়া হয়েছে বলে বিএনপির কেন্দ্রীয় দপ্তর সূত্র জানিয়েছে।

প্রসঙ্গত, বুধবার বিকেলে পৌনে ৪টার দিকে লন্ডন থেকে সিলেট আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অবতরণ করেন এম এ মালিক। পরে তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন।

বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে দেওয়া সতর্ক নোটিশে এম এ মালিককে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, আপনি বিদেশ থেকে দেশে আসা-যাওয়ার সময় হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বা সিলেট ওসমানী বিমানবন্দরে আপনাকে স্বাগত ও বিদায় জানানোর সময় অসংখ্য লোক সমাগম করেন, যা অপরিণামদর্শী কাজ এবং তাতে জনদুর্ভোগ তীব্রতর হয়। আপনার অবিবেচনাপ্রসূত এই কর্মকাণ্ডে বিমানবন্দরে অসংখ্য যাত্রীকে বিড়ম্বনা ও কষ্টকর পরিস্থিতির মধ্যে পড়তে হয়।



যুক্তরাজ্য বিএনপির সভাপতি এম এ মালিক

সতর্ক নোটিশে বলা হয়, ইতোপূর্বেও আপনি বিমানবন্দরে মাত্রাতিরিক্ত লোক সমাগম ঘটিয়ে বিমানবন্দর এলাকার আশেপাশের সড়কগুলোতে তীব্র যানজটের সৃষ্টি করেন। দলের একজন দায়িত্বশীল নেতা হিসেবে আপনার এ ধরনের লোক সমাগম সাংগঠনিক নীতির পরিপন্থি, যা দৃষ্টিকটু ও জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

নোটিশে আরও বলা হয়েছে, আপনাকে নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, এখন থেকে আপনার দেশে আসা ও বিদেশে যাওয়ার সময় বিমানবন্দরগুলোতে জনদুর্ভোগ সৃষ্টি করে এমন লোক সমাগম ঘটালে বিএনপি আপনার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হবে।

ওয়ার্ল্ড বাংলা

শেষ পৃষ্ঠার পর

ছিলেন অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন জাকির এইচ চৌধুরী, মইনুদ্দিন ও মাজেদা উদ্দিন। আয়োজনের নেতৃত্ব দেন ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের প্রেসিডেন্ট এম এন জামান লাল্টু।

অনুষ্ঠানের প্রোগ্রাম কমিটিতে দায়িত্ব পালন করেন খাইরুল ইসলাম খোকন, লিটন চৌধুরী, গোলাম মোস্তফা, মাতাবুর রহমান, কবির উদ্দিন, হেলালুর রহমান ও এমডি তুহিন। উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সায়েদ আজাদ। সাংস্কৃতিক পর্বে নিউইয়র্কের পরিচিত বাংলাদেশি শিল্পীরা সংগীত পরিবেশন করেন। মেলার পৃষ্ঠপোষকতা করে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এবং মিডিয়া পার্টনার ছিল সাপ্তাহিক 'ঠিকানা'।

অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী বলেন, "প্রবাসীরা আমেরিকার মাটিতেও বাংলাদেশের সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এ ধরনের মেলার মাধ্যমে নতুন প্রজন্মের কাছে আমাদের ঐতিহ্য তুলে ধরা সম্ভব হচ্ছে।"

আয়োজক এম এন জামান লাল্টু বলেন, "প্রবাসে আমরা যুগ যুগ ধরে এই মেলার আয়োজন করে আসছি। এটি কেবল উৎসব নয়, আমাদের ভ্রাতৃত্ব ও ঐক্যের প্রতীক।"

জামায়াতের আমিরের সঙ্গে ব্রাজিল রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

ঢাকা ডেস্ক

বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত ব্রাজিলের রাষ্ট্রদূত মি. পাওলো ফারনান্দো দিয়াস ফেরেস সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। আজ বুধবার (১ অক্টোবর) দুপুর ১২টায় রাজধানীর বসুন্ধরাস্থ জামায়াতের আমিরের কার্যালয়ে এ সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হয়।

বৈঠকটি অত্যন্ত আন্তরিক ও হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকের শুরুতে রাষ্ট্রদূত জামায়াতের আমির শফিকুর রহমানের স্বাস্থ্যের খোঁজখবর নেন এবং তাঁর পরিপূর্ণ সুস্থতা কামনা করেন।

সাক্ষাৎকালে বাংলাদেশ ও ব্রাজিলের পারস্পরিক সম্পর্ক, সহযোগিতা, উন্নয়ন এবং উভয় দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। ভবিষ্যতে বাংলাদেশের প্রতি ব্রাজিলের দৃঢ় সমর্থন থাকার কথা পুনর্ব্যক্ত করা হয়।

আ.লীগের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কথা বলেননি প্রধান উপদেষ্টা

ঢাকা ডেস্ক

আওয়ামী লীগের কার্যক্রমের ওপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কোনো কথাই প্রধান উপদেষ্টা বলেননি বলে জানিয়েছেন প্রেস সচিব শফিকুল আলম। এক প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, যিনি প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকারটি অনুবাদ করেছেন, সেখানে একটি ভুল বোঝাবুঝি হয়েছে। প্রধান উপদেষ্টা কখনই বলেননি যে আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে থাকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হচ্ছে। তিনি কেবল আওয়ামী লীগের স্ট্যাটাস সম্পর্কে তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, প্রধান উপদেষ্টা কোনোভাবেই উল্লেখ করেননি যে, নির্বাচনের আগে আওয়ামী লীগের ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হবে। অনুবাদে যদি কোনো বক্তব্য আংশিকভাবে বা প্রেক্ষাপট ছাড়াই নেয়া হয়, তাহলে তা ভুল অর্থ প্রকাশ করতে পারে। সামগ্রিকভাবে দেখা গেলে বোঝা যায়, প্রধান উপদেষ্টা আওয়ামী লীগের নিষেধাজ্ঞা বা কার্যক্রমে কোনো ছাড়ের কথা বলেননি এবং এ বিষয়ে কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ নিয়ে প্রেস সচিব বলেন, এটি একটি অনুবাদজনিত সমস্যা। পিআইবির বাংলা ফ্যাক্ট চেক বিষয়টি যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করেছে। প্রধান উপদেষ্টার বক্তব্য স্পষ্ট- আওয়ামী লীগের ওপর বর্তমান থাকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার কোনো কথা তিনি বলেননি। নিষেধাজ্ঞা যেখানে আছে, সেখানে থাকবে। সরকারের কোনো পরিকল্পনাই নেই আওয়ামী লীগের কার্যক্রমে থাকা নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার।

তিনি বলেন, নির্বাচন কমিশনও সেই প্রেক্ষাপটে আওয়ামী লীগের ওপর একটি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে, ফলে তারা নির্বাচন করতে পারবে না। এটি স্পষ্ট এবং পরিষ্কার। শফিকুল আলম বলেন, অনুবাদকারীরা প্রায়ই কোনো বাক্যের আগের প্রসঙ্গ দেখেন না। একটি বাক্যকে প্রেক্ষাপট ছাড়া (আউট অব কনটেক্সট) নেয়া হলে ভুল অর্থ ফুটে উঠতে পারে। এই ক্ষেত্রে যে মেসেজটি তৈরি হয়েছে, তা সঠিক নয় এবং বিভ্রান্তিকর।

আগামী জাতীয় নির্বাচনে কোনো অনিশ্চয়তা আছে কিনা, এমন প্রশ্নের জবাবে প্রেস সচিব বলেন, কোনো অনিশ্চয়তা নেই। আমরা আশা করি, জুলাইয়ের সংশ্লিষ্ট সনদ দ্রুত স্বাক্ষরিত হবে। আমাদের রাজনৈতিক দলগুলো তখন নির্বাচনে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করবে।

সাংবাদিক মেহেদি হাসানকে প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া সাক্ষাৎকার নিয়ে রিজভীর প্রশ্ন

ঢাকা ডেস্ক



রুহুল কবির রিজভী

বিএনপির জ্যেষ্ঠ যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, জাতিসংঘের সভায় প্রধান উপদেষ্টার দেওয়া বক্তব্য জনমনে প্রশ্ন তুলেছে। তিনি সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আল-জাজিরাকে বলেছেন, অনেকে তাঁকে পাঁচ বছর ক্ষমতায় থাকার কথা বলেছেন। এ ধরনের বক্তব্য দিয়ে তিনি কী বার্তা দিচ্ছেন?

বুধবার রাজধানীর শেরেবাংলা নগরে বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ জিয়াউর রহমানের সমাধি প্রাঙ্গণের লেকে মাছের পোনা ছাড়ার পর সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে তিনি এ কথা বলেন।

নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮০তম অধিবেশনের ফাঁকে আল-জাজিরার টক শো 'হেড টু হেড'-এর উপস্থাপক, সাংবাদিক ও মিডিয়া কোম্পানি জেটিওর প্রতিষ্ঠাতা মেহেদি হাসানকে প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস বলেছিলেন, 'এমন মানুষও রয়েছে, যারা বলছে, আপনি ৫ বছর থাকুন, ১০ বছর থাকুন, ৫০ বছর থাকুন। সুতরাং মানুষ নানা ধরনের কথাই বলে। তারা বলে নির্বাচনের দরকার কী? কার নির্বাচন দরকার?'

জেটিওকে দেওয়া প্রধান উপদেষ্টার সাক্ষাৎকারের তিন মিনিটের একটি ক্লিপ গত সোমবার রাতে প্রচার করা হয়।

ড. ইউনূসের ওই বক্তব্যের সমালোচনা করে রিজভী বলেন, প্রধান উপদেষ্টা কত দিন ক্ষমতায় থাকবেন, তা জনগণের আকাঙ্ক্ষার ওপর নির্ভর করবে। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে যখন একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতি ছিল, সেই সময়েই তিনি ফেব্রুয়ারির নির্বাচন বিষয়ে নিশ্চিত করেছেন। এখন আবার প্রধান উপদেষ্টা তাঁর ক্ষমতায় থাকা নিয়ে যে কথা সাংবাদিকদের বলেছেন, এতে মানুষের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হচ্ছে।

রিজভী বলেন, দেশের ব্যাংকগুলো খালি হয়ে গেছে। সবাই ভেবেছিল, প্রধান উপদেষ্টার দেশ-বিদেশে অনেক যোগসূত্র রয়েছে। তাই বিদেশ থেকে অর্থনৈতিক লোন আসবে। কিন্তু গত এক বছরে কেউ কিছু দেয়নি। দেশের ব্যাংকগুলো একেবারেই শূন্য।

এ সময় ইসলামি দলগুলোর আন্দোলন প্রসঙ্গে বিএনপির এ নেতা বলেন, ইসলামি দলগুলো জনগণের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর জন্য আন্দোলনে নামার ঘোষণা দিয়েছে। কিন্তু জনগণ পিআর চান না। জনগণ তাঁর ভোট তাঁর পছন্দের প্রার্থীকে দেবেন—এটাই স্বাভাবিক নিয়ম, এটাই প্রচলিত, এটাই চলবে।'

যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড ১ কোটি ৪০

শেষ পৃষ্ঠার পর

প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সম্প্রতি আমেরিকান ইমিগ্রেশন কাউন্সিল জানায়, অনথিভুক্ত অভিবাসীদের বৈধ কাগজপত্র বা স্থায়ী বাসিন্দার মর্যাদা পাওয়ার প্রক্রিয়া অনেকটাই অচল হয়ে পড়েছে। এর ওপর প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সময় থেকে নতুন বিধিনিষেধ আরোপ হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। কাতো ইনস্টিটিউট নামের যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক এক গবেষণা প্রতিষ্ঠান বলছে, "যুক্তরাষ্ট্রে বৈধ অভিবাসন লটারিতে জেতার মতোই দুর্লভ।" তাদের হিসাবে, যারা যুক্তরাষ্ট্রে আসতে চান, তাদের মধ্যে এক শতাংশেরও কম মানুষ বৈধভাবে সুযোগ পান।

বৈধ হওয়ার তিন প্রধান পথ

যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে অভিবাসনের জন্য মূলত তিনটি পথ রয়েছে—কর্মসংস্থান, পরিবার পুনর্মিলন এবং মানবিক সুরক্ষা। কর্মসংস্থানের ভিসা সাধারণত ব্যতিক্রমী দক্ষতা ও উচ্চশিক্ষার ব্যক্তিদের জন্য সীমিত এবং এতে প্রতিষ্ঠানিক স্পন্সর প্রয়োজন হয়। পরিবারভিত্তিক ভিসায় মার্কিন নাগরিকরা তাদের বাবা-মা, স্ত্রী-সন্তান বা ভাই-বোনকে আবেদন করতে পারেন, তবে সেখানেও বার্ষিক কোটা ও দীর্ঘ অপেক্ষার বাধা রয়েছে। মানবিক সুরক্ষা বা আশ্রয় (অ্যাসাইলাম) পাওয়ার নিয়ম আরও কঠোর; এখানে আবেদনকারীদের জাতি, ধর্ম, রাজনৈতিক মত বা সামাজিক পরিচয়ের কারণে নিপীড়নের প্রমাণ দেখাতে হয়। ট্রাম্প প্রশাসন এসব প্রক্রিয়া আরও সীমিত করেছে এবং আশ্রয় প্রার্থীদের আবেদন সহজেই খারিজ করার সুযোগ বাড়িয়েছে।

দীর্ঘ ইতিহাসে দ্বিধাদ্বন্দ্ব

যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসন নিয়ে দ্বিমুখী নীতি নতুন কিছু নয়। ১৮৮২ সালের চাইনিজ এক্সক্লুশন অ্যাক্ট থেকে শুরু করে ১৯২০-এর দশকের ইউরোপীয় অভিবাসনে কোটা আরোপ—সবই প্রমাণ করে দেশটি কখনো অভিবাসীদের স্বাগত জানিয়েছে, আবার কখনো কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বা ভিয়েতনাম যুদ্ধের পর নির্দিষ্ট শরণার্থী গ্রহণ কর্মসূচি চালু হলেও তা সংখ্যায় সীমিত ছিল। বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অভিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটির বেশি, তবে মাথাপিছু হারে দেশটি ধনী দেশগুলোর মধ্যে ৩৫তম অবস্থানে।

বৈধ হওয়ার ঝুঁকি

যারা বহু বছর ধরে অনথিভুক্ত অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করছেন, তাদের জন্য বৈধ হওয়ার সুযোগ আরও কঠিন। কোনো অভিবাসী যদি ছয় মাস থেকে এক বছরের বেশি সময় অবৈধভাবে অবস্থান করেন, তাহলে দেশ ছাড়ার পর অন্তত তিন বছর যুক্তরাষ্ট্রে ফেরার অনুমতি পান না। এক বছরের বেশি অবৈধ অবস্থান করলে এই নিষেধাজ্ঞা হয় দশ বছরের। ফলে বৈধ হওয়ার চেষ্টা করতে গেলেই বড় ঝুঁকি তৈরি হয়।

রাজ্যভিত্তিক চিত্র

মার্কিন রাজ্যগুলোতেও বিপুলসংখ্যক অনথিভুক্ত অভিবাসী রয়েছেন। শুধু পেনসিলভানিয়ায় প্রায় ১ লাখ ৫৩ হাজার এবং নিউ জার্সিতে প্রায় ৪ লাখ ৪০ হাজার অনথিভুক্ত অভিবাসী আছেন। ফিলাডেলফিয়া শহরেই অন্তত ৪৭ হাজার অনথিভুক্ত অভিবাসী বসবাস করেন।

পিউ রিসার্চের তথ্য অনুযায়ী, ২০২১ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে অনথিভুক্ত অভিবাসীর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও ২০২৪ সালের মাঝামাঝি থেকে প্রবৃদ্ধি কমতে শুরু করে। বাইডেন প্রশাসন সীমান্তে আশ্রয় আবেদন বন্ধ করায় এবং পরবর্তীতে ট্রাম্প প্রশাসনের সময়ে বহিষ্কার কার্যক্রম জোরদার হওয়ায় সাম্প্রতিক সময়ে সংখ্যায় কিছুটা হ্রাস পেলেও তা এখনো ২০২৩ সালের তুলনায় বেশি।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বৈধ অভিবাসনকে প্রায় অসম্ভব করে রাখার কারণে অনথিভুক্ত অভিবাসনের প্রবণতা বেড়েছে। অথচ সাধারণ ধারণায় এখনও বলা হয়, "আইনগত লাইনে দাঁড়ালেই বৈধ হওয়া সম্ভব।" বাস্তবে যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমান কাঠামোয় অধিকাংশ অভিবাসীর জন্য সে সুযোগ আদৌ নেই।

নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বাস কমিশনের

শেষ পৃষ্ঠার পর

হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন বাংলাদেশি–আমেরিকান কমিউনিটির সুপরিচিত মুখ শামসুল হক। এডুকেশনাল পলিসি প্যানেলের চেয়ারম্যান গ্রেগ ফকলনার তাঁকে এই গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে নিয়োগ দিয়েছেন। কমিশনের কাজ হবে দীর্ঘদিন ধরে চলমান নানা সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করা—স্কুল বাসের দেরি, ভুল বোঝাবুঝি, আনা–নেওয়ার অনিয়ম এবং অভিভাবকদের নিত্যদিনের ভোগান্তি।

বাংলাদেশি আমেরিকান পুলিশ অ্যাসোসিয়েশনের সাবেক সভাপতি ও কো–ফাউন্ডার শামসুল হক দীর্ঘদিন নিউইয়র্ক সিটি পুলিশ ডিপার্টমেন্টে সুনামের সঙ্গে কাজ করে সম্প্রতি লেফটেন্যান্ট পদ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। পেশাগত জীবনে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দেওয়া এই প্রবাসী বাংলাদেশি এখন নিজেকে উৎসর্গ করেছেন জনসংগঠন ও শিক্ষাবিষয়ক কার্যক্রমে।

কমিশনের কার্যক্রম শুরু হবে শিক্ষা বিভাগ (ডিওই) এবং এডুকেশনাল পলিসি প্যানেলকে সুস্পষ্ট সুপারিশ দেওয়ার মাধ্যমে। অভিভাবক, শিক্ষক, বাস কোম্পানি, ইউনিয়ন এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষকে নিয়ে একটি কার্যকর ও নিরাপদ পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলাই এই কমিশনের প্রধান লক্ষ্য।

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার বাঘা ইউনিয়নের সন্তান শামসুল হক শৈশবে পরিবারের সঙ্গে আমেরিকায় অভিবাসী হন। তিনি নিউইয়র্ক সিটি ইউনিভার্সিটির বোর্ড অব ট্রাস্টিজ কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেছেন। কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জনকারী এই শিক্ষানুরাগী দুই সন্তানের অভিভাবক। শিক্ষা ও কমিউনিটিভিত্তিক কাজে তাঁর দীর্ঘ সম্পৃক্ততা এবং অভিভাবক হিসেবে বাস্তব অভিজ্ঞতা তাঁকে কমিশনের নেতৃত্বে বিশেষভাবে যোগ্য করে তুলেছে।

দায়িত্ব গ্রহণের পর শামসুল হক বলেন, "আমাদের লক্ষ্য হলো শিক্ষার্থীদের জন্য নিরাপদ, সময়মতো এবং নির্ভরযোগ্য পরিবহন নিশ্চিত করা।" পরে নিজের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে তিনি আরও লেখেন—"বন্ধুরা, আমাকে নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বাস ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বিশেষ কমিশনের চেয়ার হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। আমি কমিশনের সহকর্মী সদস্য, শিক্ষা বিভাগ, অভিভাবক, বাস কোম্পানি, ইউনিয়ন এবং অন্যান্য স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে কাজ করব। আমাদের কাজ শেষে আমরা এডুকেশনাল পলিসি প্যানেলের কাছে সুপারিশ জমা দেব। আপনাদের মতামত ও পরামর্শ আমার জন্য ভীষণ মূল্যবান হবে।"

বাংলাদেশি–আমেরিকান কমিউনিটির জন্য এই দায়িত্ব এক গর্বের বিষয়। শিক্ষার্থীদের জন্য একটি সুষ্ঠু পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলা শুধু অভিভাবক বা শিক্ষকদের নয়, পুরো সমাজেরই দাবি। শামসুল হকের নেতৃত্বে এই কমিশনের কাজ সফল হলে নিউইয়র্ক সিটির অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা এক নতুন স্বস্তির অভিজ্ঞতা লাভ করবে বলে আশা করা হচ্ছে।

ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন

শেষ পৃষ্ঠার পর

কমবেশি ইসরায়েলিদের পক্ষে থাকা হারকে ছাড়িয়ে গেছে।

জরিপে দেখা গেছে, এখন ৩৪ শতাংশ ভোটার ইসরায়েলিদের পক্ষে এবং ৩৫ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে সহানুভূতিশীল। বাকিরা (৩১ শতাংশ) নিরপেক্ষ বা দ্বিধাগ্রস্ত। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর হামলার পর যেখানে ৪৭ শতাংশ ইসরায়েল এবং ২০ শতাংশ ফিলিস্তিনিদের পক্ষে ছিলেন, সেখানে এ ফলাফল ছিল একরকম বিপর্যয়শীল পরিবর্তন।

বড় অংশের ভোটারই এখন ইসরায়েলকে অতিরিক্ত অর্থনৈতিক ও সামরিক সহায়তা দেওয়ার বিরোধিতা করছেন। জরিপে প্রায় আড়াই-তৃতীয়াংশই বলেছেন, গাজায় সামরিক অভিযান বন্ধ করা উচিত, তা সামগ্রিক লক্ষ্য হাসিল করুক বা না করুক এবং বাকি বন্দিদের মুক্তি পাওয়া না-ও থাকতে পারে। এছাড়া ৪০ শতাংশ বলেছেন, ইসরায়েল ইচ্ছাকৃতভাবে বেসামরিক নাগরিকদের হত্যা করছে। যা ২০২৩ সালের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি।

দলের ভেতরও বড় বদল দেখা গেছে, ডেমোক্র্যাটদের মাঝে ফিলিস্তিনিদের প্রতি সহানুভূতি ব্যাপকভাবে বাড়েছে। এখন ৫৪ শতাংশ ডেমোক্র্যাট ফিলিস্তিনিদের পক্ষে, যেখানে মাত্র ১৩ শতাংশ ইসরায়েলের পক্ষে। বিশেষত শ্বেতাঙ্গ, কলেজ-শিক্ষিত এবং প্রবীণ ডেমোক্র্যাটদের ভেতর এ পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। অন্যদিকে রিপাবলিকানদের মধ্যে ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন এখনও বেশি। তবে তাদের মধ্যেও ইসরায়েলের প্রতি সমর্থন ২০২৩ সালের তুলনায় কিছুটা কমেছে। তখন ৭৬ শতাংশ সমর্থন করেছিল, এখন তা ৬৪ শতাংশে নেমে এসেছে।

জরিপের নমুনা ও সময়: ২২ থেকে ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রে নিবন্ধিত মোট ১,৩১৩ জন ভোটারের মধ্যে এই জরিপ পরিচালিত হয়। ফলাফলগুলোই ইঙ্গিত দেয় যে ঐতিহ্যগতভাবে যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েল সম্পর্কের প্রতি জনগণের অবস্থা পরিবর্তনের পথে রয়েছে। যা ভবিষ্যৎ নীতি, সাহায্য ও কূটনৈতিক অবস্থানের ওপর প্রভাব ফেলতে পারে।





মিশিগানে ঈদে মিলাদুন্নবী উপলক্ষে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

পার্থ সারথী দেব, মিশিগান থেকে

যুক্তরাষ্ট্রের মিশিগানের হ্যামট্রাম্যাক শহরে ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.) উপলক্ষে অনুষ্ঠিত হলো চতুর্থ আন্তর্জাতিক মাহফিল ও বর্ণাঢ্য র‍্যালি। রোববার (২১ সেপ্টেম্বর) সুন্নী অ্যালায়েন্স অব নর্থ আমেরিকার উদ্যোগে দিনব্যাপী এই আয়োজনে প্রবাসী মুসলিমরা একত্রিত হয়ে বিশ্বনবীর (সা.) প্রতি তাঁদের ভালোবাসা প্রকাশ করেন।

শহরের হলব্রুক সড়কের আইডিয়াল ইসলামিক সেন্টার থেকে বাদ জোহরের পর র‍্যা লি শুরু হয়ে প্রধান সড়কগুলো প্রদক্ষিণ করে পুনরায় ইসলামিক সেন্টারের সামনে এসে শেষ হয়। এতে বিভিন্ন দেশের শত শত নারী-পুরুষ অংশ নেন। শিশু-কিশোরদেরও অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। অংশগ্রহণকারীরা নবীর (সা.) শানে রচিত কবিতা আবৃত্তি করেন এবং নানা রঙের ফেস্টুন ও প্ল্যাকার্ড বহন করেন।

র‍্যালি দেখতে শহরবাসী সড়কের দুই পাশে দাঁড়ান। তারা এ আয়োজনে ধর্মীয় আবেগ ও ঐক্যের প্রকাশ দেখেন।

অনুষ্ঠানে যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্য থেকে আগত ধর্মীয় বক্তা ও চিন্তাবিদরা মহানবীর জীবন, ইসলামের শান্তির বার্তা এবং ধর্মীয় শিক্ষার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করেন। এছাড়া স্থানীয় সিটি কাউন্সিলম্যানরাও এ আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন।

নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন এরিক অ্যাডামস

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক


এরিক অ্যাডামস

নিউইয়র্ক সিটি মেয়র আসন্ন মেয়র নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন বর্তমান মেয়র এরিক অ্যাডামস। রোববার সামাজিক মাধ্যমে প্রকাশিত ভিডিও বার্তায় তিনি এই ঘোষণা দেন।

ভিডিও বার্তায় অ্যাডামস বলেন, সহিংস অপরাধ কমানো এবং শহরের উন্নয়নে কিছু সাফল্য থাকলেও 'অবিরাম গণমাধ্যমের জল্পনা' এবং নির্বাচনী তহবিল না পাওয়ায় তিনি প্রচারণা চালিয়ে যেতে পারবেন না। তিনি সতর্ক করেন, স্থানীয় সরকারকে ব্যবহার করে কিছু "বিভাজনমূলক এজেন্ডা" চাপানো হচ্ছে। এ সময় তিনি আর মেয়র নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না বরে ঘোষণা করেন।

অ্যাডামস সরাসরি কোনো প্রার্থীকে সমর্থন না করলেও সাবেক গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো এবং ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জোহরান মামদানি দৌড়ে নতুন প্রতিক্রিয়া তৈরি হতে পারে। কুওমো নিজেকে একমাত্র কেন্দ্রীয় প্রার্থী হিসেবে তুলে ধরছেন যিনি মামদানিকে হারাতে পারেন। মামদানি যদি নির্বাচিত হন, তবে ৩৩ বছর বয়সে তিনি শহরের ইতিহাসে সবচেয়ে কনিষ্ঠ এবং প্রগতিশীল মেয়র হবেন।

রিপাবলিকান প্রার্থী কার্টিস স্লিওয়া এখনও নির্বাচনে রয়েছেন, তবে তার প্রার্থিতা দলীয় দিক থেকে ঝুঁকিপূর্ণ। সাবেক প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প সম্প্রতি তাকে "প্রাইম টাইম প্রার্থী নয়" বলে মন্তব্য করেছেন।

অ্যাডামসের রাজনৈতিক জীবন গত বছর নানা দুর্নীতি ও ঘুষের অভিযোগে প্রভাবিত হয়েছে। তার সহকর্মীরা পদত্যাগ করেছেন এবং ফেডারেল দুর্নীতি মামলার কারণে সমালোচনার মুখে পড়েছেন। যদিও পরবর্তীতে ট্রাম্প প্রশাসন মামলাগুলি প্রত্যাহার করে দেয়, তারপরও অ্যাডামসের পুনর্নির্বাচনের সুযোগ সীমিত ছিল।

নিউইয়র্কের গভর্নর ক্যাথি হোকুল অ্যাডামসের নির্বাজন থেকে সরে আসার পর অ্যাডামসের প্রশংসা করে বলেন, তিনি চার বছরের মেয়র হিসাবে শহরকে আগের চেয়ে ভালো অবস্থায় রেখে যাচ্ছেন। নির্বাচন কেবল কয়েক মাস দূরে থাকায়। এখন এই পদক্ষেপ শহরের রাজনীতিতে নতুন গতি আনতে পারে।

ভারতের বিরুদ্ধে ৫০ লাখ যুবক যুদ্ধ করবে: আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে কোনো আপস হবে না বলে জানিয়েছেন জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আবদুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের।

এ সময় ভারতের সঙ্গে যুদ্ধের প্রসঙ্গ তুলে তিনি দাবি করেন, 'আমাদের কমপক্ষে ৫০ লাখ যুবক ভারতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার যুদ্ধ করবে।'

শনিবার (২৭ সেপ্টেম্বর) যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে বাংলাদেশ আমেরিকান অ্যাসোসিয়েশনের (কোবা) উদ্যোগে আয়োজিত গণসংবর্ধনা অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

ডা.তাহের বলেন, 'অনেকে বলে জামায়াত ক্ষমতায় এলে ভারতের হামলার আশঙ্কা রয়েছে। আমি বলেছি দোয়া করতেছি এরা যেন ঢুকে পড়ে। ভারত ঢুকলেই আমাদের সেই বদনাম যাবে, যা ১৯৭১ সালে চাপানো হয়েছিল। তখন



আমরা প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে প্রমাণ করার একটা সুযোগ পাব।'

এই জামায়াত নেতা বলেন, 'পাশের দেশের লোক ঢুকলে আওয়ামী লীগ কখনো তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ তো করবেই না বরং সহযোগিতা করবে। তাহলে যুদ্ধ করলে সংগঠিত শক্তি হলাম আমরা। তখন আমরা হবো খাঁটি মুক্তিযোদ্ধা।'

তিনি বলেন, 'কমপক্ষে ৫০ লাখ যুবক তো ভারতের বিরুদ্ধে স্বাধীনতাযুদ্ধে আসবে। তাদের দুই ভাগ করে দেব।

এক ভাগ গেরিলা যুদ্ধে অংশ নেবে, বাকিরা বিস্তৃত এলাকায় ছড়িয়ে পড়বে।' রাসূল (সা.)-এর গাজওয়া সম্পর্কিত হাদিসের বাস্তবায়ন তখন মহাপরিকল্পনা হয়ে দাঁড়াবে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

যাকাতের অর্থনৈতিক ব্যবহারের প্রসঙ্গেও তিনি বক্তব্য দেন। তার মতে, অফিসিয়ালি যাকাত আদায় হলে তিন থেকে চার বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে দারিদ্র্য দূর করা সম্ভব। সেই অর্থ দিয়ে কর্মসংস্থান তৈরি ও ব্যাবসায়িক উদ্যোগ নেওয়ার পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন তিনি।

প্রবাসীদের অবদানের প্রশংসা করে জামায়াতের নায়েবে আমির বলেন, 'আন্দোলন-সংগ্রামে প্রবাসীরা সব সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। যারা প্রাণ দিয়েছেন, কলমে লড়েছেন, ইতিহাসে তারা সম্মানের আসনে থাকবেন।'

জে.এম. আলম মাল্টি সার্ভিসেস ইনক্
ট্যাক্স
পারসনাল ট্যাক্স
বিজনেস ট্যাক্স
সেল্‌স ট্যাক্স
বিজনেস সেটআপ
AUTHORIZED IRS e-file PROVIDER
ইমিগ্রেশন
ফ্যামিলি পিটিশন
সিটিজেনশীপ আবেদন
গ্রীণকার্ড নবায়ন
সব ধরনের এফিডেভিট
আলম টুর এন্ড ট্রাভেলস
AIR TICKET
-Emirates - Qatar Airways - Etihad Airways - Turkish Airlines - Saudia & More
(646) 685-3785, (212) 810-0449
E: Alamttravels@gmail.com, WWW.Alamtourandtravels.com
Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider
ঘরে বসেই প্রিয়জনদের সেবার মাধ্যমে
প্রতি ঘন্টা ২১.০০ ডলার পর্যন্ত উপার্জন করুন
কোন প্রশিক্ষনের প্রয়োজন নেই এবং
আমরা কোন ফি চার্জ করি না।
Jahangir M Alam
President & CEO
72-26 Roosevelt Ave, 2nd Fl, Suite # 201, Jackson Heights, NY 11372
Office: (718) 433-9283, Cell: (212) 810-0449
E: jmalamms@gmail.com (347) 891-7070

ভিজিট (B1B2), ষ্টুডেন্ট (F1), ট্রানজিট (C1) বা অন্য যে-কোন ভিসায়
কিংম্বা বর্ডার (EWI) দিয়ে আমেরিকায় আগতদের বৈধতার বিষয়ে ফ্রি পরামর্শ
এসাইলাম এর মাধ্যমে ৭ মাসের মধ্যে ওয়ার্ক পার্মিট ও সোসাল সিকিউরিটি
নিউ ইয়র্কে সম্পূর্ণ বিনাখরচে (ভিজিটরসহ অন্য যে-কোন আনডকুমেন্টেডদের) চিকিৎসা সুবিধে পেতে মেডিকেল ইন্সুরেন্স
E2 EB3 L1A EB5 SIJS VAWA POLITICAL ASYLUM
আমেরিকান সিটিজেন বিয়ে করার পরও যদি গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যায় পরে যান - নিশ্চিন্তে চলে আসুন আমাদের কাছে।
আমরা গ্রীনকার্ড এবং সিটিজেনশীপ এপ্লিকেশনও প্রসেস করি। স্পাউসের অসহযোগীতার পরও ২ বছরের 'কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ড' থেকে 'কন্ডিশন' রিমোভ করে গ্রীনকার্ড পেতে সমস্যা হলে আমাদের সংগে যোগাযোগ করুন। বিয়ের মাধ্যমে পাওয়া কন্ডিশনাল গ্রীনকার্ডটি পারিবারিক সমস্যা বা অশান্তি অথবা কোন ভুলের কারণে টিকিয়ে রাখা ঝুঁকিপূর্ণ হলে- নিশ্চিন্তে আমাদের সংগে কথা বলুন।
এসাইলাম | ওয়ার্ক পার্মিট (EAD) | সোসাল সিকিউরিটি (SSN) | ভাওয়া (VAWA) | গ্রীনকার্ড | সিটিজেনশীপ
ইবি-থ্রি (এমপ্লয়মেন্ট বেইজড গ্রীনকার্ড) ভিসায় এডজাস্টমেন্ট বা বাংলাদেশে বসবাসরতদের ইবি-থ্রি'তে আমেরিকায় নিয়ে আসতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নিজস্ব কোম্পানী রেজিষ্ট্রেশন, নিজ নামে ইআইএন প্রাপ্তি ও ব্যাংক একাউন্ট; এবং নতুন ব্যবসা শুরু করতে যাবতীয় সহায়তা করি।
আমেরিকায় নতুন এসে থাকলে আমাদের সংগে অন্তত একবার কথা বলুন -
গ্যারান্টি দিচ্ছি এদেশে আপনার চলার পথ অনেকটাই মসৃণ ও সহজ হয়ে উঠবে
Old Club Man Corporation
www.oldclubman.com
(212) 814-4068
16222 87th Road, JAMAICA, NY 11432

তারুণ্যের দিশেহারা ভবিষ্যৎ: নতুন সরকার কি জ্বালাতে পারবে ভরসার আলো?

আবু বকর হানিপ



দিনকয়েক আগে ফেসবুকে একটি স্ক্রিনশটসহ পোস্টে চোখ আটকে যায়। সেখানে এক ফ্রান্স-প্রবাসী বাংলাদেশি লিখেছেন, তিনি ১২ ঘণ্টা উবার চালিয়ে আয় করেছেন ১৬৯ ইউরো—বাংলাদেশি টাকায় প্রায় ২১ হাজার টাকা। এই আয়ে তিনি সন্তুষ্ট, এবং জানিয়েছেন—এজন্যই তিনি জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পাড়ি দিয়ে ইউরোপে এসেছেন। কারণ তার বিশ্বাস, দেশে থাকলে এক মাসেও এই ২১ হাজার টাকা আয় করতে তাকে হিমশিম খেতে হতো।

তার এই বক্তব্যে সন্দেহ নেই, বাস্তবতার প্রতিফলন আছে। কিন্তু জীবনের ঝুঁকি নিয়ে সাগর পথে বিদেশে যাত্রা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য সমাধান নয়। অথচ ওই যুবকের কাছে মনে হয়েছে—এভাবেই যেন তার জীবনের সব হিসাব মিলে গেছে। বাস্তব কি সত্যিই তাই? নিশ্চয়ই না। বরং এমন ঝুঁকিপূর্ণ বিদেশ যাত্রা নিরুৎসাহিত করাই শ্রেয়।

কিন্তু প্রশ্ন হলো—আমাদের যুবসমাজ করবে কী? বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কাজ পাচ্ছে না। আর পেলেও সেটি তাদের যোগ্যতার তুলনায় অনেক কম মানের, আয়ও সামান্য। তাই ফ্রান্সে ১২ ঘণ্টা খেটে ১৬৯ ইউরো কামানোই ওই যুবকের কাছে সবচেয়ে বড় অর্জন মনে হচ্ছে। অথচ সেটি আসলে ওই দেশের ন্যূনতম মজুরি মাত্র।

এরপরেও সকলে বিদেশেই ছুটতে চায়। সম্প্রতি ব্রিটিশ কাউন্সিলের 'নেক্সট জেনারেশন বাংলাদেশ'-এর তৃতীয় সিরিজের গবেষণা প্রতিবেদনে নানা শ্রেণি-পেশার ১৮ থেকে ৩৫ বছর বয়সি তিন হাজার ৮১ জন ব্যক্তির সাক্ষাৎকারভিত্তিক তথ্য-উপাত্ত তুলে ধরা হয়। এতে বলা হয়, উচ্চশিক্ষা গ্রহণ ও চাকরির প্রয়োজনে বিদেশে যেতে চায় বাংলাদেশের ৫৫ শতাংশ তরুণ। চিন্তা করা যায় একটি দেশের ৫৫ ভাগ তরুণ বিদেশে চলে যেতে চায়! ঐ গবেষণায়ই দেখা গেছে, দেশে বেকারত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে ৪২ শতাংশ তরুণ। ফলাফল কি? কর্মহীন ও উচ্চশিক্ষিত, স্বল্প বা আধাশিক্ষিত এই বিপুল তরুণ জনশক্তি কোথাও কাজে লাগতে না পারায় তাদেরই ৩২ শতাংশ বিভিন্ন অপরাধে জড়িয়ে পড়ছে। সে অপরাধের তুলনায় সাগর পারি দিয়ে বিদেশে গিয়ে কামাইয়ের চেষ্টা অবশ্য কমই উদ্বেগের।

এখানে আমি আরেকটি প্রশ্ন তুলতে চাই। আমাদের তারুণ্য যখন বিদেশে যায়, তারা কি শুধু উবার চালাবে, অথবা হোটেল-রেস্টুরেন্টে কাজ করে বাংলাদেশের তুলনায় কিছু বেশি আয়ের গর্বে সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট দেবে? নিশ্চয়ই নয়! তাহলে তারা করবে কী? পড়াশোনা শেষে বাংলাদেশের তরুণদের গন্তব্য কোথায় হবে? তাদের ভবিষ্যৎই বা কীভাবে নির্ধারিত হবে? এসব প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছিল মাথায়, আর সেখান থেকেই চোখে পড়ল বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর ২০২৩ সালে পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদন। এতে দেখানো হচ্ছে, বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে প্রায় ৪০ শতাংশই স্রেফ নিষ্ক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। অর্থাৎ তারা পড়াশোনা, কর্মসংস্থান কিংবা কোনও ধরনের প্রশিক্ষণেও নেই। ছেলেদের চেয়ে এই নিষ্ক্রিয়তার হার আবার দেড়গুণেরও বেশি মেয়েদের মধ্যে। সে হার ৬০ দশমিক ৮৫ শতাংশ।

তারুণ্য নিয়ে আমাদের গর্ব আছে। সকল আন্দোলন সংগ্রামে তারুণ্যই সবচেয়ে বেশি শক্তি যুগিয়েছে। আর ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্টের গর্বতো আমরা সারাক্ষণই করি। শিক্ষায় মেয়েদের এগিয়ে যাওয়া নিয়েও গর্ব কম নয়। কিন্তু দেশের তরুণ শ্রেণি যে বেকারত্বের ভারে ন্যুব্জ, এবং ক্রমাগত অন্যায়-অপরাধে ঝুঁকে পড়ছে তার প্রমাণ হিসেবে উপরের পরিসংখ্যানগুলোই কি যথেষ্ট নয়? এসব দেখে আর গর্বের লেশমাত্র থাকে না!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে—কেন এই ছেলেমেয়েরা চাকরি পাচ্ছে না? কেন তারা থেকে যাচ্ছে বেকার বা আংশিক বেকার? কেন নামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর ডিগ্রি নিয়েও তারা কর্মহীন হয়ে বসে আছে? সে সব প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চোখ ফেলতে হবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার দিকেই। একে ত্রুটি বলতে চাই না, তবে এটুকু বলতে চাই—আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় এমন কিছু ঘাটতি আছে, যা এই বিপুল সংখ্যক শিক্ষিত বেকার তৈরির জন্য দায়ী। সেই ঘাটতি কী? আমার ২৫ বছরের অভিজ্ঞতা থেকে আমি স্পষ্ট করে বলতে পারি—কর্মমুখী শিক্ষার অভাবই এ বেকারত্বের মূল কারণ।

অনেকেই বলতে পারেন- কর্মমুখি শিক্ষাতো হচ্ছেই। আমাদের কারিগরি শিক্ষা আছে, ভোকেশনাল ট্রেনিং রয়েছে। কিন্তু আমি বলবো- সেটা মোটেও যথেষ্ট নয়। উপরের পরিসংখ্যানই তার প্রমাণ। আমাদের এখন উচিত সাধারন শিক্ষাক্রমেই পরিবর্তন আনা। অর্থাৎ স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়েই এই দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষা নিশ্চিত করা। যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি পেরিয়েই, কিংবা পেরোনোর আগেই কোনো একটি কাজে যোগ দিতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসরুম থেকেই তারা শিখবে কর্মক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় দক্ষতাগুলো।

বর্তমান সরকারের কাছে এই প্রত্যাশাই ব্যক্ত করছি। বলছি, বিষয়টি নিয়ে আর বসে থাকার সময় নেই। দক্ষতাভিত্তিক শিক্ষাক্রম এখন সময়ের প্রয়োজন। আপনার শিক্ষার্থী যদি স্রেফ একটি ডিপ্লোমা কিংবা সনদ হাতে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে আসে, তারা সেই সনদ দেখিয়ে চাকরি পাবে না। এ যুগে কেউ পায় না। যে কোনো নিয়োগদাতা প্রথমেই জানতে চায়- এই চাকরি প্রার্থীটি কি পারে? কোন কাজটিতে তার দক্ষতা রয়েছে? কাজে যোগ দিয়েই সে কি সক্ষম প্রতিষ্ঠানের জন্য কোনো অবদান রাখতে? লেখাপড়ার ফাঁকে এই দক্ষতা অর্জন হয়তো সম্ভব। কিন্তু তার প্রয়োজন কেনো- বিশ্ববিদ্যালয়ইতো পারে ক্লাসরুম থেকে এই দক্ষতাটুকু শিখিয়ে দিতে। সে জন্যই পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাক্রমে। পরিবর্তন আনতে হবে শিক্ষাদানের পদ্ধতিতে।

যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজিতে আমরা এই পদ্ধতির প্রয়োগে সফলতা পাচ্ছি। এখানে শিক্ষার্থীরা ক্লাসরুম থেকে বিষয়ভিত্তিক গভীর আলোচনা যেমন করতে পারছে, তেমনি ল্যাবভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় বিষয় সংশ্লিষ্ট দক্ষতাও পাচ্ছে হাতে কলমে। আমাদের শিক্ষকরা একাধারে স্কলার এবং ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট। বর্তমানে ইন্ডাস্ট্রিতে সক্রিয় রয়েছেন, এমন স্কলাররাই আসছেন ক্লাসরুমে। ইন্ডাস্ট্রিতে তাদের গড় অভিজ্ঞতা ১৮ বছর। ফলে তারা তাদের স্কলারি জ্ঞান ও যোগ্যতার পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে নিত্যদিনের দক্ষতাও শেয়ার করতে পারছেন ক্লাসরুমে। শিক্ষার্থীরা পাচ্ছে ইন্ডাস্ট্রির সবশেষ উৎকর্ষের তথ্য ও দক্ষতা। ক্লাসরুমটিই হয়ে উঠছে কর্মক্ষেত্রের রেপ্লিকা। এতে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে কর্মক্ষেত্রের উপযোগী হয়ে। এটি একটি ব্লেন্ডেড মডেল। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা তৈরি হচ্ছে তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের জন্যও। ডিগ্রি-স্কিল-ক্যারিয়ার, বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ট্রিপল মিশন মাথায় রেখেই এমন শিক্ষা পদ্ধতির নকশা তৈরি করা হয়েছে। এর সার কথা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাশ করে শিক্ষার্থীরা আর এন্ট্রিলেভেল জব খুঁজবে না। বরং তারা কাজ শুরুই করবে মিড কিংবা সিনিয়র পর্যায় থেকে। এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অর্জিত ডিগ্রি ও স্কিল ব্যবহার করেই তারা এগিয়ে যাবে উন্নত ক্যারিয়ারের পথে।

বস্তুতঃ এন্ট্রি লেভেলের কাজগুলো এখন আর নেই বললেই চলে। জেনেরেটিভ এআই'র দখলে চলে গেছে সে সব কাজ। স্রেফ এআই এজেন্ট ব্যবহার করে কাজগুলো করিয়ে নিচ্ছে কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানগুলো। এতে প্রাথমিক ধাপের সাধারণ কাজ আর ব্যক্তি-মানুষের জন্য থাকছে না। তাহলে মিড বা সিনিয়র পর্যায়ের কাজগুলোই ভরসা। আর সে কারণেই এই বিশেষ মডেল কার্যকর হয়ে উঠছে।

এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়কে যে কাজটি করতে হয়েছে তা হচ্ছে- শিক্ষাক্রমে কিছু পরিবর্তন আনা। সময়ের সবচেয়ে উপযোগী ও আগামী দিনের জন্য প্রয়োজনীয় বিষয়গুলোকে কারিকুলামে অন্তর্ভূক্ত করে নেয়া। অর্থাৎ দক্ষতা তৈরির বিষয় ও টুলসগুলোকে, কিংবা ল্যাবভিত্তিক কার্যক্রমগুলোই পাঠ্যসূচির অংশ। এতে বিভিন্ন বিষয় ও টুলসভিত্তিক ল্যাব গ্রেডেড অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে শিক্ষার্থীরা চর্চা করছে এবং শিখছে সরাসরি হাতেকলমে। পদ্ধতিটি আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় এটি একটি মডেল হিসেবেই আজ স্বীকৃত। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয় ডব্লিউইউএসটির সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে এই মডেল ব্যবহার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশে বর্তমানে ৫৭টি পাবলিক, ১১৬টি প্রাইভেট ও ৩টি ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি রয়েছে। এরা সকলেই চাইলে এই মডেল ব্যবহার করতে পারে।

আমি আমার দুই যুগের বেশি সময়ের অভিজ্ঞতার আলোকে বাংলাদেশের জন্য দক্ষতা অর্জনের শীর্ষ খাতগুলো চিহ্নিত করতে পারি। যার প্রথমেই জোর দেবো কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বিষয়ক কোর্স চালু করার ওপর। এআই'র কারণে সৃষ্ট ধাক্কা সামলাতে শিক্ষার্থীদের এআই এর সর্বোচ্চ ব্যবহারই শিখতে হবে হবে সবার আগে। এছাড়া অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আরও ১৫টি প্রধান খাত হতে পারে-

১. কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (AI) – এজেন্টিক এআই, কম্পিউটার ভিশন, ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং

২. মেশিন লার্নিং (ML) ও ডিপ লার্নিং – প্রেডিক্টিভ অ্যানালাইসিস, অটোমেশন মডেল

৩. ডেটা সায়েন্স ও বিগ ডেটা – ডেটা অ্যানালাইসিস, ডেটা ইঞ্জিনিয়ারিং, বিজনেস ইন্টেলিজেন্স

৪. তথ্যপ্রযুক্তি ও সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট – প্রোগ্রামিং, সাইবার সিকিউরিটি

৫. ক্লাউড কম্পিউটিং ও ডেভঅপস – AWS, Azure, Google Cloud, সিস্টেম অটোমেশন

৬. ফিনটেক (FinTech) ও ডিজিটাল ফাইন্যান্স – মোবাইল ব্যাংকিং, ব্লকচেইন, ডিজিটাল পেমেন্ট সল্যুশন

৭. ডিজিটাল মার্কেটিং ও কনটেন্ট ক্রিয়েশন – ই-কমার্স, সোশ্যাল মিডিয়া, গ্রাফিক্স

৮. হেলথকেয়ার ও মেডিকেল টেকনোলজি – মেডিকেল সহকারী, টেলিমেডিসিন

৯. গ্রিন এনার্জি ও এনভায়রনমেন্টাল টেকনোলজি – সোলার, উইন্ড ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

১০. কনস্ট্রাকশন ও ইঞ্জিনিয়ারিং টেকনোলজি – সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং টেস্টিং, নবায়নযোগ্য শক্তি

১১. কৃষি প্রযুক্তি – স্মার্ট ফার্মিং, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ

১২. ক্রিয়েটিভ মিডিয়া ও বিনোদন শিল্প – চলচ্চিত্র, গেম ডেভেলপমেন্ট, মিউজিক টেকনোলজি

১৩. বিজনেস ও প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট – উদ্যোক্তা উন্নয়ন, ফ্রিল্যান্সিং মডেল

১৪. টেক্সটাইল ও গার্মেন্টিসের হাই-টেক সেক্টর – অটোমেশন ও ডিজাইন টেকনোলজি

১৫. ট্রান্সপোর্ট ও লজিস্টিক – স্মার্ট সাপ্লাই চেইন, ডেলিভারি ম্যানেজমেন্ট

উপরের সবগুলো বিষয় এখন সময়ের প্রয়োজনে শিখতে হবে। তবে সবার আগে এআই'র কথা কেন বলছি, সেটার ব্যাখ্যা প্রয়োজন। প্রযুক্তির উৎকর্ষ আর তার সাথে তাল মিলিয়ে প্রযুক্তি শিক্ষা—এই দুইয়ে মিলে বিশ্ব আজ অনেক দূর এগিয়ে গেছে। অথচ আমরা সে গতিতে এগোতে পারিনি, এটা বলাই বাহুল্য। এতদিন আমরা পিছিয়ে থেকেও ধীরে ধীরে এগিয়েছি, কিন্তু সামনে আর সেটা সম্ভব নয়। কারণ, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই পুরো খেলার ধরণটাই বদলে দিচ্ছে।

ভাবুন, 'জাভা' একটি জনপ্রিয় প্রোগ্রামিং ভাষা। একে শিখতে যেমন সময় লাগে, তেমনি এর ব্যবহার করে কাজ করতে গেলেও আগে অনেক সময় লাগত। শুধু একটি বেসলাইন তৈরি করতেই দীর্ঘ সময় চলে যেত, অনেক মানুষকে একসাথে কাজ করতে হতো। কিন্তু এখন এআই এজেন্ট সবকিছুই করে দিচ্ছে। ফলে সময় যেমন লাগছে না, তেমনি প্রয়োজন পড়ছে না এত মানুষেরও। এতে কিছু মানুষ কাজ হারাচ্ছে। এতদিন একটি দক্ষতা দিয়েই লাখ লাখ মানুষ কাজ পেয়েছে, এখন সেই সুযোগ কেড়ে নিচ্ছে এআই।

এইভাবে প্রায় সব ক্ষেত্রেই এআই তার প্রভাব বিস্তার করছে। কাজের সুযোগ কমে যাচ্ছে, আর বেঁচে থাকার জন্য মানুষকে শুরু থেকেই কোম্পানি বা প্রতিষ্ঠানের মধ্য ও উচ্চস্তরের কাজে দক্ষ হতে হবে। তাই এখনই সময় এজেন্টিক এআইকে ভালোভাবে বোঝা এবং শেখার। কারণ, যারা এটা রপ্ত করতে পারবে তারাই ভবিষ্যতে এগিয়ে থাকবে।

এজেন্টিক এআই মানে হলো এমন কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, যা নিজে থেকে কাজ করতে পারে। এটি নিজের লক্ষ্য ঠিক করতে পারে, সিদ্ধান্ত নিতে পারে এবং সবসময় মানুষের সাহায্য ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে পারে।

নিবন্ধের শুরুতে আমি দুটি প্রশ্ন রেখেছিলাম—আমাদের তরুণরা কি বিদেশে গিয়ে শুধু উবার চালাবে? তারা কি কেবল অদক্ষ কাজই করবে, নাকি কাজের খোঁজে ঘুরে বেড়াবে? উত্তর একটাই—নিশ্চয়ই না। উপরের কর্মপরিকল্পনা থেকেই তা পরিষ্কার। আমরা চাই আমাদের তরুণরা বিদেশে যাবে তথ্যপ্রযুক্তির দক্ষতা নিয়ে, বড় বড় কাজে অবদান রাখার জন্য। আবার তারা চাইলে দেশে বসেও শেষ করতে পারবে আন্তর্জাতিক প্রকল্প। এতে তারা যুক্ত হতে পারবে গ্লোবাল জব পোর্টাল বা আউটসোর্সিংয়ের সুবিধার সঙ্গে। অনলাইনে তারা খুঁজে নেবে আন্তর্জাতিক বাজারের কাজ। এজন্য অনলাইনে আন্তর্জাতিক ডিগ্রি বা ভেন্ডর সার্টিফিকেশন সম্পন্ন করে নিজেদের আরও প্রস্তুত করে তুলতে পারে।

অন-ক্যাম্পাসের পাশাপাশি ডব্লিউইউএসটি'র গ্লোবাল ক্যাম্পাস সম্পূর্ণ অনলাইনভিত্তিক ব্যাচেলর ও মাস্টার্স ডিগ্রি দিচ্ছে, যা বিশ্বের যেকোনো দেশ থেকে অর্জন করা সম্ভব। শিক্ষার্থীরা বাংলাদেশে বসেই অর্জন করতে পারে আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি। এসব অনলাইন ডিগ্রি সিঙ্ক্রোনাস ও অ্যাসিঙ্ক্রোনাস উভয় মডেলে তৈরি, যাতে শিক্ষার্থীরা বিশ্বের যেকোনো স্থান থেকে সরাসরি ল্যাবে বসে কাজ করার অভিজ্ঞতা কিংবা শেখার পরিবেশ অনুভব করতে এবং শিখতে পারে। এভাবে, যখন প্রতিটি শিক্ষার্থীর ঝুলিতে ডিগ্রির পাশাপাশি স্কিল যুক্ত হবে, তখনই সেটাই তাদের উন্নত ক্যারিয়ারের পথে এগিয়ে নেবে।

তাছাড়া আমাদের তরুণরা স্রেফ কাজই খুঁজবে না। দক্ষতা নিয়ে তারা নিজেরাই হয়ে উঠবে একেকজন উদ্যোক্তা। তারা কাজ খুঁজবে না বরং তারা কাজ দেবে। সে ক্ষেত্রেও রয়েছে ডব্লিউইউএসটির বিশেষ উদ্যোগ-বিজনেস ইনোভেশন ও ইনকিউবেশন সেন্টার। যার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের উদ্যোক্তা হবার উৎসাহ যোগানো হয়। আর শুধু স্বপ্নই দেখানো হয় না, এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যাতে উদ্যোক্তা হতে পারে সে জন্য প্রয়োজনীয় মূলধন সরবরাহেও থাকছে তহবিল। যখন দক্ষ কোনো হাতে মূলধন সরবরাহ করা সম্ভব হবে, তখন সে উদ্যোগ সাফল্যে রূপ নেবেই। এতে কর্মসংস্থান বাড়বে।

এখানে প্রস্তাব হিসেবে সরকারের কাছে পরামর্শ থাকবে, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে প্রথম লক্ষ্যস্থল হিসেবে বেছে নেওয়ার। কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩৪ লাখ ২৫ হাজার ৮৩২ জন শিক্ষার্থী (সূত্র: বিশ্ববিদ্যালয় ওয়েবসাইট)। এবং আমি ধারণা করি, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সনদ হাতে বের হয়ে এরাই সবচেয়ে বেশি বিপাকে পড়ে। কারণ কর্মক্ষেত্রে তাদের যেসব জ্ঞান ও দক্ষতা প্রয়োজন তা তারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পায় না। কিন্তু এ বিশ্ববিদ্যালয়টিকেই উপর্যুক্ত প্রক্রিয়ায় অ্যাপ্লায়েড ইউনিভার্সিটিতে পরিণত করা সম্ভব। তাতে সবচেয়ে অ্যাফোর্ডেবল ও অ্যাকসেসবল বিশ্ববিদ্যালয়টিই একসময় হয়ে উঠতে পারবে দক্ষ ও যোগ্য মানবসম্পদ গড়ে তোলার সূতিকাগার, যা তাদের ক্যারিয়ারের পথেও উপযোগী হবে, তাহলে ভবিষ্যতের যে বাংলাদেশ আমরা চাই, সে দিকেই আমরা ধাবিত হতে পারবো।

পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের বলবো- ডিগ্রির অর্জনের পথেই আরও যে দু'টি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে তা হচ্ছে, ছাত্রাবস্থাতেই নিজের ব্যক্তিগত ব্র্যান্ড তৈরি করা। সোশ্যাল মিডিয়া এখানে প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যেই সব বিষয়ে আপনার এক্সপারটিজ আছে সেগুলির উপরে নিয়মিত মতামত দিন, পডকাস্ট বা ভিডিও পোস্ট করুন কিংবা লেখালেখি করুন; মনে রাখবেন, আপনার লিংকডইন প্রোফাইলই আপনাকে নিয়োগকর্তার কাছে পরিচিত করে তোলার সেরা মাধ্যম।

সবশেষে বলতে চাই ইংরেজি শিক্ষা ও যোগাযোগ দক্ষতার কথা। মনে রাখবেন—আপনার প্রতিযোগিতা আর শুধু উপজেলা, জেলা কিংবা দেশের ভেতর সীমাবদ্ধ নয়। আজকের বিশ্বে আপনার প্রতিযোগিতা গোটা পৃথিবীর সঙ্গে। পৃথিবী আপনার কর্মক্ষেত্র, আর আপনাকে প্রমাণ রাখতে হবে সেই বৈশ্বিক মঞ্চেই।

তাই বিশ্ব নাগরিক হয়ে উঠতে হলে, বিশ্ববাজার থেকে কাজ অর্জন করতে হলে, ইংরেজির ওপর দক্ষতা গড়তেই হবে। শুধু তাই নয়, আপনাকে দক্ষ হতে হবে যোগাযোগ কৌশলেও। কাজের ধরণ ও বর্ণনা ঠিকভাবে বোঝা এবং ডেলিভারির সময় তা ক্লায়েন্টকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য বিজনেস ইংরেজি অপরিহার্য।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি—বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষা কারিকুলামে এ বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেতে হবে।

ভাবুন তো, প্রতিটি শিক্ষার্থী যদি সাবলীলভাবে কনভারসেশনাল ইংরেজি বলতে পারে, আর ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ইংরেজি আয়ত্ত করতে পারে—তাহলে তাদের অগ্রযাত্রা রুখে দেবে কে? কেউ না। তখন আমাদের বাংলাদেশের শিক্ষার্থীরাই হবে সেই আত্মবিশ্বাসী প্রজন্ম, যারা বিশ্বকে নেতৃত্ব দেবে।

তারুণ্যের মধ্যে আছে অশেষ শক্তি, অগণিত স্বপ্ন আর ভবিষ্যৎকে পাল্টে দেওয়ার সামর্থ্য। এখন প্রয়োজন শুধু সঠিক দিকনির্দেশনা আর বিশ্বাস। নতুন সরকার সেই ভরসার আলো জ্বালালে, তরুণরাই হয়ে উঠবে আগামী বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

লেখক: চেয়ারম্যান ও চ্যান্সেলর, ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, পিপলএনটেক

ড. ইউনুস সরকারের আগমন উপলক্ষে প্রবাস রাজনীতি

ওয়াহিদুজ্জামান বকুল

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরই বিভিন্ন দেশের নেতারা নিউইয়র্কে আসেন। সেটি এক প্রকার কূটনৈতিক আয়োজন, যেখানে দেশের ভাবমূর্তি তুলে ধরা হয়, জাতীয় স্বার্থ রক্ষা করা হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে এ বছর ড. মুহাম্মদ ইউনূস সরকারের আগমন উপলক্ষে নিউইয়র্কের প্রবাসী বাংলাদেশিরা যা প্রদর্শন করেছেন, তা সত্যিই লজ্জাজনক ও নিন্দনীয়।

ড. ইউনুস যখন জাতিসংঘে যোগ দিতে যুক্তরাষ্ট্রে পৌঁছান, তখন জ্যাকসন হাইটসসহ বিভিন্ন এলাকায় দুটি পক্ষ মুখোমুখি দাঁড়ায়। একপক্ষ সরকারের পক্ষে স্লোগান দেয়, অন্যপক্ষ বিরোধিতায় নামে। ব্যানার, প্ল্যাকার্ড আর মাইকে গলা ফাটিয়ে তারা একে অপরকে আক্রমণ করে। এমনকি "Go back to Pakistan" জাতীয় অপমানজনক স্লোগানও শোনা যায়। এ ধরনের কথাবার্তা কেবল ড. ইউনুসকে নয়, গোটা বাংলাদেশকেই আন্তর্জাতিক অঙ্গনে হেয় করেছে।

রাজনীতি করার জায়গা হলো বাংলাদেশের মাঠ, বিদেশের শহরের রাস্তাঘাট নয়। অথচ প্রবাসীরা নিউইয়র্কের ব্যস্ততম সড়ককে রণক্ষেত্রে পরিণত করলেন। ঠেলাঠেলি, ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া—সব মিলিয়ে এক করুণ দৃশ্যের জন্ম হলো। আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমে বিষয়টি প্রকাশ পেয়েছে, আর তাতে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয়েছে।

অর্থ সঙ্কোচনের কথা বলে দেশে যখন মানুষকে ত্যাগ স্বীকার করতে বলা হচ্ছে, তখন জাতিসংঘে অংশ নিতে বিশাল প্রতিনিধিদল নিয়ে যাওয়া নিয়েও সমালোচনা উঠেছে। কিন্তু তার চেয়েও বেশি উদ্বেগজনক হলো—এই সফরের আড়ালে প্রবাস রাজনীতির বিভাজন ও হানাহানি বিশ্ববাসীর সামনে উন্মোচিত হয়েছে।

বাংলাদেশের রাজনীতি যতই জটিল হোক না কেন, বিদেশের মাটিতে দেশের মানহানি ঘটানো কোনোভাবেই দেশপ্রেম নয়।

জাতিসংঘে অংশগ্রহণ করা উচিত রাষ্ট্রের মর্যাদা ও কূটনৈতিক স্বার্থ রক্ষার জন্য, নিজেদের রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য নয়।

হায়রে দেশপ্রেম! কথায় কথায় যার গর্ব করি, কাজে প্রমাণ দিই উল্টোটা—অসভ্যতা, বিভাজন আর কলঙ্ক। নিউইয়র্কের এই ন্যাক্কারজনক ঘটনাই তার প্রমাণ।

সঙ্কটময় সময়ে অভিবাসীদের জন্য আইনি পরামর্শ

এইচ বি রিতা



যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে বর্তমানে যে গভীর উদ্বেগ এবং অনিশ্চয়তা বিরাজ করছে, তার প্রধান কারণ হলো ফেডারেল সংস্থা ইমিগ্রেশন অ্যান্ড কাস্টমস এনফোর্সমেন্ট (আইস)-এর ক্রমবর্ধমান এবং আক্রমণাত্মক তৎপরতা। এ নিয়ে অভিবাসন বিষয়ক অ্যাডভোকেটেরা বলছেন যে, গভীর ভয় এবং আসন্ন অনিশ্চয়তার এই সময়ে অভিবাসীদের জন্য প্রস্তুত থাকা, নিজেদের অধিকার জানা এবং সচেতন থাকা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্পেকট্রাম নিউজ-এ বিষয়ে অ্যাডভোকেটদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সচেতনতামূলক পরামর্শ উপস্থাপন করেছে।

গ্রিন কার্ড

সিরাকিউসের অভিবাসন বিষয়ক অ্যাটর্নি হোজে পেরেজ স্থায়ী বাসিন্দাদের সবসময় গ্রিন কার্ড সঙ্গে রাখার জন্য জোরালো পরামর্শ দিয়েছেন। এই কার্ড বৈধভাবে প্রবেশ ও অবস্থান বজায় রাখা এবং সুবিধা ভোগের জন্য নির্দিষ্ট প্রমাণ। এছাড়াও, এটি কাজের অনুমোদন এবং স্কুলে ভর্তির বিষয়টি যাচাই করে, যা একজন অভিবাসীর ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ওয়ার্ক পারমিট বা লাইসেন্স

পেরেজ বলেছেন, "যদি আপনার একটি পেন্ডিং কেস থাকে যেখানে আপনাকে এখনও রেসিডেন্সি দেওয়া হয়নি, তবে আপনার অবশ্যই কাজের পারমিট, নিউ ইয়র্ক স্টেট ড্রাইভার্স লাইসেন্স অথবা বিকল্প হিসেবে, আপনার ছবি ও জন্ম তারিখ দেখানো যায় এমন কোনো নথি সঙ্গে থাকা উচিত।

জন্ম সনদ

অ্যাডভোকেটেরা বলছেন, জন্ম সনদ একজন ব্যক্তির পরিচয়, বয়স এবং জন্মস্থান নিশ্চিত করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এমন এক পরিস্থিতিতে, যেখানে ফেডারেল এজেন্টরা এখন অভিবাসন টহল দেওয়ার সময় প্রোফাইলিং ফ্যাক্টর হিসেবে জাতি, ভাষা বা কর্মসংস্থানের অবস্থান ব্যবহার করতে পারে, সেখানে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষমতা আগের চেয়েও বেশি জরুরি।

ইউএস পাসপোর্ট

প্রতিটা পরিবারের বৈধ পাসপোর্ট থাকা দরকার যা এদেশে বৈধ প্রবেশ, নাগরিকত্ব, পরিচয় এবং অবস্থানের প্রমাণ হিসেবে কাজ করে।

অন্য দেশের পাসপোর্ট

পেরেজ শেষ উপায় হিসেবে পরামর্শ দিয়েছেন যে, কোনো ব্যক্তি তার মূল দেশের পাসপোর্ট ব্যবহার করতে পারেন। তবে তিনি বলেন, "এটি একটি দ্বিমুখী তলোয়ার, কারণ অভিবাসন এজেন্টরা যদি দেখে যে আপনার কাছে অন্য দেশের পাসপোর্ট আছে, তবে তারা সঙ্গে সঙ্গেই জানতে পারে যে আপনি এখানকার নন এবং তারা ধরে নিতে পারে যে আপনার কাগজপত্র নেই।"

তিনি যোগ করেন, "এই প্রশাসনের অধীনে আমাদের এখন যে সময় চলছে, তাতে এটি একটি সমস্যা হতে পারে।"

নো ইউর রাইটস ওয়ালেট কার্ড:

এই প্রিন্ট করার উপযোগী কার্ডগুলো বর্তমানে ১৯টি ভিন্ন ভাষায় পাওয়া যায়। ফেডারেল এজেন্টের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে অভিবাসীদের ব্যবহারের জন্য এগুলো তৈরি করা হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তেজনাপূর্ণ হতে পারে, তবে আইস-এর মুখোমুখি হওয়ার সময় মানসিক স্থিরতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাডভোকেটেরা পরামর্শ দেন যে, এ সময় মানুষকে শান্ত থাকতে হবে; অন্যথায়, কর্তৃপক্ষের কাছে পরিস্থিতিকে আরও জোরালো করার ভিত্তি থাকতে পারে।

পেরেজ বলেন, "আমরা ক্লায়েন্টদের প্রথম যে কথাটি বলি তা হলো, "কথা বলবেন না।" কিছুই বলবেন না। আপনি অন্য দেশ থেকে এসেছেন-তা স্বীকার করবেন না, যদি তারা আপনাকে এটি করতে বাধ্য না করে। এবং বড় কথা হল-অফিসারদের সাথে বিরোধিতা করবেন না।"

'নো ইয়োর রাইটস কার্ড' অভিবাসী এবং এজেন্টের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করে। এটি অফিসারকে জানায় যে অভিবাসী তাদের তল্লাশি প্রত্যাখ্যান এবং নীরব থাকার সাংবিধানিক অধিকার প্রয়োগ করছেন, যা নথিপত্রবিহীন এবং নথিপত্রধারী উভয় ব্যক্তির জন্যই প্রযোজ্য।

নিউ ইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের (NYIC) প্রেস সেক্রেটারি কিম করোনা বলেন, "বর্তমানে, ফেডারেল পরিস্থিতি এবং স্থানীয় স্তরে যা ঘটছে, তাতে আমি আমার যারা মাঠে কাজ করেন এমন সহকর্মীদের কাছ থেকে সবচেয়ে বেশি যা শুনেছি তা হলো 'নো ইয়োর রাইটস' (আপনার অধিকার জানুন) সংস্থানগুলোর চাহিদা।"

নিউ ইয়র্ক ইমিগ্রেশন কোয়ালিশনের হল একটি অ্যাডভোকেসি এবং নীতি নির্ধারণী সংস্থা, যা নিউ ইয়র্ক স্টেট জুড়ে ২০০টিরও বেশি অভিবাসী এবং শরণার্থী অধিকার গোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব করে। সংস্থাটি ঝুঁকিতে থাকা ব্যক্তি ও গোষ্ঠীগুলোর জন্য তাদের অধিকার ব্যাখ্যা করার জন্য উপস্থাপনা দেওয়ার কাজ করে আসছে।

ন্যাশনাল ইমিগ্রেশন ল সেন্টার-এর 'নো ইউর রাইটস কার্ড' এবং অন্যান্য প্রস্তুতি:

অন্যান্য যে সমস্ত নথি নিরাপদভাবে সংরক্ষণ করা প্রয়োজন, সেগুলির মধ্যে রয়েছে বিবাহের লাইসেন্স, সোশ্যাল সিকিউরিটি কার্ড, আইটিআইএন নম্বর (ITIN), জরুরি যোগাযোগের তালিকা এবং পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি। এছাড়াও, অ্যাডভোকেটেরা পরামর্শ দেন যে জরুরি অবস্থার জন্য অভিবাসীরা তাদের ব্যক্তিগত এবং শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত তথ্য হাতের কাছে রাখবেন। অভিবাসীদের কাছে চিকিৎসা সংক্রান্ত অবস্থা, অ্যালার্জি, ডাক্তার এবং স্বাস্থ্য বীমা সংক্রান্ত তথ্যের অনুলিপি থাকা উচিত।

পেরেজ বলেছেন, আইন অনুযায়ী, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার অনুরোধের ভিত্তিতে প্রত্যেককে নথি প্রদর্শন করতে হবে। অনুরোধ করা সত্ত্বেও উপযুক্ত কাগজপত্র দেখাতে ব্যর্থ হলে তার পরিণতি ভিন্ন হতে পারে। তার মতে, এই প্রয়োজনীয় নথিগুলি ছাড়া আইনি সংস্থানের অভাব, ডিটেনশন এবং সম্ভাব্য ডিপোর্টেশনের মতো ঝুঁকির সৃষ্টি হতে পারে।

'আইস' কোথায় যেতে পারে

'আইস' দ্বারা আটক হওয়া অসংখ্য নিউ ইয়র্কবাসীদের জন্য NYIC অভিবাসী সহায়তার জন্য নিজেদের প্রচেষ্টা জোরদার করেছে। করোনা বলেন, "আমাদের কমিউনিটি এনগেজমেন্ট টিম সারা স্টেট জুড়ে যায় এবং 'নো ইউর রাইটস' উপস্থাপনাগুলি পরিচালনা করে। আমরা সম্প্রদায়ের সদস্যদের সেই উপস্থাপনাগুলি সরবরাহ করি, যাতে তারা নিজেদের এলাকায় নিজেরাই সেগুলির নেতৃত্ব দিতে পারে। এর একটি বড় অংশ হলো জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট -এর পার্থক্য কী, বিভিন্ন ধরনের ফেডারেল অফিসার কারা, আইস কারা এবং কারা আইস নয়—তা চিহ্নিত করা।"

যদি কোনো ব্যক্তিকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা আটক করে বা জিজ্ঞাসাবাদ করে, তবে বিশেষজ্ঞরা এজেন্টের নাম বা অন্যান্য শনাক্তকারী তথ্য টুকে নিতে বলেন। মিথস্ক্রিয়ার শারীরিক প্রমাণ থাকা একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য তৈরি করতে পারে। পেরেজ তার ক্লায়েন্টদের এবং কোনো প্রত্যক্ষদর্শীকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সাথে মিথস্ক্রিয়ার ভিডিও, অডিও রেকর্ডিং বা নোট নিতে উৎসাহিত করেন।

যে কোনো স্থানকে ব্যক্তিগত বাসস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয়, যার মধ্যে ব্যক্তির বাড়িও অন্তর্ভুক্ত, সেখানে বিশেষ সুরক্ষা প্রযোজ্য যা পাবলিক এলাকায় থাকে না। সম্মতি বা জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট না থাকলে অফিসাররা ব্যক্তিগত এলাকায় প্রবেশ করতে পারেন না। জানুয়ারিতে, ট্রাম্প প্রশাসন স্কুল, স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র এবং পবিত্র স্থানের মতো সুরক্ষিত এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিকে অভিবাসন প্রয়োগ থেকে রক্ষা করার জন্য দীর্ঘদিনের নীতি বাতিল করে দেয়। তবুও, ফেব্রুয়ারিতে গভর্নর ক্যাথি হকুল এবং অ্যাটর্নি জেনারেল লেটিশিয়া জেমস কর্তৃক নিউ ইয়র্কে কিছু সুরক্ষা অবশিষ্ট আছে, যেমন স্টেট সুবিধাগুলিতে প্রবেশের জন্য 'আইস'কে জুডিশিয়াল ওয়ারেন্ট দেখাতে হবে। ২০১৯ সালে, প্রাক্তন গভর্নর অ্যান্ড্রু কুওমো 'প্রোটেক্ট আওয়ার কোর্ট অ্যাক্ট' আইনটি প্রণয়ন করেন, যা 'আইস'-কে স্টেট আদালতের কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ করতে দেয় না।

অ্যাটর্নির অধিকার

পঞ্চম এবং চতুর্দশ সংশোধনীতে বলা হয়েছে যে, "আইনের যথাযথ প্রক্রিয়া ছাড়া কোনো স্টেট কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা বা সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারবে না।" সুপ্রিম কোর্ট দীর্ঘদিন ধরে এই রায়টি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যেকের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেছে, যার মধ্যে নথিপত্রবিহীন অভিবাসীরাও অন্তর্ভুক্ত। একজন আটক ব্যক্তি আইনজীবীর সাথে পরামর্শ করার অধিকার রাখেন, তবে সরকারকে আইনি প্রতিনিধিত্ব সরবরাহ করতে হয় না। কিন্তু দরিদ্র এবং গ্রামীণ এলাকাগুলিতে পাবলিক ইন্টারেস্ট ল ফার্মের অভাবের কারণে, কম খরচে আইনি প্রতিনিধিত্বের সুযোগ সীমিত, যেখানে সাধারণত অভিবাসীদের ভিড় বেশি থাকে।

পেরেজ বলেন, "কেবল এই এলাকাতেই নয়, আমি বলব সারা নিউ ইয়র্ক স্টেটেই অ্যাটর্নির অভাব রয়েছে।আমাদের কাছে খুব সীমিত অ্যাটর্নি আছে যারা অভিবাসন সংক্রান্ত কাজ করেন, এবং এর মধ্যে হাতে গোনা কয়েকজন অ্যাটর্নি আছেন যারা স্প্যানিশ বলতে পারেন এবং অভিবাসন সংক্রান্ত কাজ করেন।"

অ্যাডভোকেটেরা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসন শত শত অভিবাসন নীতি প্রণয়ন করেছে, যা স্থানীয় সম্প্রদায় এবং দেশের অন্যান্যদের মধ্যে ভয়, বিশৃঙ্খলা এবং নিষ্ঠুরতা এনেছে। এই পরিবর্তনের সময়ে অ্যাডভোকেটেরা অভিবাসীদের সচেতন থাকার জন্য জোরালো পরামর্শ দিচ্ছেন। পেরেজ বলেন, "আমি মনে করি এটা মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের অভিবাসন সংস্কার প্রয়োজন।"



স্বপ্নে ঝুলে স্বপ্ন

রুদ্র সাহাদাৎ

স্বপ্নে ঝুলে থাকে স্বপ্ন
ইচ্ছেরা খুন হয় প্রতিদিন
ঈর্ষার রাজ্যে ঘুরেফিরে বেঁচে থাকি
ঘুমে ঝুলে থাকে ঘুম
নির্ঘুম রাত্রির আঁধার, ডানবাম দৌড়ায় চোখ

ফিলিস্তিন গাজা জ্বলে শিশুরা উড়ে যায় -হয়ে যিশু
উড়ে যায় পাগলামন
দিকহারা বিভ্রান্ত পথিক....

সমুদ্র পেরোতে হয় বোধের সাঁতারে

লুৎফা শাহিন এর কবিতা

ছোটো-বড় অনেক গোপনীয়তা জমে আছে এই
অবমুক্ত জীবনে
প্রতিদিন রাস্তা পেরোতে মর্মাহত হৃদয়ের ভাবনার প্রতিক্ষণে-
একার ভেতর এক নিঃস্বতম মানুষ আর অসংলগ্নতার বিবর্ণ দর্শন
অথচ অজ্ঞতার খামখেয়ালিপনায় আজো সীমাবদ্ধতা ও মাপকাঠির
মৌন সমীকরণ-তবুও বেশুমার বেগতিক বেগবতী কল্পনা আমার!
এ কী জীবনের স্বতন্ত্রবোধ কোথায়-কোন ভালোলাগার আঙিনায়
কল্পনা কতোকিছু আগলে রাখি-যখন যুক্তি তর্কে নিজের কাছে হেরে যাই
খেলামন আমার একবুক বেদান্তের ঈশ্বরবাদী জীবনে ফিরি!
আর রক্তদৃশ্যের সমুদ্রের বোধের রাস্তায় স্বপ্নবিজ্ঞান অধ্যয়ণ করি-

তুমি জল হলে না

শাখাওয়াত তানভীর

জল কোন দল খোঁজে না
ইচ্ছে বা অনিচ্ছায়- কেউ ভাসে, কেউ ডুবে
বিভাহীন বিভুর হয় আশ্রয়, ব্যথার অনুভবে;

তুমি কেন জল হলে না?
প্রণয় ঢলে- ভাসতে না দাও, ডুবিয়ে দিতে
বিষাদের রাতে হতাম না হয় দহনের মিতে;

জল কোন ধর্ম বুঝে না
তুমি কেন জল হলে না?

জল কোন বর্ণ চিনে না
তুমি কেন জল হলে না?

যদিও তোমার জল হওয়া দায়
পেয়ে তোমার- বহুরূপী তাপের আদর
অভিমানী জল আপনারে হারায়
কখনো হয় মেঘ, কখনো বরফ-পাথর!

শূন্যতার অন্তরালে বাবা

মুহাম্মদ রফিক ইসলাম

কালবৈশাখী ঝড়ের মতো ধেয়ে আসছে
যেন ভাঙনের প্রলয়
মাথার উপর থেকে যেন ভেঙে যাচ্ছে আকাশ
ছায়াটুকু গুড়ো গুড়ো হয়ে লুটিয়ে পড়ছে
নিস্তব্ধ বুকের আনাচে-কানাচে
পায়ের নিচ থেকে যেন সরে যাচ্ছে মাটি
দিব্যি দেখে যাচ্ছি
শূন্য থেকে শূন্যতার দিকে
বাবা, আপনাকে হারানোর মধ্যদিয়েই
বুঝতে শিখি
শূন্যস্থানে শূন্যতা ছাড়া আর কিছু নেই ।

অব্যক্ত শব্দের অনুরণন

শাহজালাল সুজন

আমি দাঁড়িয়ে আছি কংক্রিটের মনুষ্যত্বের শহরে
অব্যক্ত কথনগুলো বলবো বলে,
হাজারো দীর্ঘশ্বাসে বিস্ফোরিত শব্দের জলোচ্ছ্বাসে
চাপা পড়ছে বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো।

বাকরুদ্ধ ঝলসানো বিজ্ঞাপনে থীর হয় চক্ষু জোড়া
ভেতরে লুকায়িত অন্ধকার কেউ দেখেনা,
সময়কে হার মানানোর প্রতিযোগিতায় নেমেছে মানুষ
অথচ সূক্ষ্ম সময়ই গিলে খাচ্ছে মনুষ্যত্ব।

কাচের দেয়ালে স্বপ্নগুলো আঁটসাঁট আটকে আছে
তবুও হৃদয় খুঁজে একটি ভোরের আলো,
এভাবেই জীবনের কবিতা গুলো বাঁচে শব্দহীন
দীর্ঘশ্বাসের প্রতিফলিত ধ্বনিতে।

সমুদ্রে হেঁটে যায় দুঃখ

রিপন বর্মন

সময় সুযোগে সমুদ্রে যাই;
যে পথে যাই— বিপুলা পৃথিবী শুয়ে থাকে
কালো আঁধারের গায়!
সে পথে হাসির রোদ্দুর বিজনে ফুঁফিয়ে কাঁদে,
সে পথে ভালোবাসার শেষ বাড়ি।

বন পাখির আড়ালে বিদীর্ণ নীলিমার ছায়া ধরে,
দীর্ঘতর সৈকতে—
ভিড়ের কোলাহলে নিজেকে হারিয়ে
আবিষ্কারের মন্ত্র খুঁজি।
অনন্ত একা হাঁটি,
নাবিকের চোখে মাটির খিদে মাপি।

এত, এত যে মুখ— তাতে চেনা মুখ তো
একটিও নেই!

সমুদ্রে মিলিয়ে দেখি— কতটা মিটে পানি,
লবণে গেছে হারিয়ে...
দেখি কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ— কতটা দাগ
কেটেছে বালিয়াড়ি ঢেউয়ের নৈবেদ্যে...



এক

স্বপ্ন দেখছিল সাকিনা বেওয়া। শেষরাতের দিকে খালপাড়ের ছিটেবেড়ার ঘরে ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে দেখছিল স্বপ্ন। সাকিনা বেওয়া দেখলে বছরতিনেক আগে পঞ্চায়েত থেকে যে ঘর পেয়েছিল সে, যে ঘরের ভিতের উপরে গাঁথনিটুকুন তুলে ফেলে রেখে দিয়েছিল বাবুরা, সেই ঘরখানা আবার হচ্ছে। জোর কদমে হচ্ছে। উঠান ভর্তি লোকজন, মেশিনপত্তর, আরও অনেক কিছু।

এসব দেখে হাঁ হয়ে গেছে সাকিনা বেওয়া। তার আন¨ও হচ্ছে খুব। হামিদমিস্ত্রির ব্যস্ততার শেষ নেই। সে একদল জোগাড়েকে কাজে লাগিয়ে ছুটোছুটি করছে। এক ফাঁকে তার কাছে এসে হামিদ মিস্ত্রি বললে, 'দেখচাচি, আজই তোমার ঘরখানা তুলে ঢালাই দিয়ে পেলাস্টার করে দিচ্ছি। ওই ছিটেবেড়ার মাটির ঘরে তুমাকে আর থাকতি হবেনি। আজই তুমি পাকা ঘরে থাকতি পারবে।'

গ্রামের পঞ্চায়েতের মেম্বার রাকিবুল। সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করছে সবকিছু। হামিদ মিস্ত্রির কথায় সায় দিয়ে ঘাড় নেড়ে রাকিবুল বললে, 'তুমার ঘরটা আজই আমরা কমপিলিট করে দেব। এমএলএ সাহেবের অর্ডার, প্রধান বাবুর হুকুম। যাও যাও তুমাকে ইসব নিয়ে ভাবতি হবে না নানী। তুমি জলদি করে আমাদের জন্যে চা পানি নিয়ে আসো দেখি।'

কাঠকুচো আর ঘুঁটের জ্বাল দিয়ে সেই চা পানি বানাতে গিয়ে ভেঙে গেল ঘুমটা। ছিটেবেড়ার ঘরে জানলা-টানলা নেই কিছুই। জানলার বদলে একখানা মাত্র ঘুলঘুলি। আলো আঁধারি ভোরে সেই ঘুলঘুলি দিয়ে চোখ কচলে উঠানটার দিকে এক পলক তাকালে সাকিনা বেওয়া। পাকা ঘরটা যতটুকুন ছিল ততটুকুনই আছে। উঠানটা শুনশান। কেউ কোথাও নেই। শুধু সাজিদা বিবিদের মোরগগুলো ডাকাডাকি করছে।

এসব দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল সাকিনা বেওয়ার। তখনও আলো ফোটেনি। তখনও ফজরের আজান হয়নি। খালপাড়ের ছিটেবেড়ার ঘরে ভাঙা টিনের জোড়াতাপ্পি দেওয়া দোর লাগিয়ে গরমের দিনে তেমন করে আসতে চায় না ঘুম। বয়সকালে ঘুম-টুম নাকি এমনিতেই পাতলা হয়ে আসে। রাজ্যির চিন্তা এসে জোটে। সেসব উলটো-পালটা চিন্তার মধ্যে দুশ্চিন্তাই বেশি। দুটো কথা বলার মতনও কেউ নেই ঘরে।

ছেলেটা যখন ছিল তখন এত দুশ্চিন্তা হত না। আজ মাস ছয়েক হল সে সওদাগর মিস্ত্রির দলে জোগাড়ের কাজে খাটতে গেছে বাইরে। বিদেশ বিভুঁই জায়গা। কী খাচ্ছে, কি না খাচ্ছে, কীভাবে থাকছে না থাকছে, সে-সবের কিছুই জানে না সাকিনা বেওয়া। ছেলেটা আবার মস্ত মুখচোরা ছেলে। পাড়ার আরও সব ছেলের মতন হৈহৈ করে থাকার ছেলে নয়।থাকা খাওয়া নিয়ে কোনও অসুবিধে হলে মুখ ফুটে কিছু বলবেও না।

সাকিনা একবার জানতে চেয়েছিল জায়গাটা কোথায়। সেও বলতে চায়নি ছেলে। শুধু এটুকু বলেছিল, 'ও তুমি বুঝতে পারবেনি মা, হাওড়া ইস্টিশান থেকে ট্রেনে চেপে গেলে এক দিন এক রাতের পথ।'

ছেলে যার সঙ্গে গেছে সেই সওদাগর মিস্ত্রি ভালো মানুষ। পাড়ার আরও সব ছেলেরাও তার দলে। তাদের সঙ্গে এক করে সুকুর-কে সে দেখে না। যতই হোক ওর বাপের বন্ধু বলে কথা। যাবার সময় সাকিনাকে বলে গেছে, 'সুকুরকে নিয়ে একদম ভাববে না ভাবী। তুমি দেখবে আমি ওকে জোগাড়ে থেকে মিস্ত্রি বানিয়ে ছাড়ব।'

এসব ভাবতে ভাবতে ছেঁড়া মাদুরে এপাশ ওপাশ করতে করতে ভারি হয়ে এসেছিল চোখের পাতা। তারপরে রাতভোরের দিকে ওই স্বপ্ন। মন ভালো করা স্বপ্ন। মনেই হচ্ছিল না ওটা স্বপ্ন। আহা এমন ভাগ্যি কী হবে সাকিনা বেওয়ার। রাকিবুল নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তদারকি করছে। এমএলএ সাহেবের অর্ডার প্রধান বাবুর হুকুম। এ কি কম কথা। এমন ভাগ্যি হয়ক'জনের।

পরক্ষণেই মনে হল ভাগ্যি আবার কী। অমন ভাগ্যির দরকার নেই তার। আজ বছর তিনেকের বেশি হয়ে গেল রাকিবুলরা খালপাড়ের ছায়া পর্যন্ত পাড়ায় না। সাকিনা অবশ্য তার ঘর করে দেওয়া নিয়ে কাউকে কিছু বলতেও যায়নি, কইতেও যায়নি। নদীবাঁধের ভাঙনে যখন খালপাড়ের আরও অনেকের সঙ্গে বাঁধভাসি হয়েছিল সে, তখনও কিছু বলেনি।এমনকী পঞ্চায়েতের 'লিস্টিতে' তার যখন নাম উঠেছিল তখনও আরও সবার মতন রাকিবুলের কাছে তদ্বির তদারকি করতেও যায়নি। তার ধাতেও সব সয় না। সে খেটে খাওয়া মানুষ। গঞ্জের বাজারে রাস্তার ধারে বসে শাকপাত বেচা মানুষ। যা দু-পয়সা হয় আল্লার দয়ায় তাতে তার দুটি চাল-ডাল ফুটিয়ে খাওয়ার মতন ব্যবস্থা হয়ে যায়। এর বেশি আর কী দরকার।

তাছাড়া যে মানুষটার সঙ্গে সারাজীবন ঘর করেছে সাকিনা বেওয়া, সে ছিল এই ধাতেরই মানুষ। গঞ্জের বাজারে ভ্যান রিকশা টানত।কোনওদিন কারো কাছে হাত পাতেনি। তার ইমান ছিল আলাদা।সাকিনা বেওয়া সে-সব ওই মানুষটার কাছে শিখেছে।

ঘুরেফিরে একটা কথাই বলত, 'দেখ সাকিনা, আমরা খেটে খাওয়া মানুষ, কারো দয়া নিয়ে বাঁচব না। যে ক-দিন বাঁচব মাথা উঁচিয়ে বাঁচব, নিজের হিম্মতে বাঁচব। আল্লার দয়াতে দু-বেলা দুটো ডাল ভাত জুটছে এর বেশি আর কিছু চাই না। আর একটা কথা বলি শুনে রাখ, কে কত বড়োলোক হয়েছে, কার কত পয়সা হয়েছে ওসব দেখতে যাবি না। ওই আমিনুদ্দির কথাই দেখ, আমাদের অঞ্চল প্রধান আমিনুদ্দি। আগে গঞ্জের বাজারে আমার সঙ্গে ভ্যান রিকশা চালাত। তখন কত কথা হয়েছে, গপ্পো হয়েছে ওর সঙ্গে। তোর মনে আছে যে-বার ওর ছোটো ছেলেটার খুব অসুখ হল, বড়ো হাসপাতালে ভর্তি হল, সেবার আমিই ওর পাশে ছিলাম। টাকাপয়সা যা লেগেছিল সে-সব আমরা ভ্যানওয়ালারা চাঁদা তুলে দিয়েছিলাম ওর হাতে। সেই আমিনুদ্দি এখন কত বদলে গেছে দেখ। পঞ্চায়েতের ভোটে পার্টি থেকে যেই মেম্বর দাঁড়াল, মেম্বর থেকে প্রধান হল তারপর আর চিনতে পারে না। গঞ্জের ইস্টিশান মোড়ের কাছে জায়গা কিনে তিনতলা দালান তুলেছে, তিনখানা বাইক, দু-খানা চারচাকা গাড়ি, তার উপরে নামে-বেনামে কত জমিজমা কিনেছে তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। ওসব হারামের পয়সা। আল্লা সব দেখছে। চিরকালতো আর থাকতি পারবেনি, সময় হলে গোরস্তানে যেতেই হবে, তখন আল্লা সব হিসাব বুঝে নেবে। ওদের চেয়ে আমরা অনেক ভালো আছি বুঝলি। আমরা খেটে খাই। হারামের পয়সায় খাই না।'

আরও কত কী এরকম ভালো ভালো কথা বলত মানুষটা। জ্বরজারি তো অনেকেরই হয়। হঠাৎ কী যে হল, কোত্থেকে যে একটা উৎকট জ্বর বাধিয়ে নিয়ে এল। শুধু জ্বর না তার সঙ্গে খিঁচুনিও। গঞ্জের হাসপাতালে ভর্তি করেছিল সাকিনা। রোগটা ধরতেই পারল না ডাক্তার বাবুরা। কপাল খারাপ। কলকাতার বড়ো হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার আগেই চলে গেল মানুষটা।

কবরে মাটি দেওয়ার দিনে খুব কেঁদেছিল সাকিনা। বুক চাপড়ে অঝোর ধারায় কেঁদেছিল। পাড়ার সবাই ওকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিল, কাঁদিস না সাকিনা, ভালো মানুষেরে আল্লা বেশিদিন রাখে না।

ও, সে এক দিন গেছে! সুকুরটা তখন কোলে। গঞ্জের বাজারে রাস্তার ধারে ছেলে কোলে নিয়ে শাকপাত বেচে উপাসে-কাপাসে সে এক দুঃসহ কষ্টের, দুর্ধর্ষ লড়াইয়ের দিন গেছে কেটে।

এসব ফেলে আসা দিনের কথা ভাবতে ভাবতে কানে এল আজানের ডাক। ভোরবেলায় এই আজানের ডাক কানে এলে আর শোয় না সাকিনা। বারো মাস এভাবেই তার ঘুম ভাঙে। আর ঘুম ভাঙলে দিন শুরু হলে মেলা কাজ। ঘরদোর ঝাড়ু দেওয়া, খালের জলে বাসন কোসন ধোয়া, টিপকলে জল আনা, উনুনের ছাই ফেলা, কাঠকুচো আর ঘুঁটে জোগাড় করে রাখা আরও কত কী।

দেখতে দেখতে রোদ ওঠে। রোদ উঠে গেলে গঞ্জের বাজারের দিকে হাঁটা লাগানো। রোজ দিন একটা তাড়া থাকে। পা চালিয়ে তাড়াতাড়ি করে না গেলে ভালো জিনিসটা পাওয়া যায় না। পাইকারদের কাছে দাম-দর করে দেখেশুনে নিতে হয়। তারপরে শাকপাতের মোট মাথায় নিয়ে বড় খাঁগাজী-র মাজার পেরিয়ে ইস্টিশানের লাইন-পারের বাজারে রাস্তার ধারে শাকপাত বেচা। এ তার রোজ দিনের রুটিন।

(চলবে)

স্বাস্থ্যকর জীবনধারায় লাইফস্টাইল মেডিসিন

আপনি কি জানেন শুধু জীবনধারা বদলেই অনেক স্বল্পমেয়াদী বা দীর্ঘমেয়াদি রোগ প্রতিরোধ বা কমিয়ে আনা সম্ভব? এটাই হলো লাইফস্টাইল মেডিসিন বা জীবনযাপনভিত্তিক চিকিৎসা -একটি প্রমাণভিত্তিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের বিশেষ শাখা, যেখানে জীবনধারাভিত্তিক থেরাপিউটিক পদ্ধতি ব্যবহার করে বিভিন্ন রোগ যেমন হৃদরোগ, টাইপ-২ ডায়াবেটিস, এবং স্থূলতা-সহ অন্যান্য রোগের চিকিৎসা, প্রতিরোধ এবং কমিয়ে আনা সম্ভব হয়। এটি যুক্তরাষ্ট্রে ২০০৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং দ্রুত বাড়ছে।

লাইফস্টাইল মেডিসিন আজ বিশ্বব্যাপী স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ভবিষ্যৎ বলে বিবেচিত হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য নেতারা বলছেন, শুধুমাত্র চিকিৎসার উপর নির্ভর না করে জীবনযাপনের পরিবর্তন রোগ প্রতিরোধ করতে সহায়ক।

'আমেরিকান কলেজ অফ লাইফস্টাইল মেডিসিন এর সার্টিফাইড বিশেষজ্ঞ ডাঃ রিচার্ড রোজেনফেল্ড বলেন, "আমরা এমন একটি সময়ে পৌঁছেছি যেখানে স্থূলতা, টাইপ-২ ডায়াবেটিস এবং দীর্ঘমেয়াদি রোগের সমাধান হলো স্বাস্থ্যকর জীবনধারা অবধারিত করা, খাদ্যাভ্যাস থেকে শুরু করে ধূমপান ছাড়া, নিয়মিত ব্যায়াম ও মানসিক চাপ কমানো এতে অন্তর্ভুক্ত। এটাই হলো লাইফস্টাইল মেডিসিনের মূল-দীর্ঘমেয়াদী, সুস্থ জীবনযাপন।"

গবেষণায় দেখা গেছে, লাইফস্টাইল মেডিসিন-একটি দ্রুত বিকাশমান ও উদ্ভাবনী ক্ষেত্র, যা ছয়টি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত স্তম্ভের মাধ্যমে মানুষের আচরণে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে কাজ করে। যেমন-সর্বোত্তম পুষ্টি, শারীরিক কার্যকলাপ, আরামদায়ক ঘুম, মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ, সামাজিক সংযোগ এবং ক্ষতিকর অভ্যাস থেকে বিরত থাকা।



১. সর্বোত্তম পুষ্টি: আমেরিকাতে অকাল মৃত্যুর একক প্রধান কারণ হলো খাদ্যের নিম্ন মান। দীর্ঘস্থায়ী রোগের মূল কারণের চিকিৎসার জন্য সর্বোত্তম পুষ্টি অপরিহার্য। লাইফস্টাইল মেডিসিনে আমেরিকান কলেজ (ACLM) প্রধানত কম প্রক্রিয়াজাত শাকসবজি, ফলমূল, গোটা শস্য, শিম/ডাল জাতীয় খাদ্য, বাদাম এবং বীজের ওপর ভিত্তি করে একটি খাদ্যভ্যাসের পরামর্শ দেয়।

২.শারীরিক কার্যকলাপ: আরামপ্রদ জীবনযাত্রার নেতিবাচক প্রভাব কাটানো, দীর্ঘস্থায়ী রোগ সামলানো এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যকে সমর্থন করার জন্য নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতি সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট মাঝারি মানের অ্যারোবিক এবং পেশী শক্তিশালী করার কার্যকলাপের লক্ষ্য রাখা উচিত, যা অস্টিওপোরোসিস এবং হৃদরোগের মতো সমস্যা প্রতিরোধে সহায়তা করে।

৩.পুনরুদ্ধারমূলক ঘুম: অস্বাস্থ্যকর ঘুম অকাল মৃত্যু এবং অক্ষমতার সবচেয়ে সাধারণ কারণগুলোর সাথে সম্পর্কিত। এটি স্মৃতিশক্তির দুর্বলতা, ডিমেনশিয়া এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে। গুণগত মানের ঘুম দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসা এবং সামগ্রিক সুস্থতাকে দারুণভাবে সমর্থন করে। প্রাপ্তবয়স্কদের প্রতিদিন রাতে ৭ থেকে ৯ ঘণ্টা মানসম্মত ঘুম নিশ্চিত করার জন্য সঠিক পরিবেশ তৈরি করার চেষ্টা করা উচিত, যাতে শরীর বিশ্রাম ও মেরামত হতে পারে।

৪. স্ট্রেস ব্যবস্থাপনা: দীর্ঘস্থায়ী মানসিক চাপ হৃদরোগ, বিষণ্নতা, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স এবং আরও অনেক স্বাস্থ্য সমস্যাকে বাড়িয়ে তোলে। দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার পাশাপাশি সামগ্রিক স্বাস্থ্যের জন্য মানসিক চাপ মোকাবিলার কৌশল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

৫. সংযোগ: মানুষের সুখ, দীর্ঘ জীবন এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসায় অর্থপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক একটি মূল চালিকাশক্তি। দৃঢ় সামাজিক সংযোগ, পাশাপাশি জীবনের উদ্দেশ্য এবং অর্থ থাকার অনুভূতি শারীরিক, মানসিক এবং আবেগিক স্বাস্থ্যকে প্রভাবিত করে এবং এমনকি বিষণ্নতা ও ডিমেনশিয়ার ঝুঁকিও হ্রাস করতে পারে।

৬.ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ পরিহার: অ্যালকোহল, তামাক এবং অন্যান্য মাদকের মতো ঝুঁকিপূর্ণ পদার্থ মৃত্যু এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয় এবং রোগের খারাপ প্রভাবগুলোকে আরও বাড়িয়ে তোলে। অন্যান্য ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও সংস্পর্শ মানসিক এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে। স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য এই আচরণগুলোকে প্রমাণ-ভিত্তিক পদ্ধতির মাধ্যমে মোকাবিলা করা একটি অপরিহার্য উপাদান বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা।

আজ বিশ্বের ৮,০০০-এরও বেশি চিকিৎসক লাইফস্টাইল মেডিসিনে সার্টিফাইড, যারা রোগী সেবার মান উন্নয়ন ও স্বাস্থ্যসেবা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার নেতৃত্ব দিচ্ছেন। সার্টিফিকেশন কেরিয়ার উন্নয়ন, কাজের সন্তুষ্টি বাড়ানোর পাশাপাশি মূল কারণভিত্তিক যত্নের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা খরচ কমাতে এবং দীর্ঘমেয়াদি স্বাস্থ্য ফলাফল উন্নত করতে সাহায্য করে।

ডাঃ জনাথন বনেট (ACLM সার্টিফাইড বিশেষজ্ঞ) বলেন, "আমাদের আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা দীর্ঘমেয়াদি রোগের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় যথেষ্ট প্রস্তুত নয়। ওষুধ ও চিকিৎসা পদ্ধতি অসাধারণ, কিন্তু কাঙ্ক্ষিত স্বাস্থ্য অর্জনে সীমিত। লাইফস্টাইল মেডিসিন হলো দীর্ঘমেয়াদি রোগের মূল কারণ চিহ্নিত করে চিকিৎসা এবং জীবন পরিবর্তনের চাবিকাঠি। আমাদের চিকিৎসা ব্যবস্থা ও সমাজ আরও ভালো করতে চাইলে, সার্টিফাইড হওয়াই শুরু করার সঠিক জায়গা।"



প্রি-ডায়াবেটিস: সতর্কতা ও সুস্থতার পথ

প্রি-ডায়াবেটিস একটি গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যগত অবস্থা যা বিশ্বজুড়ে, বিশেষ করে বাংলাদেশ ও ভারতে দ্রুত বাড়ছে। এটি এমন এক নীরব সতর্কতা সংকেত যা আমাদের জানায় যে, আমরা টাইপ ২ ডায়াবেটিসের একেবারে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে আছি। সুসংবাদ হলো, সঠিক সময়ে শনাক্ত এবং জীবনযাত্রায় পরিবর্তন আনার মাধ্যমে এই অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া বা ডায়াবেটিসে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিকে বহুলাংশে হ্রাস করা সম্ভব।

প্রি-ডায়াবেটিস হলো সেই অবস্থা যখন আপনার রক্তে গ্লুকোজ বা শর্করার মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি, কিন্তু এটিকে পুরোপুরি টাইপ ২ ডায়াবেটিস হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য যথেষ্ট বেশি নয়। এটিকে 'বর্ডার লাইন ডায়াবেটিস' নামেও অভিহিত করা হয়। এই অবস্থার মূল কারণ হলো ইনসুলিন হরমোনের অকার্যকারিতা। যখন শরীর ইনসুলিনের প্রতি প্রতিরোধী হয়ে ওঠে বা অগ্ন্যাশয় পর্যাপ্ত ইনসুলিন তৈরি করতে পারে না, তখন রক্তে গ্লুকোজ জমা হতে শুরু করে। এই অবস্থাকে ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স বলা হয়।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা-এর তথ্য এবং গবেষণামূলক প্রকাশনা অনুসারে, বিশ্বে প্রাপ্তবয়স্কদের একটি বিশাল অংশ প্রি-ডায়াবেটিসে ভুগছেন।.তিনজন প্রাপ্তবয়স্কের মধ্যে একজনের প্রি-ডায়াবেটিস থাকতে পারে, কিন্তু তাদের মধ্যে ৮০ শতাংশেরও বেশি মানুষ তা জানেন না। এটি একটি উদ্বেগের বিষয়, কারণ চিকিৎসা-বিহীন প্রি-ডায়াবেটিস কয়েক বছরের মধ্যে টাইপ ২ ডায়াবেটিসে পরিণত হতে পারে। পিএমসি-তে প্রকাশিত ২০১৭-২০১৮ সালের বাংলাদেশ ডেমোগ্রাফিক অ্যান্ড হেলথ সার্ভে-এর তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রাপ্তবয়স্কদের মধ্যে প্রায় ১৪.২ শতাংশ মানুষ প্রি-ডায়াবেটিসে আক্রান্ত। এই হার ডায়াবেটিস আক্রান্তের (৯.৮ শতাংশ) চেয়েও বেশি।

প্রি-ডায়াবেটিসের কোনো প্রকাশ্য উপসর্গ দেখা দেয় না। তবে এন্ডোক্রিনোলজিস্ট ডা. আলিম কানজি বলেন, যদি রক্তে শর্করা যথেষ্ট বেশি বা প্রায়ই বৃদ্ধি পায়, তবে কিছু সাধারণ হাইপারগ্লাইসেমিয়ার (উচ্চ রক্তশর্করা) উপসর্গ দেখা দিতে পারে, যা রোগীদের জন্য সতর্কবার্তা হতে পারে। যেমন-প্রস্রাবের মাত্রা বৃদ্ধি, তৃষ্ণা বৃদ্ধি, ক্ষুধা বৃদ্ধি, দৃষ্টি ঝাপসা দেখা, হাত বা পায়ের নড়াচড়ায় অসাড়তা বা সুঁচ অনুভূতি, হঠাৎ এবং অপ্রত্যাশিত ওজন কমা, ঘন ঘন সংক্রমণ বা ঘা সারতে দেরি হওয়া।

ডাঃ সাবরিনা হক এ নিয়ে বলেন, "যাদের সুগার লেভেল হাই থাকে তাদের মুখ শুকিয়ে যাওয়া, ঘনঘন ইউরিনেশন দেখা যায়। তাছাড়া অনেকের গলার কাছে কালো দাগ কিংবা স্কিন ট্যাগ লক্ষ্য করা যেতে পারে। শরীর ইনস্যুলিন তৈরিতে ব্যর্থ হলে এই দাগ দেখা যায়, যা প্রিডায়াবেটিস কিংবা ইনস্যুলিন রেজিস্টেন্সের লক্ষণ।"

প্রি-ডায়াবেটিস নির্ণয়ের জন্য কিছু রক্ত পরীক্ষা করা হয়: ফাস্টিং প্লাজমা গ্লুকোজ (FPG), ওরাল গ্লুকোজ টলারেন্স টেস্ট (OGTT), হিমোগ্লোবিন A1C (HbA1c) পরীক্ষা।

ডাঃ সাবরিনা হক জানান, "ইএইচ বি এ ওয়ান সি (HbA1c)' রক্ত পরীক্ষায় খুব সহজেই প্রিড্যাবেটিস ধরা পড়ে। যার স্বাভাবিক রেঞ্জ হচ্ছে ৫.৬ পর্যন্ত। এই রেঞ্জ ৫.৭-৬.৪ হলে সেটাকে প্রিডায়াবেটিস ধরা হয়।"

ডাঃ সাবরিনা হক জানান, প্রি-ডায়াবেটিসের সবচেয়ে কার্যকর চিকিৎসা হলো জীবনধারায় পরিবর্তন আনা। গবেষণায় দেখা গেছে, খাদ্যাভ্যাস এবং নিয়মিত শরীরচর্চা পরিবর্তন করলে টাইপ ২ ডায়াবেটিসের ঝুঁকি প্রায় ৫৮ শতাংশ পর্যন্ত কমানো যায়।

এ নিয়ে চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী, স্বাস্থ্যকর খাদ্যাভাস গড়ে তুলতে পারেন। চিনি ও মিষ্টিজাতীয় পানীয় যেমন সোডা বা বোতলজাত জুস সম্পূর্ণ বাদ দিন। আঁশযুক্ত খাবার, যেমন সব ধরনের শাক-সবজি, হোলগ্রেইনস,ডাল ও ফল খান, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। কম গ্লাইসেমিক ইনডেক্স যুক্ত খাবার যেমন লাউ, পেঁপে, চিচিঙ্গা খাদ্যতালিকায় অন্তর্ভুক্ত করুন। ফাস্টফুড, প্যাকেটজাত খাবার এবং উচ্চ চর্বিযুক্ত খাবার যেমন ঘি বা মাখন সীমিত পরিমাণে গ্রহণ করুন।

নিয়মিত শারীরিক কার্যকলাপে, সপ্তাহে কমপক্ষে ১৫০ মিনিট মাঝারি মানের ব্যায়াম, যেমন দ্রুত হাঁটা বা জগিং করার চেষ্টা করুন। দীর্ঘক্ষণ বসে থাকা এড়িয়ে চলুন এবং কাজের ফাঁকে ছোট বিরতি নিয়ে নড়াচড়া করুন। যদি আপনার ওজন বেশি থাকে, বিশেষ করে পেটের চারপাশে চর্বি জমে থাকে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ওজন কমানোর চেষ্টা করুন। গবেষণায় দেখা গেছে, শরীরের মোট ওজনের মাত্র ৫–৭ শতাংশ কমালেও ডায়াবেটিসের ঝুঁকি উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়।

প্রতি রাতে ৭–৯ ঘণ্টা মানসম্মত ঘুম নিশ্চিত করুন। যোগা, ধ্যান বা শখের মাধ্যমে মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করুন। ধূমপান সম্পূর্ণ বন্ধ করুন এবং মদ্যপান থাকলে তা সীমিত করুন।

প্রি-ডায়াবেটিস একটি সতর্কতা; এটিকে সুযোগ হিসেবে নিয়ে জীবনধারায় ইতিবাচক পরিবর্তন আনলে আপনি কেবল ডায়াবেটিসই নয়, হৃদরোগ এবং অন্যান্য দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকিতেও নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবেন। রক্তে শর্করার মাত্রা যদি বর্ডার লাইনে থাকে, তবে দেরি না করে একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের সঙ্গে পরামর্শ করুন এবং স্বাস্থ্যকর জীবনধারা শুরু করুন।

আলঝেইমারঃ ঘরের নিরাপদ যত্ন

আলঝেইমার-এক ধরনের মস্তিষ্কজনিত ব্যাধি, যা ধীরে ধীরে স্মৃতি, চিন্তাশক্তি এবং সবচেয়ে সহজ কাজগুলো করার ক্ষমতা নষ্ট করে দেয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে, আলঝেইমারের উপসর্গ জীবনের পরবর্তী সময়ে দেখা দেয়। ধারণা করা হয়, যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে ৬ মিলিয়নেরও বেশি মানুষ, যাদের বেশিরভাগের বয়স ৬৫ বছরের ঊর্ধ্বে, এ রোগে ভুগছেন।

আলঝেইমার-ডিমেনশিয়ার সবচেয়ে সাধারণ রূপ।

ডিমেনশিয়া হলো জ্ঞানীয় ক্ষমতা-যেমন চিন্তা, স্মৃতি, যুক্তি এবং আচরণগত দক্ষতাগুলো এমনভাবে হারিয়ে ফেলা-যা দৈনন্দিন জীবন ও কর্মকাণ্ডে গুরুতর প্রভাব ফেলে। এটি হালকা পর্যায় থেকে শুরু হয় এবং সবচেয়ে গুরুতর পর্যায়ে গিয়ে মানুষকে সম্পূর্ণভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল করে ফেলে। আলঝেইমার্স অ্যাসোসিয়েশনের মতে, ডিমেনশিয়ায় আক্রান্ত প্রায় ৬০–৮০ শতাংশ মানুষ আলঝেইমার রোগে ভোগেন। এ রোগে ধীরে ধীরে মস্তিষ্কের কোষ নষ্ট হয়ে যায়।

আলঝেইমার'স রোগের সঠিক কারণ এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। ধারণা করা হয়, বয়সজনিত মস্তিষ্কের পরিবর্তন, জিন, পরিবেশ ও জীবনধারা একসাথে এর পেছনে কাজ করে।

ডাঃ অ্যালোইস আলঝেইমার-এর নামে এই রোগের নামকরণ। ১৯০৬ সালে তিনি একজন মহিলার মৃত্যুর পর তার মস্তিষ্কে অস্বাভাবিক পরিবর্তন লক্ষ্য করেন, যিনি স্মৃতিভ্রংশ, ভাষাগত সমস্যা এবং অস্থির আচরণের মতো উপসর্গে ভুগছিলেন। মস্তিষ্ক পরীক্ষায় তিনি দুটি প্রধান অস্বাভাবিকতা খুঁজে পান-অ্যামাইলয়েড প্ল্যাক (অস্বাভাবিক দলা), এবং নিউরোফাইব্রিলারি বা টাউ ট্যাঙ্গলস (জট পাকানো তন্তু)।

এগুলোই আজও আলঝেইমার রোগের প্রধান বৈশিষ্ট্য হিসেবে গণ্য করা হয়। অন্য একটি বৈশিষ্ট্য হলো নিউরনের সংযোগ নষ্ট হওয়া। নিউরন মস্তিষ্কের ভেতরে এবং মস্তিষ্ক থেকে শরীরের বিভিন্ন অংশে বার্তা আদানপ্রদান করে।

আলঝেইমার-এ আক্রান্ত বয়স্কদের যত্ন নেওয়া একটি চ্যালেঞ্জিং কাজ, যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর ধৈর্য, সহানুভূতি এবং সঠিক কৌশল। তাদের যত্নের জন্য বাড়ির পরিবেশকে কীভাবে নিরাপদ করবেন, সেই বিষয়ে ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অন এজিং-এর দেওয়া পরামর্শের সারসংক্ষেপ নিচে দেওয়া হলো।

১. সাধারণ সতর্কতা ও পরিবেশ তৈরি: আলঝেইমার রোগীর নিরাপত্তার জন্য ঘরের পরিবেশ সহজ ও সুরক্ষিত করা জরুরি। সিঁড়ির ধাপ, বাথরুম, রান্নাঘর বা শোবার ঘর উজ্জ্বল রঙ ও সহজ চিহ্ন দিয়ে আলাদা করে রাখুন যেন তারা সহজে চিনতে পারে। আয়না সীমিত করুন এতে তারা বিভ্রান্ত হয়। দেয়াল ও মেঝেতে বৈপরীত্য রঙ ব্যবহার করুন, জটিল নকশা এড়িয়ে চলুন। গরম জলের হিটার ১২০°F এ সেট করুন, ঠান্ডা-গরম কলগুলো ভিন্ন রঙ বা লেখা দিয়ে চিহ্নিত করুন। আসবাবের ধারালো কোণে নরম প্যাড লাগান, কাঁচের দরজা-জানালায় স্পষ্ট ডিকাল দিন যেন কাঁচ বুঝতে পারে। সব ফোনের পাশে জরুরি নম্বর ও ঠিকানা লিখে রাখুন। এছাড়া, নিয়মিতভাবে স্মোক ডিটেক্টর ও গ্যাস ডিটেক্টরের কার্যকারিতা পরীক্ষা করা জরুরি।

১. বিপজ্জনক জিনিসপত্র নিরাপদে রাখুন: ওষুধ, অ্যালকোহল, ক্লিনিং পণ্য, বিষাক্ত গাছপালা, অস্ত্র, কাঁচি, ছুরি, পাওয়ার টুলস, দেশলাই, লন্ড্রি ডিটারজেন্ট এবং দাহ্য বস্তু-এসব রোগীর নাগালের বাইরে রাখুন বা তালাবদ্ধ করুন।

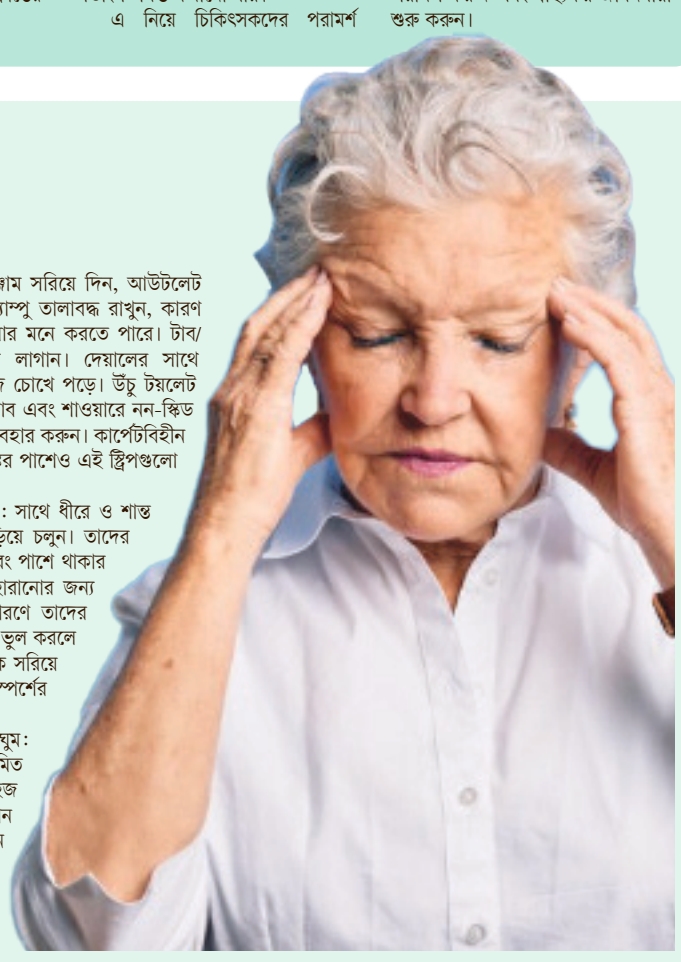
২. রান্নাঘর: ওভেন, স্টোভ, টোস্টার বা ইস্ত্রির কাছে সতর্কতামূলক চিহ্ন দিন, যেমন-"থামুন!" বা "হাত দেবেন না—খুব গরম!" স্টোভে সেফটি নব ও স্বয়ংক্রিয় শাট-অফ সুইচ রাখুন। ফ্রিজের খাবার নিয়মিত পরীক্ষা করুন, পচে যাওয়া খাবার ফেলে দিন। বিভ্রান্তিকর বস্তু যেমন কৃত্রিম ফল বা ম্যাগনেট সরিয়ে দিন, কারণ রোগী সেগুলোকে আসল খাবার মনে করে খেয়ে ফেলতে পারেন।

৩. বেডরুম: রাতের মনিটরের মাধ্যমে পড়ে যাওয়া বা সাহায্যের প্রয়োজনে রুম মনিটরিং ডিভাইস বযবহার করুন। পোর্টেবল স্পেস হিটার সরিয়ে দিন। পোর্টেবল ফ্যান ব্যবহার করলে নিশ্চিত করুন যে কেউ ফ্যানের ব্লেডের মধ্যে কিছু ঢোকাতে পারবে না। বৈদ্যুতিক কম্বল বা হিটিং প্যাডের নিয়ন্ত্রণ রোগীর নাগালের বাইরে রাখুন।

৪. বাথরুম: বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম সরিয়ে দিন, আউটলেট ঢেকে দিন। টুথপেস্ট, লোশন, শ্যাম্পু তালাবদ্ধ রাখুন, কারণ রোগী ভুল করে সেগুলোকে খাবার মনে করতে পারে। টাব/শাওয়ারে গ্র্যাব বার বা হাতল লাগান। দেয়ালের সাথে বৈপরীত্যপূর্ণ রঙের হাতল সহজে চোখে পড়ে। উঁচু টয়লেট সিট বা পাশে গ্র্যাব বার রাখুন। টাব এবং শাওয়ারে নন-স্কিড আঠালো স্ট্রিপ, ডিকাল বা ম্যাট ব্যবহার করুন। কার্পেটবিহীন বাথরুমে টাব, টয়লেট এবং সিঙ্কের পাশেও এই স্ট্রিপগুলো ব্যবহার করার কথা ভাবুন।

৫.যোগাযোগকে সহজ করুন: সাথে ধীরে ও শান্ত স্বরে কথা বলুন, জটিল প্রশ্ন এড়িয়ে চলুন। তাদের আবেগ মনোযোগ দিয়ে শুনুন এবং পাশে থাকার আশ্বাস দিন। তাদের স্মৃতিশক্তি হারানোর জন্য তিরস্কার করবেন না। রোগের কারণে তাদের যুক্তি করার ক্ষমতা কমে যায়, তাই ভুল করলে তর্ক না করে মনোযোগ অন্য দিকে সরিয়ে দিন। প্রয়োজনে হাত ধরে বা কাঁধে স্পর্শের মাধ্যমে তাদের আশ্বাস দিন।

৬.খাদ্যাভ্যাস ও ঘুম: আলঝেইমার রোগীর জন্য নিয়মিত রুটিন রাখা জরুরি। নরম ও সহজ খাবার শান্ত পরিবেশে পরিবেশন করুন, উজ্জ্বল প্লেট ব্যবহার করুন এবং পর্যাপ্ত পানি দিন। দিনে হালকা কাজ বা হাঁটা রাতে ভালো ঘুমে সহায়তা করে। শোবার ঘর সবসময় শান্ত, অন্ধকার ও আরামদায়ক রাখুন।



আলজাইমা রোগীর যত্ন নেওয়ার প্রধান উদ্দেশ্য হলো তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, দৈনন্দিন জীবনকে সহজ করা এবং তাদের মর্যাদা বজায় রাখা। মনে রাখবেন, এই রোগের কারণে রোগীর মানসিক পরিবর্তন হচ্ছে, এটি তাদের ইচ্ছাকৃত আচরণ নয়।

নবাবগঞ্জ এসোসিয়েশন অব ইউএসএ ইন্‌ক
NAWABGONJ ASSOCIATION OF USA INC

পারস্পরিক সম্প্রীতি, আস্থা ও শ্রদ্ধাবোধের একটি অরাজনৈতিক সামাজিক সংগঠন

কার্যকরী কমিটি ২০২৫-২০২৭



মোহাম্মদ উজ্জ্বল বিপুল
সভাপতি



গনেশ কীর্ত্তনীয়া
সাধারণ সম্পাদক



শেখ আবদুল মালেক
সিনিয়র সহ-সভাপতি



শেখ মাহমুদ সিদ্দিক
সহ-সভাপতি



মো: জাহিদ আলম
সহ-সভাপতি



গোলাম মোস্তফা
সহ-সভাপতি



রুবেল চৌধুরী
সহ-সভাপতি



আবুল কালাম কিরণ
সহ-সভাপতি



মজিবর রহমান বাবু
সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক



মেহেদী হাসান
যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক



আলবিন রোজারিও
সাংগঠনিক সম্পাদক



মো: মোয়াজ্জেম হোসনে ঈশা
সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক



শফিক খান
কোষাধ্যক্ষ



শিল্পী রানী মন্ডল
মহিলা বিষয়ক সম্পাদক



ঝর্না বীথি
সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক



শ্রাবনী সরকার
সহ-সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক



হাবিবুর রহমান হাবিব
প্রচার সম্পাদক



সৈয়দ এহসান
দপ্তর সম্পাদক



আসিফুল ইসলাম শাওন
ক্রীড়া সম্পাদক



মো: শাহরিয়ার
আপ্যায়ন সম্পাদক



নেছার আহমেদ
আন্তঃরাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদক



মোঃ শামীম আহমেদ
সমাজ-কল্যাণ বিষয়ক সম্পাদক



মো: সাইফুল ইসলাম
তথ্য ও প্রকাশনা সম্পাদক



গোলাম খান লিপন
১ম কার্যনির্বাহী সদস্য



তানভীর করিম
কার্যনির্বাহী সদস্য



ইমতিয়াজ আহমেদ
কার্যনির্বাহী সদস্য



ইসরাত জাহান
কার্যনির্বাহী সদস্য



ওয়াহিদা সুলতানা লুনা
কার্যনির্বাহী সদস্য



জয়নব আক্তার
কার্যনির্বাহী সদস্য



জায়েদুল ইসলাম
কার্যনির্বাহী সদস্য



নিরঞ্জন শীল
কার্যনির্বাহী সদস্য



শেখ অয়ন আহমেদ
কার্যনির্বাহী সদস্য



নাসিম খান
কার্যনির্বাহী সদস্য



মো: খায়রুল ইসলাম
কার্যনির্বাহী সদস্য



সাইমা সালাম রুনি
কার্যনির্বাহী সদস্য



তৌফিকুল ইসলাম পিয়াস
কার্যনির্বাহী সদস্য



মোঃ মিলন মোল্লা
কার্যনির্বাহী সদস্য

হাবিবুর রহমান হাবিব কর্তৃক প্রচারিত প্রকাশিত

GOLDEN AGE HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় PCA HOME CARE সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা HHA/PCA সার্টিফিকেট প্রদান করে, আপনাকে HOME CARE সার্ভিস -এ এনরোল করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো



Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: 718-775-7852
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com

JACKSON HTS OFFICE
71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE
3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10465
Ph: 347-449-5983, Fax: 347-275-9834

HILLSIDE AVE. OFFICE
170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE
516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

Design by: ihopeprint.com, 929-538-7903

Parkchester + Medical
PARKCHESTER MEDICAL
TEL: 718-828-6610
1211 WHITE PLAINS ROAD,
BRONX, NY 10472



INTERNAL MEDICINE
ASTHMA DIABETES CENTER
CARDIOLOGY
PHYSICAL THERAPY
UROLOGY
GYNECOLOGY
PODIATRY
GASTRO-ENTEROLOGY
ORTHO-PEDICS
HEALTH CARE FOR THE ENTIRE FAMILY

WE ARE OPEN:
MONDAY & THURSDAY 8:30AM-8:00PM | TUESDAY, WEDNESDAY & FRIDAY 8:30AM-6:00PM | SATURDAY 9:00AM-3:00PM

WE ACCEPT ALL MEDICAID / MEDICARE MOST INSURANCES ACCEPTED INCLUDING WORKERS COMP. NO-FAULT, SLIP AND FALL.



শারীরিক অভ্যন্তরীন সমস্যা
শ্বাসকষ্ট, ডায়বেটিস চিকিৎসা
হৃদরোগ
শারীরিক ব্যায়াম বা থেরাপি
মূত্র সংক্রান্ত চিকিৎসা
নারী স্বাস্থ্য চিকিৎসা কেন্দ্র
পায়ের চিকিৎসা
পরিপাকতন্ত্রীয় চিকিৎসা
হাড়ের চিকিৎসা
সম্পূর্ণ পরিবারের স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র

আমরা বাংলায় কথা বলি

মেডিক্যাল সময়সূচিঃ
তাৎক্ষনিক চিকিৎসা সেবায় স্বাগতম!
সোমবার এবং বৃহস্পতিবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৮:০০টা
মঙ্গলবার, বুধবার এবং শুক্রবার
সকাল ৮:৩০ মিঃ থেকে সন্ধ্যা ৬:০০টা
শনিবার
সকাল ৯:০০ মিঃ থেকে দুপুর ৩:০০টা

আমরা সকল প্রকার মেডিকেইড ও মেডিকেয়ার সহ অধিকাংশ ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।
সাথে আরো আছেঃ • কর্মস্থলের ক্ষতিপুরন • নির্দোষ প্রমাণের ব্যবস্থা • পিছলে পড়ে যাওয়া

COMMUNITY DEVELOPMENT FOR ASIAN AMERICAN
CDAA
Community Development for Asian American (CDAA)

একটি স্বাস্থ্য সামাজিক ব্যপস্থাপনা সংস্থা

যাঁরা আপনার ভাষায় কথা বলে এবং আপনার অধিকারের জন্য কথা বলে

আমাদের সেবা সমূহ–
- আর্থিক অনুদান গ্রহণে সহায়তা
- বাসস্থান ও বাড়ি ভাড়া প্রাপ্তিতে সহায়তা
- কর্মসংস্থান ও দক্ষতা প্রশিক্ষণ
- ফুডস্ট্যাম্প ও পুষ্টিকর খাদ্য সামগ্রী গ্রহণে সহায়তা
- যাতায়াত ব্যবস্থা গ্রহণে সহায়তা

এছাড়া যে কোন শারিরীক ও মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ক পরামর্শ।

Tel: +1(866) 367-3232 Email: info@cdaany.org



বৃহস্পতিবার (Thursday), ৭ আগস্ট ২০২৫

INJURED?
WE CAN HELP!!

FREE
Accident
Consulation

PERSONAL INJURY TOP 10 ATTORNEY AND PRACTICE MAGAZINE'S 2022 LAW FIRM

Have you or a loved one been injured by a carelessly driven vehicle or 18-wheeler or by another's irresponsible conduct?

Let us protect your rights and recover the full amount due from the insurance companies and responsible parties.

WE ALSO HANDLE

- CAR ACCIDENTS | গাড়ি দুর্ঘটনা
- TRUCK ACCIDENTS | ট্রাক দুর্ঘটনা
- TRIP AND FALL | ট্রিপ এবং পতন
- UBER/LYFT ACCIDENT | UBER/LYFT দুর্ঘটনা
- DEPORTATIONS | নির্বাসন
- ADJUSTMENT OF STATUS | স্থিতির সামঞ্জস্য
- ASYLUM APPLICATIONS | আশ্রয়ের আবেদনপত্র
- VAWA PETITIONS | তাদের পিটিশন আছে
- FIANCE VISA PETITIONS | বাগদত্তা ভিসা পিটিশন
- FAMILY PETITIONS | পারিবারিক পিটিশন
- EB1/E82 PETITIONS | EB1/E82 পিটিশন
- UNCONTESTED DIVORCE | অপ্রতিদ্বন্দ্বী বিবাহবিচ্ছেদ

ATTORNEY AT LAW

MELANIE ABRAMS, ESQ.

RECOVERED MILLIONS FOR OUR CLIENTS.

GET HELP TODAY!
718-997-9797

104-70 QUEENS BOULEVARD, SUITE 403
FOREST HILLS, NY 11375

abramslawgroupny.com
https://g.co/kgs/iC36XA
abramslawgrouppc
abramslawgrouppc

প্রয়োজনে এটর্নী হাসপাতাল বা বাসায় আসবেন

প্রথম আলো

Prothom Alo North America
Thursday, 2 October 2025, 9th Year, Issue 446

বৃহস্পতিবার, ২ অক্টোবর ২০২৫, ১৭ আশ্বিন ১৪৩২, ৯ম বর্ষ, সংখ্যা ৪৪৬



নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের ওজন পার্কে ‘পথমেলা’ অতিথিরা।

ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন সমর্থন নাটকীয়ভাবে কমেছে: জরিপ

উত্তর আমেরিকা অফিস

গাজার নির্বিচার হামলা ও দীর্ঘায়িত সংঘাতের প্রেক্ষিতে ইসরায়েলের প্রতি মার্কিন জনগণের সমর্থনে বড় ধরনের উল্টফের দেখা যাচ্ছে। এটাই প্রকাশ করে নিউইয়র্ক টাইমস ও সিয়েনা ইউনিভার্সিটির সম্প্রতি প্রকাশিত জরিপ। দুই বছর আগের তুলনায় এখন ফিলিস্তিনি পক্ষকে সমর্থন বা সহানুভূতিশীল মনে করা ভোটারের হার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

বৈধ হওয়ার পথ প্রায় বন্ধ

যুক্তরাষ্ট্রে রেকর্ড ১ কোটি ৪০ লাখ অনথিভুক্ত অভিবাসী

নিজস্ব প্রতিবেদক

যুক্তরাষ্ট্রে বর্তমানে রেকর্ড ১ কোটি ৪০ লাখেরও বেশি অনথিভুক্ত অভিবাসী বসবাস করছেন। পিউ রিসার্চ সেন্টারের সাম্প্রতিক এক বিশ্লেষণে এ তথ্য উঠে এসেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, এত বিপুল সংখ্যক মানুষ বৈধ হওয়ার চেষ্টা করলেও বিদ্যমান আইন ও কঠোর নীতির কারণে তাদের জন্য নাগরিকত্ব বা বৈধতা পাওয়া

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ৪

ওয়ার্ল্ড বাংলা মিউজিকের আয়োজনে বর্ণাঢ্য পথমেলা

নিউইয়র্ক

দিনভর মেলায় ছিল বাংলাদেশি খাবার, পোশাক ও নানা পণ্যের স্টল। নারী উদ্যোক্তারাও অংশ নেন তাঁদের নিজস্ব পণ্য নিয়ে।

নিজস্ব প্রতিবেদক

নিউইয়র্কের ব্রুকলিনের ওজন পার্কে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রাণের মিলনমেলায় রূপ নিল ‘পথমেলা’। রোববার (২৮ সেপ্টেম্বর) আয়োজিত এই মেলায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ছিল উৎসবের আমেজ।

দিনভর মেলায় ছিল বাংলাদেশি খাবার, পোশাক ও নানা পণ্যের স্টল। নারী উদ্যোক্তারাও অংশ নেন তাঁদের নিজস্ব পণ্য নিয়ে। হাজারো প্রবাসী পরিবার মেলায় ঘুরে বেড়ান, কেনাকাটা করেন আর উপভোগ করেন সাংস্কৃতিক পরিবেশনা।

মেলার উদ্বোধন করেন শাহাবুদ্দিন আহমেদ। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১



নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বাস কমিশনের চেয়ার হলেন শামসুল হক

উত্তর আমেরিকা অফিস

নিউইয়র্ক সিটির স্কুল বাস ব্যবস্থার উন্নয়নে গঠিত বিশেষ কমিশনের চেয়ার

এরপর পৃষ্ঠা ৩০ কলাম ১

কিংবদন্তি



১৯৬০ সালে তাঞ্জানিয়ার গোম্বে ন্যাশনাল পার্কে শিম্পাঞ্জি গবেষণা শুরু করেছিলেন জেন গুডল। ছবি: জেন গুডল ইনস্টিটিউট

প্রাণিবিজ্ঞানী জেন গুডল আর নেই

উত্তর আমেরিকা ডেস্ক

বিশ্ববিখ্যাত প্রাণিবিজ্ঞানী ও প্রাইমেট গবেষক জেন গুডল আর নেই। ৯১ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন বলে নিশ্চিত করেছে তাঁর প্রতিষ্ঠান ‘জেন গুডল ইনস্টিটিউট’। বন্য শিম্পাঞ্জি নিয়ে গবেষণা তাঁকে বিশ্বজোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছিল। মানুষ ও শিম্পাঞ্জির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে গুডল প্রমাণ করেছিলেন, এই প্রাণীগুলো মানুষের সঙ্গে আবেগ, আচরণ ও সামাজিকতায় বিস্ময়কর মিল রাখে।

১৯৩৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তরাজ্যের লন্ডনে জন্মগ্রহণ করেছিলেন গুডল। কলেজে যাওয়ার সামর্থ্য না থাকায় তিনি সেক্রেটারিয়াল স্কুলে পড়াশোনা করেন। ১৯৫৬ সালে আফ্রিকায় পাড়ি জমান এবং দ্রুতই পরিচিত হন বিখ্যাত জীবাশ্মবিদ লুই লিকির সঙ্গে। লিকিই তাঁকে শিম্পাঞ্জি নিয়ে গবেষণার সুযোগ করে দেন। তখন তাঁর কোনো ডিগ্রি ছিল না, বয়স মাত্র ২৬ বছর এবং একজন নারী গবেষকের জন্য সুযোগ পাওয়া ছিল বিরল।

১৯৬০ সালে তিনি তাঞ্জানিয়ার গোম্বে ন্যাশনাল পার্কে শিম্পাঞ্জি গবেষণা শুরু করেন। প্রথমে শিম্পাঞ্জিরা তাঁকে এড়িয়ে চললেও ধৈর্য, নীরবতা ও কলার টোপ দিয়ে ধীরে ধীরে তাঁদের আস্থা অর্জন করেন। কয়েক মাসের মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেন, শিম্পাঞ্জিরাও মানুষের মতো সরঞ্জাম তৈরি ও ব্যবহার করতে পারে। তাঁর প্রিয় শিম্পাঞ্জি ডেভিড গ্রেবিয়ার্ড উইপোকার ঢিবি থেকে খাবার বের করতে একটি ডাল ভেঙে ব্যবহার করেছিল। এই আবিষ্কার প্রচলিত ধারণাকে বদলে দেয়—মানুষই যন্ত্র তৈরি করতে পারে এমন একমাত্র প্রাণী নয়।

গুডলের গবেষণা শুধু বিজ্ঞানের ধারা পাল্টায়নি, প্রাণীদের আবেগ ও সামাজিক বন্ধন সম্পর্কেও নতুন দৃষ্টিভঙ্গি এনেছিল। তিনি দেখেছিলেন, শিম্পাঞ্জিরা পরস্পরকে আলিঙ্গন করে, হাত ধরে হাঁটে, ভালোবাসা প্রকাশ করে, আবার সহিংসতাও চালায়।

১৯৭৭ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন জেন গুডল ইনস্টিটিউট। ১৯৮৬ সালের এক সম্মেলনে বন্যপ্রাণীর সংকট ও পাচারের ভয়াবহতা তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। এরপর থেকে তিনি শুধু গবেষক নন, পরিবেশ ও প্রাণী সুরক্ষার বিশ্বদূত হয়ে ওঠেন। বিশ্বজুড়ে ভ্রমণ করে বক্তৃতা দিয়েছেন, মানুষকে সচেতন করেছেন।

জেন গুডল শুধু একজন বিজ্ঞানী নন, তিনি হয়ে উঠেছিলেন প্রকৃতি ও প্রাণীর সঙ্গে মানবজাতির সম্পর্কের প্রতীক। তাঁর অক্লান্ত পরিশ্রম, সততা ও সহানুভূতি বিজ্ঞানের ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।























সম্পাদক: **ইব্রাহীম চৌধুরী**, নির্বাহী সম্পাদক: **মনজুরুল হক**। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা কর্তৃক ৩৭-১৮, ৭৩ স্ট্রিট, সুট # ২০২ জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২ থেকে প্রকাশিত।
ফোন: **718-308-5020**, ই-মেইল: নিউজ: news@prothomalony.com, বিজ্ঞাপন: cm@prothomalony.com